২
স্পেনের রূপসী কন্যা
এনায়েতুল্লাহ আল্‌তামাশ

স্পেনের রূপসী কন্যা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল
এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

অনুবাদ
শহীদুল ইসলাম

কিতাব কেন্দ্র
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্পেনের রূপসী কন্যা

মূল ঃ এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

❑

অনুবাদ ঃ

শহীদুল ইসলাম

❑

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ

শফিকুল ইসলাম (শফিক)

❑

ডিজাইন ঃ

মাসুম বিল্লাহ

❑

❑

প্রকাশনায় ঃ

কিতাব কেন্দ্র

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৭১৮৯৪৭৩৮০

❑

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ২০০৪

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ এপ্রিল, ২০০৯

মূল্য ঃ একশত বিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

সেইসব বীর মুজাহিদদের র'ফেদারাজাত কামনায় যারা ইউরোপের বুকে ইসলামের ঝাণ্ডা উড়াতে সীমাহীন ত্যাগের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন—

আর বর্তমানের সেইসব বীর পুরুষদের সাফল্য কামনায়—যারা ইউরোপের অন্ধকার দূর করে পুনরায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে।

অনুবাদকের নিবেদন

সেই সময়টি ছিল মুসলিম ইতিহাসের স্বর্ণযুগ, যেসময় চাঁদ-তারকা খচিত পতাকা বর্তমান স্পেনে উড্ডীন ছিল। সেই স্বর্ণযুগের স্মৃতি এখনও কালের সাক্ষী হয়ে অম্লান রয়েছে কর্ডোভার জামে মসজিদ ও আল-হামরা প্রাসাদের অস্তিত্বে। স্পেনের স্থানীয় ভাষায় বহু আরবী শব্দমালাও মুসলিম ইতিহাসের চিহ্ন বহন করছে। বিকৃতভাবে হলেও বহু জায়গা ও স্থাপনার আরবী নাম এখনও বহন করছে বিজয়ী মুসলমানদের কীর্তিগাঁথা। জাবালে তারেক বিব্রাল্টা নাম ধারণ করেও সেই স্পেন বিজয়ী তারেকের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

স্পেনের কথা উচ্চারিত হলেই সামনে চলে আসে সেইসব বীর যোদ্ধাদের কথা—যারা দামেস্ক থেকে স্পেনের উপকূলে অবতরণ করে সবগুলো জাহাজে অগ্নি সংযোগ করে ফেরার প্রত্যাশা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাদের পিছনে ছিল সীমাহীন সাগরের অথৈ পানি আর সামনে প্রবল শত্রু। নিজ দেশ থেকে বিশাল সাগরের ওপারে; প্রবল শত্রুদের পরাজিত করে বিজয় অর্জন ছাড়া তাদের কোন বিকল্প ছিল না। প্রচণ্ড আত্মবল, অবিচল আস্থা, সাহসিকতা ও লক্ষ্য অর্জনে আত্মোৎসর্গিত হওয়ার ফলে তারা সে সময় একের পর এক শহর পদানত করে খৃস্টান ইউরোপের বুকে ইসলামের ঝাণ্ডা উড়িয়ে ছিলেন। তারেক-মূসার সেই বিজয় ইতিহাস প্রবল ঈমান, আত্মবিশ্বাস, কর্তব্যনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস। মানবেতিহাসে যার কোন দৃষ্টান্ত নেই।

তারেক-মূসার পর তাদের উত্তরসূরীরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্পেন শাসন করছিলেন। যতোদিন শাসকগণ তারেক-মূসার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন, ইসলামের আদর্শের উপরে দৃঢ়পদছিলেন ততোদিন মুসলিম স্পেনের সীমানা বাড়ছিল। মুসলমান শাসকগণ এক পর্যায়ে মুসলিম স্পেনের সীমানাকে বর্তমান প্যারিস পর্যন্তও নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কিন্তু পরবর্তীতে স্পেনের মুসলিম শাসকগণ নিজেদেরকে সেবকের বদলে শাসক ভাবতে শুরু করেন। তখন থেকেই শুরু হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও চিরশত্রু ইহুদী দুশমনদের চতুর্মুখী চক্রান্ত।

শাসকদের বিলাসিতা, ইসলামের অনুশাসন থেকে শাসকদের বিচ্যুতির চিরশত্রুদের অনুপ্রবেশে পথ করে দেয়, নিজেদের মধ্যেও দেখা দেয় বিচ্ছিন্নতা। ধীরে ধীরে মুসলিম স্পেন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে।

এই পুস্তকে আমরা স্পেনের শাসক দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের শাসনামলের কয়েকটি খণ্ডচিত্র অবলম্বনে পতনোন্মুখ স্পেনের মূল উপাদানগুলোকে ভাষা দিতে চেষ্টা করেছি। আলতামাশ নতুন ও পুরাতন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ঘেটে আব্দুর রহমানে শাসনামলের

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি চরিত্রের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ইসলাম বিবর্জিত নারী, মুসলিম শাসকের নারীলোভ ও ইসলামের অনুশাসন থেকে বিচ্যুতি যে কিভাবে ধ্বংস ও পতন ডেকে আনে, তা সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে এই পুস্তকে। দেখানো হয়েছে, অসতর্ক, অবহেলার সুযোগে মুসলমানের ঘর ও মুসলমানের সন্তানরাও কতোটা ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনতে পারে, কতো লজ্জাষ্কর পরিণতির কারণ হতে পারে।

এই পুস্তকে এটিও উঠে এসেছে যে, প্রশাসনের এক দল নিষ্টাবান লোকের সীমাহীন আত্মত্যাগ, নির্লোভ নিরহংকার জীবনাচার অবশ্যম্ভাবী পতনের চোরাবালি থেকেও জাতি ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে পেরেছিল।

শিকড় সন্ধানী ঔপসন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ রচিত, 'উন্দলূস কি নাগিন' অবলম্বনে রূপান্তরিত এই পুস্তকটি অতীতের আয়নায় বর্তমানের চিত্রকে পর্যালোচনা করার একটি যথার্থ আয়না বলা যেতে পারে। আজো আমাদের সমাজ ও জাতির দুর্যোগ, দুর্ভাবনা ও সংকটের প্রধান কারণ শাসক শ্রেণীর আদর্শ বিচ্যুতি এবং চিরশত্রুদের সাথে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে গড়ে তোলা সখ্যতা।

মুসলিম উম্মাহ যতো দিন পর্যন্ত বিলাসী রাজন্যবর্গ ক্ষমতালোভী রাজনীতিক, স্বার্থপর আমলা শ্রেণীর কবলমুক্ত না হবে ততোদিন বিজাতীয় শত্রুদের হাতে নিগৃহীত হতেই থাকবে।

একবিংশ শতাব্দীর এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আজ সারা বিশ্বের অমুসলিম এক ও অভিন্ন আর মুসলমানরা শতধা বিচ্ছিন্ন। এমতাবস্থায় জাতির খুব প্রয়োজন আব্দুল করীম ও উবায়দুল্লাহ্‌র মতো বিষ্ঠাবান সৎ ও সাহসী নেতা। যারা পতনের বেলাভূমি থেকে দেশে দেশে ঘুমন্ত মুসলিম উম্মাহর চেতনাকে জাগিয়ে নব উদ্যোমে জাতি গড়ার জন্যে আত্মোৎসর্গ করবে। তবেই উম্মাহর ভাগ্যাকাশের কালো মেঘ বিদূরিত হয়ে দেখা দেবে প্রভাতের সোনালী সূর্য।

প্রবীনরা যদি তাদের উপলব্ধিকে এই বই পাঠে কিছুটা শানিত করতে পারেন এবং নবীনরা হন ভবিষ্যত লক্ষ্য নির্ধারণে সতর্ক, তাহলে আমাদের আয়োজন স্বার্থক হবে।

এ পুস্তকের ত্রুটি ও বিচ্যুতিগুলো সম্পর্কে আমাদের অবহিত করলে কৃতজ্ঞ হবো, আর যদি কোন ভাল দিক থাকে তাহলে বন্ধুদের বলুন তাতে উপকৃত হবে সমগ্র জাতি।

নিবেদক

শহীদুল ইসলাম

রামপুরা, ঢাকা।

লেখক, সম্পাদক ও চিন্তাবিদ

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নাদভীর প্রাককথন

যাবতীয় প্রশংসা পরম করুণাময় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার। লক্ষ কোটি দরূদ ও সালাম তাঁর নবীর প্রতি। যিনি ইরশাদ করেছেন যে, 'বহু কথামালায় যাদু রয়েছে, অনেক কবিতায় পাওয়া যায় প্রজ্ঞা।' বাংলাভাষী মানুষের মনে দ্বীনে ইসলামের প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালোবাসা সৃষ্টি করা এবং বাংলার তরুণ সমাজের অন্তরে ইসলামী চেতনা বিকশিত করার লক্ষ্যে সাহিত্য জগতে নিরন্তন কর্মরত প্রকাশনা সংস্থা 'কিতাব কেন্দ্র' এ হাদীস শরীফের আলোকেই কথামালায়, উপন্যাসে, গল্পে, কবিতায় খুঁজে ফিরছে মানব জীবনের সৌন্দর্য। মানবসভ্যতার কামিয়াবী।

কিতাব কেন্দ্রের নতুন অবদান উপমহাদেশের অবিস্মরণীয় ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাশের আরেক কিতাবের বঙ্গানুবাদ। 'স্পেনের রূপসী কন্যা' নামে যা বিজ্ঞ ও রুচিবান পাঠকের সামনে হাজির করেছেন এর সুসাহিত্যিক অনুবাদ মাওলানা শহীদুল ইসলাম। প্রথিতযশা সাংবাদিক ও হকের পক্ষের কলমসৈনিক শহীদুল ইসলামকে কেউ কেউ আবার 'বাংলাদেশের আলতামাশ' নামেও ডাকতে শুরু করেছেন বলে শুনেছি। তবে আমার মতে, তাঁকে কেবল আলতামাশ নাম দেয়াই যথেষ্ট নয়। কারণ শহীদুল ইসলামের হাত সাহিত্য ও সাংবাদিকতার আরও অনেক ময়দানে সুপ্রসারিত। আল্লাহ্ তাঁকে আরও ব্যাপক কাজের তাওফীক দান করুন।

মুসলিম স্পেনের কথা বললেই মুসলমানদের মন উচাটন হয়ে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক। কারণ, বহু কষ্টে গড়া এ 'হারানো স্বর্গ' দীর্ঘ ৮০০ বছর পর মুসলমানদের ফেলে চলে আসতে হয়। রক্ত, অশ্রু, কান্না, হাহাকার আর বেদনার সাগর পেছনে ফেলে একটি মহাদেশ থেকে সমূলে উৎপাটিত হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। অবশ্য এ ইতিহাস মুসলিম জাতির জন্য এক চরম শিক্ষা। জ্বলজ্যান্ত এক উদাহরণ। যুগপদ বিজয় ও বিপর্যয়ের স্পেন থেকে শেখার আছে অনেক কিছু। বিশেষ করে আজকের এ দুর্দিনে তো বটেই। সুতরাং এ পুস্তকটি খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। এর ভেতরে কী আছে তা পাঠকবৃন্দ পড়লেই দেখতে পাবেন। এ প্রসঙ্গ মুখবন্ধে তুলে আনার দরকার আছে বলে মনে হয় না।

কিতাবকেন্দ্র আলতামাশের বই প্রকাশের কাজ শুরু করেছিল। আগের বইটি এখনও জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে। পাঠকদের খোঁজ খবরের হাল দেখে কিতাবকেন্দ্রের বিক্রয় নির্বাহীগণ মনে করছেন, 'স্পেনের রূপসী কন্যা' ওটিকেও ছাড়িয়ে যাবে। তাছাড়া আল্লাহ্‌র ফজলে কিতাব কেন্দ্রের কোন্ প্রকাশনাটিই বা এমন নয়! এ তো দয়াময় আল্লাহ জাল্লা শানুহুরই খাস রহমত। সর্বাবস্থায়ই আমরা তার নিকট আনতচিত্তে কৃতজ্ঞ। জীবনে মরণে সর্বত্রই তাঁর কৃপা ও করুণার ভিখারী আমরা। কিতাব কেন্দ্র ও এর সাথে যে কোনভাবে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য তিনি প্রশান্তি ও অনুগ্রহের দুয়ার চির অবারিত করে দিন, আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

ঢাকা
২৫ ডিসেম্বর ২০০৩

উবায়দুর রহমান খান নাদভী

আপনার সংগ্রহে রাখার মতো আমাদের কয়েকটি প্রকাশনা

একটি বড় কক্ষ। কক্ষের ভিতরে দু'টি প্রদীপ জ্বলছে। তেরো চৌদ্দজন তরুণী ও দশ বারোজন যুবতী সেখানে বসা। এক যুবতী একটি শিশুকে দুধ পান করাচ্ছে। দু'জন সুঠামদেহী পুরুষ আবু রায়হানকে সেই কক্ষে নিয়ে গেল। সেখানে ছিল এক বৃদ্ধ।

"দেখ এদের। এরা আমাদের বোন, মেয়ে। এরা হলো মুরিদায় বসবাসকারী আরবদের কন্যা, জায়া। এদের সবার বাপ, ভাই, স্বামী মারা গেছে। আমাদের কয়েকটি মেয়ে বেঈমানেরা অপহরণ করেছিল, বহু কষ্টে আমরা ওদের জালেমদের কাছ থেকে উদ্ধার করে এখানে এসে লুকিয়ে রেখেছি।"

"কার অপরাধে আজ আমাদেরকে এই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে বলো তো সৈনিক ভাই!" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল বৃদ্ধ। এখানে কাফেররা বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইবনে আব্দুল জব্বার শত্রু সেজে দুশমনে পরিণত হয়েছে। তবুও কেন্দ্র থেকে এখানে সৈন্য পাঠানো হলো না। মুরিদার গভর্নর এখানকার পরিস্থিতি বুঝার কোন চেষ্টাই করেনি।"

"এটা তর্ক-বিতর্কের সময় নয় মুরুব্বী। আমার মনে হয় বাইরের পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনি মোটেও অবগত নন।"

"হ্যাঁ, বাইরের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের কোন খবর নেই।" বলল এক লোক। কারণ আমরা বাইরে বের হই না। এই মেয়েগুলো আমাদের জন্যে বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাধ্য হয়ে এদের ইজ্জত রক্ষার তাগিদে কীট-পতঙ্গের মতো জীবন যাপন করছি আমরা। আমরা মান-সম্মান নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই।

"আমি তো এতোক্ষণ একাকী বেরিয়ে যাওয়ার চিন্তা করছিলাম। এইসব বোন এখন আমার বোন। এদের ইজ্জত রক্ষা করা আমারও কর্তব্য। ঠিক আছে যে কোন মূল্যে আমি তোমাদের সাথে আছি, থাকব। তবে বাইরের পরিস্থিতি হলো, ইবনে আব্দুল জব্বার বিদ্রোহের আয়োজন করে মুরিদা কব্জা করে নিজেকে মুরিদার আমীর ঘোষণা করেছে। সকল খৃস্টান তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছে। খৃস্টানদের বড় দুই বুদ্ধিজীবী ইলুগাইস ও ইলয়ারোও ইবনে আব্দুল

জব্বারের সাথে রয়েছে। সর্বশেষ খবর হলো, আজকের মধ্যেই কর্ডোভার সেনাবাহিনী মুরিদা অবরোধ করবে। শহরের প্রতিটি খৃস্টান শিশুও মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। হতে পারে যে অবরোধ অকার্যকর হয়ে পড়বে। এক খৃস্টান নেতা আমাদের বন্দীশালায় এসে বলল, 'যে সৈনিক আমাদের সহযোগিতা করবে, কর্ডোভার বাহিনীকে পরাজিত করার পর তাকে মুক্ত করে দেয়া হবে। আর যে আমাদের সঙ্গ না দেবে তাকে হত্যা করা হবে।' একথা শুনামাত্র তিনজন সিপাহী খৃস্টান নেতার সাথে যেতে রাজী হল কিন্তু আপন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জীবন রক্ষার জন্যে শত্রুদের সহযোগিতা করতে আর কেউই রাজী হলো না। আমি ছিলাম চতুর্থ ব্যক্তি যারা খৃস্টান নেতার সঙ্গ দিতে রাজী হয়েছিল। আমি এই ভেবে ওর সাথে বন্দীদশা থেকে বের হলাম যে, বাইরে থাকলে যে কোন সময় পালানোর চেষ্টা করতে পারব। আসার পথে সুযোগ বুঝে পালাতে সক্ষম হলাম। কিন্তু শহরের ভিতরে লুকানোর মত আর কোন জায়গা ছিল না, এজন্য তোমাদের এদিকে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু আমি তো এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে তোমাদের আওয়াজ ও শিশুর কান্নাকে প্রেতাত্মা ভাবছিলাম।"

"হ্যাঁ, এখন আমরা প্রেতাত্মাই হয়ে গেছি। শাসকদের অপরাধের শাস্তি আজ আমাদের এই নিরপরাধ মেয়েদের ভোগ করতে হচ্ছে।" ক্ষোভের সাথে বলল বৃদ্ধ লোকটি।

"মুহ্তারাম! আপনি কিছুটা ভুল বুঝছেন। এককভাবে এ জন্যে শাসকরাই দায়ী নয়, আপনি ও আপনার মতো লোকেরাও দায়ী কম নন। এখানে আপনাদের মতো যেসব আরব পরিবার থাকত, তারা নিজেদেরকে শাসক গোষ্ঠীর সদস্য ভাবতো এবং খৃস্টান প্রজাদের সাথে মুনিব বাদীর মত আচরণ করত। আপনারা শুধু মসজিদে গিয়ে নামায পড়াকেই এখন ইসলাম ভাবতে শুরু করেছেন এবং নামায পড়েই ভাবছেন আল্লাহ্র খুব প্রিয় পাত্র হয়ে গেছেন, কিন্তু ভুলে গেলেন সেই আল্লাহ্র বিধান। যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন, যে আল্লাহ্র বান্দাদের ভালোবাসে, আল্লাহ্ নিজেও তাদের ভালোবাসেন। নওমুসলিমদের সাথেও আপনাদের আচার-আচরণ ছিল মুনিব-ভৃত্যের মত। আপনারা ভুলে গিয়েছিলেন আল্লাহ্র মহান নির্দেশ—আল্লাহ্র বান্দাদের যদি কেউ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে আর নিজেকে সম্মানী ভাবতে শুরু করে তাহলে অধঃপতিত লোকগুলোই সম্মানী লোকগুলোর আত্মমর্যাদার পাহাড় ধ্বংস করে দিয়ে নিজেরা সম্মানের মুকুট ছিনিয়ে নেবে। কাজেই অন্যের অপরাধের শাস্তি নয়, নিজেদের হাতে তৈরী আগুনেই পুড়ছেন আপনারা।

যাক্ এখন এসব বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার অবকাশ আমাদের নেই। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে যদি আমাদের সেনাবাহিনী এখানে আসে এবং মুরিদা অবরোধ করে তাহলে মনে হয় না, খুব দ্রুত তারা মুরিদায় প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। তাই ভিতর থেকে তাদের জন্যে দরজা খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার ভয় হয়, কোন বিপদ দেখলে বিদ্রোহীরা আমাদের নিরস্ত্র সেনাদের হত্যা করে ফেলবে।"

"ভীষণ কুরবানী দিতে হবে।" বলল একজন। তুমি কি ভিতর থেকে দরজা খুলে দেয়ার কথা চিন্তা করেছো?" তুমি সৈনিক তাছাড়া কমান্ডার। তোমার পক্ষে সামরিক কৌশল উদ্ভাবন করা সহজ। কারণ এসব ব্যাপারে তুমি অভিজ্ঞ।"

"আমি সাধারণ সৈনিক নই। গেরিলা কমান্ডার। কিন্তু এই মেয়েদের জন্য বর্তমানে কোন ঝুঁকি নিতে পারছি না আমরা। এরা না থাকলে... ...।"

"আমরা মেয়ে হলেও আমাদের শরীর কিন্তু পঙ্গু নয়।" বলল এক তরুণী। তোমরা যদি আমাদেরকে সেনাদের মত যুদ্ধ করাতে চাও, তাহলে তোমাদের মোটেও হতাশ হতে হবে না, একথা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি।"

"আমরা এখানে পালিয়ে এসেছি এজন্য যে, শত্রু সংখ্যা ছিল প্রবল এবং ওরা ছিল উন্মত্ত। বলল এক তরুণী। এই পরিস্থিতি না হয়ে যদি ব্যক্তিগতভাবে মোকাবেলা হতো তাহলে আমরা মোটেও পালানোর চিন্তা করতাম না। কমান্ডার ভাই! আপনি দরজা খেলার চিন্তা করুন এবং একটা পরিকল্পনা করুন। আপনি আমাদের অবলা নারী মনে না করে সৈনিক মনে করতে পারেন। অনর্থক আমাদের ইজ্জত সম্ভ্রম নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।

"ঠিক আছে বোনেরা! তোমরা এখানেই থাক। আমি বাইরে যে সংবাদ শুনে এসেছিলাম তা যদি সঠিক হয়ে থাকে তবে আজ রাতই কর্ডোভার সৈন্যদের মুরিদা অবরোধ করার কথা। আমাকে তোমরা একটু ভাবতে দাও। আচ্ছা তোমাদের কাছে হাতিয়ার কি আছে?" জিজ্ঞেস করল আবু রায়হান।

"চারটি বর্শা ও নয়টি তরবারী। কিছু খঞ্জরও আছে। কামান আছে তিনটি আর তীর আছে বহু।"

"ধন্যবাদ! অস্ত্র মাশাআল্লাহ্ যথেষ্ট আছে।" বলল আবু রায়হান। খৃস্টানরা তাদের কন্যা, জায়া ভগ্নিদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে মুসলিম হারেমের রক্ষিতা হিসেবে পাঠায়, কিন্তু তোমাদের ময়দানে বীর সৈনিকের মতো করে মোকাবেলা করাবো। এটাই কুফর ও ইসলামের পার্থক্য। কোন মুসলিম তরুণী বেঈমান কাফেরদের সামনে তাদের স্ফূর্তির উপাদান হিসেবে উলঙ্গ হয়ে নাচতে পারে না, তারা বরং তরবারীর চমক দেখিয়ে ও লক্ষ্যভেদী আঘাত হেনে

শত্রুদের পরাস্ত করবে...। প্রস্তুত থেকো বোনেরা এবং আরো কিছুদিন এভাবে ক্ষুৎপিপাসায় কষ্ট করার জন্যে মনটাকে শক্ত রাখো।"

* * *

আবু রায়হান যে রাতে ভগ্নস্তূপের ভিতরে লুকিয়ে থাকা আরব্য স্পেনীসদের দেখা পেল সেই রাতেই অবরোধ করা হলো মুরিদা। সেই রাতে মুরিদার কারো চোখে ঘুম ছিল না। বেলা অস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই খবর আসতে থাকল, কর্ডোভার সরকারী বাহিনী এগিয়ে আসছে! লোকেরা আনাজ, তরকারী, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেশী করে সংগ্রহ করার জন্যে ছুটাছুটি করতে শুরু করল। বিদ্রোহী নেতারা শহর রক্ষার প্রয়োজনে সম্ভাব্য সবকিছু খুবই সতর্কতার সাথে করতে শুরু করল। মুরিদার মধ্যে এমন কোন সক্ষম পুরুষ, যুবক ও কিশোর ছিল না যারা মুরিদাকে রক্ষার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নেয়নি। বিপুল সংখ্যক মানুষ শহর প্রাচীরে মোতায়েন করা হলো। প্রাচীরের উপরে উঠানো হলো বড় বড় পাথর, আর গাছের টুকরো ও খড়ি। কর্ডোভার বাহিনী দেয়ালের কাছ ঘেঁষলেই জ্বালানো গাছ তাদের উপর গড়িয়ে দেয়া হবে। প্রতিটি লোকই সঙ্গে নিল তিন চার থলে তীর ও একাধিক ধনুক। প্রাচীরের উপরে বিশেষ করে শহরের চারটি প্রবেশদ্বার ভিতর থেকে মজবুত করে বন্ধ করে দিয়ে সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ রক্ষায় বিপুল তীরন্দাজ, বর্শা ও তরবারীধারী লোক নিয়োগ করা হলো। তাদের সাথে দেয়া হলো গরম ফুটন্ত পানি। যে কোন মূল্যে শহরে প্রবেশ রোধ করার পুরোপুরি ব্যবস্থা নিল বিদ্রোহী বাহিনী। মুরিদা থেকে কয়েক মাইল দূরে সেনাপতি আব্দুর রউফ-এর বাহিনীও প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহর বাহিনী একই সাথে মিশে গেল। তখন গোটা বাহিনীর একক কমান্ড প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ নিজের হাতে নিয়ে নিলেন।

উবায়দুল্লাহ সুশৃঙ্খলভাবে গোটা বাহিনীকে মুরিদা শহর ঘিরে ফেলার জন্যে ছড়িয়ে পড়তে বললেন এবং কৃষক ও শ্রমিকের বেশে কিছু সংখ্যক সৈনিককে মুরিদার বিদ্রোহীদের গতিবিধি জানার জন্যে আগে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে তারা ওদের তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত করতে পারে। প্রধান সেনাপতি গোয়েন্দাদের বলে দিলেন, ওরা যদি শহরের বাইরে এসে মোকাবেলার প্রস্তুতি নেয় তাহলে দ্রুত সংবাদ পাঠিয়ে দিবে। উবায়দুল্লাহ পর পর সংবাদ পেতে থাকলেন, "মুরিদার বিদ্রোহীদের শহরের বাইরে কোন তৎপরতা নেই, কোথাও তাদের দেখা যাচ্ছে না।"

"বন্ধুগণ! সেনাপতিদের ও কমান্ডারদের উদ্দেশে বললেন সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহ্। মুরিদার বিদ্রোহীদের মধ্যে যদি যুদ্ধ বিদ্যার সামান্য অভিজ্ঞতা ও

বোধ থাকতো তাহলে ওরা শহরের বাইরে এসে আমাদের মোকাবেলা করতো। শহরের ভিতরে থেকে আমাদের মোকাবেলা করার অর্থ হল এরা শহরকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করেছে। ওরা হয়তো ভাবছে আমাদের কিছুতেই শহরে প্রবেশ করতে দিবে না। অন্যথায় এরা নির্বোধ। কারণ ওরা নিশ্চয়ই আমাদের আগমনের খবর পেয়েছে, এরপরও শহরের বাইরে এসে আমাদের পথরোধ করার চেষ্টা না করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।"

সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহ শহরকে চতুর্দিকে অবরোধ করার জন্যে সেনাবাহিনীকে সুশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে দিলেন এবং প্রত্যেকটি অগ্রগামী দলকে সতর্ক ও দৃঢ়তার সাথে সম্ভাব্য সব ধরনের আক্রমণ ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করে অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কর্ডোভা বাহিনী কোথাও কোন ধরনের প্রতিরোধের সম্মুখীন হলো না।

প্রচণ্ড শীতের রাত। জেকে বসেছে ঠাণ্ডা তবুও উবায়দুল্লাহর বাহিনী এগিয়ে চলল দূরন্ত গতিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের নজরে পড়ল মুরিদা শহর প্রাচীরের উপরে জ্বলন্ত মশাল। সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহ সেনাপতি আব্দুর রউফকে নির্দেশ দিলেন—"তুমি অবরোধ পূর্ণ করে নাও," সেই সাথে প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীমকেও তিনি পরামর্শ দিলেন, "আপনি অবরোধকারীদের পশ্চাদ দিকটার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন, যাতে পিছন দিক থেকে আমাদের উপর কোন আক্রমণ না হতে পারে।"

* * *

রাতের দ্বিপ্রহরেই মুরিদার রক্ষা প্রাচীরের উপর থেকে চিৎকার চেচামেচি শুরু হয়ে গেল, "শত্রু এসে পড়েছে—শহর অবরুদ্ধ সবাই হুশিয়ার সাবধান!"

অবরোধকারীরা যেই শহর প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হতে চাইল ওদের উপর তখন প্রবল তীরবৃষ্টি শুরু হলো। প্রচণ্ড সন্নাঘাতের ফলে সৈন্যরা আর শহর প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হলো না। সেনাপ্রধান ঘোষণা করলেন-"হে মুরিদার বিদ্রোহীরা! আমরা তোমাদের অপরাধ ক্ষমার সুযোগ দিচ্ছি। যদি শহরের ফটকগুলো খুলে দাও তাহলে তোমাদেরকে সাধারণ ক্ষমা করা হবে, কাউকে গ্রেফতার করা হবে না।"

শহর প্রাচীরের উপর থেকে জবাব এলো—"দখলদার মুসলমানেরা! সাহস থাকলে শহরে প্রবেশ করার দরজা খুলে ফেল।"

"এক কমান্ডার শহরের প্রধান ফটকের কাছে গিয়ে উচ্চ আওয়াজে বললেন, স্পেনশাসক নিজে এই অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তোমরা যদি অস্ত্র সমর্পণ কর তাহলে ..." এতটুকু বলার সাথে সাথে প্রাচীর থেকে এক ঝাক তীর এসে তার শরীরে বিদ্ধ হলো।

সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহ যখন দেখলেন বিদ্রোহী মুরিদাবাসীরা আত্মসমর্পণ করতে রাজী নয়, তখন তিনি দরজা ভাঙ্গার জন্যে অভিযান চালানোর নির্দেশ দিলেন। সেনাপতির নির্দেশে একটি দল প্রধান ফটকের কাছে যেতেই উপর থেকে বিদ্রোহীরা জ্বলন্ত খড়ি ও কাঠ ফেলতে শুরু করলে অধিকাংশই আগুনে ঝলসে ফিরে আসতে বাধ্য হলো। শহর সম্পর্কে সেনাপ্রধানের ধারণা ছিল। তিনি বড় ধরনের দু'টি মিনজানিক বসানোর নির্দেশ দিলেন যাতে মিনজানিক থেকে বড় ধরনের পাথর নিক্ষেপ করা যায়।

অবরোধের কারণে শহর জুড়ে এতো বেশী চেচামেচি শুরু হলো যে, ভগ্নস্তূপের মধ্যে বসবাসকারী আবু রায়হান ও অন্যান্যরাও তা শুনতে পেল। আবু রায়হানের নখদর্পণে ছিল সারা শহর। সে একটি বর্শা ও একটি তরবারী নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। সে গেটের মধ্যে পাহারার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেই এসেছিল। এ মুহূর্তে তার গ্রেফতার হওয়ার ভয় ছিল না। কারণ শহরে তখন চতুর্দিকেই ছুটাছুটি। সবাই নিজের জীবন বাঁচানোর চিন্তায় ব্যস্ত, অন্য কারো খবর নেয়ার অবকাশ নেই। ছুটন্ত মানুষের মধ্যে আবু রায়হানও মিশে গেল।

সবকটি ফটক কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করল আবু রায়হান। সে দেখল বিপুল সংখ্যক লোক প্রতিটি গেটেই প্রহরারত এবং এমনভাবে গেটগুলো বন্ধ করা হয়েছে যে, দু'চারজনের পক্ষেও তা খোলা মুশকিল। সে কর্ডোভার সৈনিক ও মুসলমানদের গালি দিতে দিতে দেয়ালের উপরে উঠে গেল। শহর প্রাচীরের উপরে এতো বিপুল মানুষের সমাগম ছিল যে কারো আনাগোনার অবকাশ ছিল না। দেয়ালের সবাই কর্ডোভার সেনাদের দিকে তীর ছুড়ছে। সে কোন মতে একটু জায়গা করে দাঁড়াল। ঠিক এমন সময় মিনজানিক থেকে ছোড়া একটি বড় পাথর এসে দেয়ালে পড়ল। পাথরের আঘাতে দশ বারোজন গড়িয়ে পড়ল দেয়ালের ভিতরের দিকে আর কয়েকজন দেয়ালের গায়ে চেপ্টা হয়ে গেল। আবু রায়হান দেখল তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে জায়গাটি উপযোগী নয় তাই সে হতাশ হয়ে সেখান থেকে চলে এল।

* * *

ভগ্নস্তূপে ফিরে এসে সে অন্যদের জানাল, রাতের অন্ধকারে কে কোথায় কি করছে এর কোন খবর থাকে না। তাই সে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও কোন একটা দরজা খোলার চেষ্টা করবে।

সকাল বেলায় আবার গতকালের মত ভগ্নস্তূপ থেকে বেরিয়ে পড়ল আবু রায়হান।। চেহারা চাদরে ঢেকে প্রাচীরের উপরে গেল সে। দেখতে পেল হাজার হাজার সেনা তরবারী দিয়ে শহরের বাইরে শহরবাসীর ফসল কেটে জড়ো করে

ঘোড়াকে খাওয়াচ্ছে। আর কুড়াল দিয়ে ফলের বাগানগুলোর গাছ সাবাড় করছে। প্রধান সেনাপতি অবরোধ কার্যকর ও বিদ্রোহীদের মধ্যে মানসিক চাপ সৃষ্টির জন্যে ফসল ধ্বংস করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

আবু রায়হান দেখল কর্ডোভা বাহিনীর তীরন্দাজরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে একই স্থানে তীর চালিয়ে উপরের লোকগুলোকে সরে যেতে বাধ্য করছিল এবং এর ফাঁকে নীচে অনেক লোক এক সাথে আক্রমণ করে দেয়াল ভাঙ্গার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বিদ্রোহীরা অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়ে তাদের প্রতিরোধ করছিল, সেনাবাহিনী সফল হতে পারছিল না।

আবু রায়হান লক্ষ্য করল, কর্ডোভার সেনারা গেট ভাঙ্গার জন্যে আঘাত হানছে, কিন্তু গেটের উপর হতে আঘাতকারীদের উপর এমনভাবে তীর বর্শা নিক্ষেপ করা হচ্ছিল যে, তাদের কারোরই জীবন নিয়ে ফেরা সহজ ছিল না। অধিকাংশই রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু তারপরও একের পর এক আঘাত চলছিল।

আবু রায়হানের প্রতি কেউ খেয়াল করল না,অতি সন্তর্পণে দেয়াল থেকে নীচে নেমে এলো সে। হঠাৎ তার মনে একটি পরিকল্পনা এলো। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাগজ কলমের দরকার। এখানে কারো কাছে কাগজ কলম পাওয়া অসম্ভব। ভগ্নস্তূপের ঠিকানায় ফিরে যেতে সিদ্ধান্ত নিল আবু রায়হান। অবশ্য এর আগে চেষ্টার অংশ হিসেবে একটি নিরবিলি বাড়িতে কড়া নাড়ল আবু রায়হান। একজন মহিলা দরজা খুলল। আবু রায়হান তাকে বলল, কয়েকটি কাগজ এবং দোয়াত কলম দরকার আমার। আমাদের কমান্ডার চেয়েছে, তার খুব দরকার। আসলে অবরুদ্ধ মানুষগুলো তখন কাগজ কলম কেন বুকের রক্ত দিয়ে দিতেও রাজি। কাজেই দ্রুত তাকে কাগজ, কলম ও কালি এনে দিল মহিলা। আবু রায়হান এদিক ওদিক চক্কর দিয়ে সেই পতিত বিরানভূমির ভগ্নস্তূপের আবাসে চলে এলো কাগজ কলম নিয়ে। সে ভগ্নস্তূপের মধ্যে অন্তরীণ দুই যুবক পুরুষের একজনকে দিয়ে তিনটি কাগজে লেখাল—সম্মানিত সেনাপতি! দক্ষিণের দরজা থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে প্রধান ফটকের প্রতি বেশী চাপ প্রয়োগ করুন, যাতে বিদ্রোহীরা দক্ষিণের দরজা থেকে মনোযোগ সরিয়ে ফেলে। আজ রাতে আমরা দক্ষিণের দরজা খুলে দেয়ার চেষ্টা করব। আপনি এদিকে দৃষ্টি রাখবেন।

ইতি—
আবু রায়হান

[বিদ্রোহীদের বন্দীদশা থেকে পালানো গেরিলা কমান্ডার।]

তিনটি কাগজ ছোট করে ভাঁজ করে সে প্রত্যেকটিকে একটি তীরের সাথে শক্ত করে বাধল। সেই সাথে প্রত্যেক তীরের সাথে একটি কাপড়ের টুকরো বেধে দিল। যাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের নজরে পড়ে এবং বুঝতে পারে এই তীরে কোন পয়গাম আছে। এই তিনটি তীর থলেতে ভরে ধনুক নিয়ে ভগ্নস্তূপ থেকে আবার শহরের দিকে রওয়ানা করল আবু রায়হান। খুব সতর্কতার সাথে পতিত ভূমি থেকে বেরিয়ে এসে প্রাচীরের উপরে উঠে গেল সে। বিদ্রোহীরা ছিল অধিকাংশই অশিক্ষিত যোদ্ধা। সেনাবাহিনীর মত সুনির্দিষ্ট নিয়মতান্ত্রিকতাও কমান্ডের অধীনে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা যেমন এদের নেই, তা পারবেও না। মুখ ঢেকে সে যখন দেয়ালের উপরে চলে গেল তখন আর তাকে কেউ চেনার চেষ্টা করল না।

দেয়ালে উঠে শহরের দক্ষিণ পাশে পৌঁছে পয়গামবাহী একটি তীর বের করল আবু রায়হান। তার ধনুকটিও ছিল খুবই মজবুত। তদুপরি সে এটিকে এভাবেই তীর ছোড়ার জন্য টানল যে তীর অনেক দূর পর্যন্ত যাবে। অন্যান্য তীরের ভীড়ে সে তার তীর ছুড়ে দিল। নিজের হাতে কাপড় বেধে দেয়ায় সে লক্ষ্য করল তার তীর সবার তীরের চেয়ে আরো অগ্রসর হয়ে একেবারে সেনাবাহিনীর অবস্থানে গিয়ে পড়েছে।

এরপর সেই জায়গা ত্যাগ করে আরেকটু দূরে এসে আবার আরেকটি পয়গামবাহী তীর ছুড়ল আবু রায়হান। এভাবে আরো একবার জায়গা বদল করে তৃতীয় পয়গামটিও সে ছুড়ে দিল।

তিনটির মধ্যে একটি তীর ডিপুটি সেনাপ্রধান আব্দুর রউফের কাছে পৌঁছাল। আব্দুর রউফ সেটিকে সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহর কাছে পৌঁছালেন। উবায়দুল্লাহ পয়গাম দেখে বললেন—এটি কোন সৈনিকের লেখা নয়, প্রস্তাবের আকারে একটি ধোঁকাও হতে পারে। প্রথমত ধোঁকা এও হতে পারে যে, আমরা দক্ষিণের দরজা ছেড়ে দিলে এ দরজা দিয়ে বিদ্রোহীরা বেরিয়ে আমাদের উপর হামলে পড়বে।"

ডিপুটি সেনাপ্রধান আব্দুর রউফ বললেন, ওরা যদি দরজা খুলে তবে ওরা ভিতরে ফিরে যেতে পারবে না, ভিতরে আমরা যাবো।"

"আর দ্বিতীয় ধোঁকা এই হতে পারে যে, দরজা খোলা দেখে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলে ওরা ওঁৎ পেতে থাকবে।"

"তাতে কি হলো? ওরা তো এমনিতেই ওঁৎ পেতেই আছে।" বললেন সেনাপতি আব্দুর রউফ। মূলত আমাদের প্রয়োজন গেট খোলা। গেট যদি খুলে যায় তাহলেই হলো। কিছুটা মাসুলতো এজন্যে দিতে হতেই পারে। দীর্ঘ পর্যালোচনার পর সেনাপতিদ্বয় সিদ্ধান্ত নিলেন, ঠিক আছে দক্ষিণের গেট থেকে সেনা সরিয়ে এনে প্রধান গেটে চাপ বৃদ্ধি করা হবে।

বেলা অস্ত যাওয়ার একটু আগে আবু রায়হান দেখতে পেল দক্ষিণের গেটের সামনে থেকে কর্ডোভার সৈন্যরা সরে যাচ্ছে। এদিকে প্রধান ফটক ও পশ্চিমের ফটকে একের পর এক আঘাত চলছে। দক্ষিণের দরজার উপরে তীরন্দাজদের যে ভীড় ছিল ওদের অনেকেই সেখান থেকে সরে এলো। পরিস্থিতির মধ্যে কোন পরিবর্তন এলে প্রাচীরের উপরের লোকেরা চিৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দিত। দক্ষিণের গেট থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নেয়ার পর প্রাচীরের লোকেরা বলতে লাগল—দক্ষিণের গেট থেকে শত্রুরা সরে গেছে অপর গেটগুলোর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখো।

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আবু রায়হান আবার ভগ্নস্তূপে ফিরে এল। "আমার পয়গাম সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছে গেছে" ভগ্নস্তূপের অধিবাসীদের উদ্দেশে বলল আবু রায়হান। দক্ষিণ গেট থেকে আমাদের সেনাবাহিনী সরে গেছে কিন্তু সেদিকে কড়া দৃষ্টি থাকবে আমাদের সেনাপতিদের। দরজা আজ রাতেই খুলে দিতে হবে কিন্তু লোকতো আমরা মাত্র তিনজন। দরজা খুলতে অন্তত দশবারোজন লোকের দরকার।"

"লোকের প্রয়োজন আমরা মিটিয়ে দেবো। আপনি আপনার পরিকল্পনা কি সেটি বলুন।" বলল এক তরুণী।

"হ্যাঁ, অসুবিধা নেই। তুমি যদি লোকের প্রয়োজন বোধ কর, তাহলে এদের নিয়ে যেতে পার।" বলল বৃদ্ধ লোকটি।

"কিন্তু এদের তো যেতে হবে পুরুষের বেশ ধরে। কারণ কেউ যদি সামান্যও সন্দেহ করে বসে তাহলে ভাবতে পারেন এদের পরিণতি কি হবে?" এমনটি হলে আমরাও জীবনের মায়া করব না, দুশমনকে খতম করে নিজেও জীবন ত্যাগ করব—বলল অপর এক তরুণী।

ওদের কথায় উজ্জীবিত হয়ে আবু রায়হান সবাইকে বলল—দরজা খোলার জন্য সে কি কি করেছে এবং কি কি করতে চায়।

* * *

স্পেন শাসক আব্দুর রহমান মুরিদা থেকে অনেক দূরেই অবস্থান করছিলেন। তার সাথে এক তৃতীয়াংশ সেনাবাহিনীসহ সেনাপতি মূসা বিন মূসা ও সেনাপতি ফরতুন ছিলেন। তাঁবুকেন্দ্রিক তার হেড কোয়ার্টার থাকলেও আব্দুর রহমান দিনরাতের সিংহভাগ সময় কাটিয়েছিলেন অশ্বপৃষ্ঠে। দূর দরাজ পর্যন্ত তিনি ছোট ছোট সেনা দল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন টহলে। এক টহল দল অপর টহল দলের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্যে থাকত দ্রুতগামী পয়গামবাহী দূত। সেই সাথে বিভিন্ন স্থানীয় মানুষের বেশে তিনি গোটা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন

গোয়েন্দা। তিনি নিজে টহল দলের কাছে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন।

এখানে আব্দুর রহমানের চালচলন সত্যিকার একজন সৈনিকের মতো। দেখে মনে হবে ময়দানেই যেন তার জন্ম এবং ময়দানেই বেড়ে উঠেছেন তিনি। নৃতগীত, নাচেগানে আসক্ত অলস আব্দুর রহমান এখানে এতোটাই ক্ষীপ্র ও সতর্ক যে তাকে দেখে মনে হবে কোন চিতাবাঘ যেন শিকারের পিছনে ধাওয়া করছে। মানসিকভাবে পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন আব্দুর রহমান। তিনি একথা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, মানুষ চাইলে তার আত্মশক্তিকে উন্নতি করে যে কোন সময় বিজলীর চেয়েও বেশি তেজস্বী করে নিতে পারে।

"বেঈমানরা যদি ভেবে থাকে, আমরা হতাশ হয়ে ময়দান ত্যাগ করে চলে যাবো, তাহলে ওদের নিরাশ হতে হবে" এক রাতে একথাগুলো বলছিলেন আব্দুর রহমান সেনাপতি মূসা ও ফরতুনকে। তোমরা জেনে রাখো—স্পেন বাড়বে হ্রাস পাবে না। স্পেন শহীদদের আমানত। আমরা এই আমানত সংরক্ষণ করব। স্পেনের মর্যাদার সাথে ইসলামের মর্যাদা যুক্ত। জীবন ও রক্তের বিনিময়ে হলেও আমরা এর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবো।"

"সেনাপতিদ্বয় তার কথা শুনে ভীষণ খুশী হলেন যে, তাহলে আশা করা যায় আমীরে উন্দোলুস যারয়াব ও সুলতানার যাদুর বাইরে এসেছেন।

* * *

"ফরাসী রাজা লুইকে চিরদিনের জন্য ধ্বংস করে দিবে হবে।" বললেন স্পেন শাসক আব্দুর রহমান। যেখান থেকে চক্রান্ত শুরু হয়েছে, সেই চক্রান্ত সূচনাতেই নিঃশেষ করে দিতে হবে। যেখানে ফেতনা দেখবে সেখানে আকাশের বিজলী হয়ে আঘাত হানবে। মুরিদার বিদ্রোহ যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাহলে ওখানকার কারো উপরে রহম করা হবে না, ইতিহাস আমাকে হন্তারক হিসেবে স্মরণ করুক না কেন, তবু নির্দয়ভাবে আমি ওদের বিদ্রোহের স্বাদ মিটিয়ে দেবো। ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে যদি আমি কারো উপরে জুলুম করে থাকি, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা আমার উপর অবশ্যই প্রতিশোধ নিবেন কিন্তু আল্লাহ্র রাস্তায় হত্যা করাকে আমি কর্তব্য বলে মনে করি। বেঈমানরা যদি তোমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে, অনুগ্রহ ও দয়া করার জন্যে ভিক্ষা মাগে, বন্ধুত্বের জন্যে তোমাদের পায়ে মাথা ঠেকায় তবুও ওদের প্রতি বিন্দুমাত্র দয়াপরবশ হয়ো না এবং ওদের উপর ভরসা করো না।"

"আমীরে মুহ্তারাম! বলল সেনাপতি ফরতুন। শত্রু যদি মিত্রতার জন্যে পয়গাম পাঠায় তাহলে মৈত্রীস্থাপন করার কথাও তো কুরআন বলেছে।"

"তা বলেছে বটে, কিন্তু বেঈমানদের উপর কখনও ভরসা না করার কথা বলেছে সর্বাগ্রে আর এটা সর্বব্যাপী আর ঐ হুকুম বিশেষ ক্ষেত্রে। বলা হয়েছে, বেঈমানদের সাথে বন্ধুত্ব করলে ওরা নানা ফিৎনার সৃষ্টি করবে—বললেন আব্দুর রহমান। কারণ ওদের সাথে মৈত্রীচুক্তি করলেও যখন স্বার্থের পরিপন্থী মনে করবে তখন চুক্তি ভেঙ্গে দেবে। তোমরা কি দেখছো না, বেঈমানগুলো আমাদের মাঝে থেকে কতো ফেৎনার জন্ম দিচ্ছে? ঠিক এই মুহূর্তে মুরিদায় বিদ্রোহ সংগঠিত হলো যখন আমরা ফরাসী আক্রমণের জন্যে অভিযানে বেরিয়েছি, তাতে মনে হয় এরা ফ্রান্সকে আমাদের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্যেই বিদ্রোহ করেছে।

"আপনি কি জানেন, এই বিদ্রোহের নেপথ্য নায়ক কে?" জিজ্ঞেস করল সেনাপতি মূসা বিন মূসা।

"মুরিদার এই হাঙ্গামা তো ইবনে আব্দুল জব্বার সৃষ্টি করেছে। অবশ্য তার পৃষ্ঠপোষকতা করছে খৃস্টানরা।"

"এদের একজনের নাম ইলুগাইস্ আর অপরজনের নাম ইলয়োরা" বলল সেনাপতি মূসা বিন মূসা।

"তাদের গ্রেফতার করা হবে" বললেন আব্দুর রহমান। এখনও অবশ্য ওখান থেকে কোন খবর পাওয়া যায়নি। আমাদের মনে হয় সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহ খুব তাড়াতাড়িই শহরে প্রবেশের চেষ্টা করবে এবং শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে।"

* * *

সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহ তাড়াতাড়ি শহরে প্রবেশ করার জন্যে আঘাতের পর আঘাত হানছিলেন। দেয়ালে গর্ত সৃষ্টির জন্যে আঘাতকারীরা নির্বিচারে জীবন দান করছিল এবং আহত হচ্ছিল। শহর প্রাচীর থেকে বৃষ্টির মতো তীর, বর্শা, জ্বলন্ত কাঠ ও কাঠের টুকরো সেনাদের দিকে নিক্ষিপ্ত হতো। পাথরে তৈরী শহর প্রাচীর বলতে গেলে আগুনের দেয়ালে পরিণত হয় এবং বুরুজে অবস্থানরত বিদ্রোহীদের তীর বর্ষণের কারণে কেউ ফটকের ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারছিল না।

কমান্ডার ও সৈন্যদের বিপুল আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখে সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহ আশ্বস্ত হয়েছিলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই তারা শহরে প্রবেশ করতে পারবেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন আমার সেনারা যদি গেট নাও ভাঙ্গতে পারে তবে মুরিদাবাসীদের হীনবল করতে সক্ষম হবে।

সেনাবাহিনীর মিনজানিকগুলো মুরিদাবাসীদের তেমন ক্ষতিসাধন করতে পারছিল না, কারণ মুরিদার অধিবাসীরা মিনজানিকগুলোকে দূরত্ব কমিয়ে কাছাকাছি স্থাপন করতে দিচ্ছিল না।

শহরের ভিতরে রায়হান গেট খুলে দেয়ার চেষ্টা করছিল। কয়েকজন তরুণী তার সঙ্গ দেয়ার জন্যে তৈরী হয়ে গেল। কিন্তু তাদের পুরুষের পোষাক পরা ছিল খুবই মুশকিলের ব্যাপার। কারণ পুরুষের পোষাকের ঘাটতি ছিল। তাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ তরবারী, বর্শা, খঞ্জর ছিল। তবুও যথাসম্ভব পুরুষালী কাপড়ে আবৃত হয়ে তারা অস্ত্র তুলে নিল। তাদের চেহারা, বুক ও মাথা কাপড়ে ঢেকে রাতের আঁধারে রওয়ানা হল। আসলে এরা যে কতো ভয়ঙ্কর অভিযানে বের হয়েছিল আবেগ উত্তেজনায় হয়তো তারা সেটি আন্দাজ করতেও ভুলে গিয়েছিল।

অর্ধরাতের একটু আগে আবু রায়হান তাদের নিয়ে ভগ্নস্তূপ থেকে বের হল। তাদের সফলতা নির্ভর করছিল শহরের মধ্যে হাঙ্গামা ও ছুটাছুটির উপর। প্রত্যাশানুযায়ী শহরে তখন ছুটাছুটি শুরু হয়ে গিয়েছিল। কারণ কর্ডোভার সেনাবাহিনী মিনজানিক আরো এগিয়ে আনতে সক্ষম হয় এবং তাদের নিক্ষিপ্ত পাথর শহর প্রাচীর ডিঙিয়ে শহরের ভিতরেও আঘাত হানতে শুরু করে। কয়েকটি পাথর শহরের কয়েকটি বাড়ির চালে পড়তেই বাসিন্দারা ছুটাছুটি করতে শুরু করে। এদের চেচামেচিতে অন্যান্য লোকেরাও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। সারা শহর জুড়ে তখন ভয়ানক ছুটাছুটি।

* * *

আবু রায়হানের লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ গেট। সে শহরের মধ্যে প্রবেশ করে শেষবারের মতো তার দুই সাথী ও তরুণীদের বলল, কেন তারা এসেছে এবং কি তাদের করতে হবে। সে তাদের এই বলে সতর্ক করে দিল যে, তারা যেন একজন অপরজন থেকে দূরে দূরে থাকে, যাতে কেউ সন্দেহ না করে। সে তাদের দ্রুত চলতে নির্দেশ দিল। কারণ ছুটাছুটির মধ্যে কেউ ধীর পায়ে চলছিল না। কেউ এই মুহূর্তে ধীরপায়ে হাঁটলে স্বাভাবিকভাবেই অন্যদের সন্দেহ হতে পারে।

* * *

চলতে চলতে তারা দক্ষিণ গেটের কাছে চলে এল। সেখানে তখন চার পাঁচটি মশাল জ্বলছে। শহরে প্রচুর ছুটাছুটি। গেটের সামনে ও ডানেবামে অন্তত পঞ্চাশজন লোক দাঁড়ানো। গেটের উপরে বুরুজের মধ্যে যেসব তীরন্দাজ ছিল তারা অনেকটাই অলস হয়ে পড়ছিল, কারণ এই গেটে তখন সেনাবাহিনীর আক্রমণ ছিল না।

আবু রায়হান তার দলকে একটু অন্ধকারে লুকিয়ে দৌড়ে গেটের কাছে গিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, এখানে এতো লোক কি করছো, এখানে কোন আক্রমণ নেই, অথচ প্রধান গেটে শত্রুরা আক্রমণ করে ভাঙতে চাচ্ছে। আমাকে খবর দিয়ে পাঠানো হয়েছে, এখানে যারা আছো তাদেরকে ওখানে চলে যেতে বলার জন্যে।

এখানে মাত্র চারজন থেকে বাকী সব প্রধান গেটে চলে যাও... । তাড়াতাড়ি করো হতভাগারা! শহর আমাদের হাতছাড়া হতে যাচ্ছে... ।"

পাহারারত লোকগুলো দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল কাকে কাকে এই গেটের প্রহরায় রাখবে, আর বাকীরা প্রধান গেটের দিকে দৌড়াতে লাগল। দক্ষিণ দরজায় তখন মাত্র চারজন লোক প্রহরায় থাকল। আবু রায়হানও গেটের কাছ থেকে সরে এল। সে ধীরে ধীরে তার দলের কাছে এল এবং তাদের সাথে নিয়ে অতি সন্তর্পণে দক্ষিণ গেটের দিকে অগ্রসর হল।

রায়হানের দল অবশিষ্ট চার পাঁচজন প্রহরীর উপর হামলে পড়ল। তার দলের মেয়েরাই তরবারী ও বর্শা দিয়ে এদের হত্যা করে ফেলল এবং সবাই মিলে দরজা খুলে দিল। আবু রায়হান তার সাথীদের বলল, সে বাইরে সেনাবাহিনীকে দরজা খোলার সংবাদ দিতে যাচ্ছে, তারা যেন এখানে এসে কাউকে দরজা বন্ধ করতে না দেয়।

গেট খোলার শব্দ শুনে উপর থেকে তিন চার জন দ্রুত নীচে নেমে এল। তারা নীচে নেমে দেখল আবু রায়হান বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর গেটের পাশে রক্তে রঞ্জিত কয়েকজন প্রহরীর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। এক লোক আবু রায়হানকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করলে বর্শা তার পাঁজরে বিদ্ধ হল। তখন আবু রায়হানের দল ও বিদ্রোহীদের মধ্যে লড়াই বেধে গেল। আবু রায়হানের সাথীরা সাহসিকতার সাথে সবাইকে হত্যা করে ফেলল।

দ্রুত এক সাথী আবু রায়হানের পাশে গেল। আবু রায়হান বর্শাবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। আবু রায়হান তাকে বলল, আমাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া না করে দ্রুত একজন সেনাবাহিনীর দিকে চলে যাও। সামনে গিয়ে ডানে মোড় নিয়ে যাকেই পাও বলো, শহরের দক্ষিণ গেট আমরা খুলে দিয়েছি।"

দুই পুরুষের একজন সংবাদ দিতে দৌড়াল। একজন পুরুষের সাথে যুবতীরা গেটের পাশেই অবস্থান করল। তারা অন্ধকারে ওঁৎ পেতে থাকল, যদি ভিতর থেকে কেউ এদিকে আসে তবে তাকে হত্যা করবে তারা।

* * *

সংবাদ পেয়ে প্লাবনের মত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য শহরের ভিতরে প্রবেশ করল। শহর প্রাচীর থেকে তীরবৃষ্টি ছোড়া হলে কয়েকজন সৈন্য ঠিকই ঘায়েল হল কিন্তু সেনা স্রোতকে তীরন্দাজরা ঠেকাতে পারল না। কারণ সেনারা ছিল অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এ ধরনের দেয়াল ও পাচিল ডিঙিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে অভিযান করার প্রশিক্ষণ তাদের দেয়া হয়েছে। তাছাড়া তাদের পিছনে ছিল অভিজ্ঞ কমান্ডার, প্রত্যেক সৈনিকই জানতো এ মুহূর্তে তাকে কিভাবে কি

ভূমিকা নিতে হবে। আত্মরক্ষার কৌশল কি হবে এবং শত্রুকে কিভাবে আঘাত হানতে হবে। গোটা একটি ইউনিট শহরের ভিতরে প্রবেশ করে কিছু সংখ্যক দেয়ালের উপরে উঠে গেল। মশাল তো বিদ্রোহীরাই জ্বালিয়ে রেখেছিল, ওদের দেখে দেখে হত্যা করতে শুরু করল সেনারা।

সেনা সদস্যরা শহরের ভিতরে প্রবেশ করে আরো একটি গেট খুলে দিল। বিদ্রোহীরা এখন জীবন যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। বিদ্রোহীরা জানতো তারা কি অপরাধ করেছে এবং এর শাস্তি কি হবে। বিদ্রোহীরা ইসলামী সালতানাতের বিরুদ্ধাচরণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি, তারা ইসলামকে অবমাননা করেছিল এবং মুসলমানদের ঘরবাড়ি লুটতরাজ করেছিল। তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল মুসলিম নারীদের লাঞ্ছিত ও অপমান করা। তাই তাদের অবধারিত শাস্তি থেকে মুক্তির জন্যে বিদ্রোহীরা জীবনপণ লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিল।

ঘরে বাইরে সবখানে ছড়িয়ে পড়েছিল যুদ্ধ। উভয় দলের শ্লোগান প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল মুরিদার আকাশ বাতাস। কর্ডোভার এক সেনাপতি হুংকার দিলেন, কোন বিদ্রোহীকেই জ্যান্ত ছাড়বে না...। সকাল বেলায় দেখা গেল মুরিদা শহরের প্রতিটি রাস্তা মৃতদের রক্তে সয়লাব হয়ে গেছে। পথচারীরা পথে হাঁটতে পারছিল না রক্তের পিচ্ছিলতার কারণে।"

সকাল বেলায়ই প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ বিজয়ের খবর পাঠিয়ে দিলেন সুলতান আব্দুর রহমানের কাছে। উবায়দুল্লাহ শহরে প্রবেশ করেই আমীর ও নেতাদের ঘরবাড়িতে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। সেই সাথে একটি গেরিলা ইউনিটকে তিনি শহরের সরকারী খাজাঞ্জীখানার দখল নেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি নিজে কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে চলে গেলেন জেলখানায়। সেখানের পাহারাদার বিদ্রোহীরা প্রথমে প্রতিরোধের চেষ্টা করল কিন্তু বেশীক্ষণ টিকতে পারল না। জেলখানার দারোগাকে বলা হল, সে যেন মুরিদার সরকার নিয়োগকৃত গভর্নর ও সরকারী কর্মকর্তাদের বাইরে বের করে আনে।

ডিপুটি সেনাপ্রধান আব্দুর রউফ ও সেনাপ্রধান একই সাথে যে হুকুম জারি করলেন তা হলো, বিদ্রোহী নেতা ইবনে আব্দুল জব্বার, ইলুগাইস ও ইলয়ারোকে যেখানে পাও জ্যান্ত গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে। কিন্তু সৈন্যদের কেউই এই তিনজনকে চিনতো না। একমাত্র সেনাপ্রধান ইবনে আব্দুল জব্বারকে চিনতেন। এদের ধরার জন্যে প্রতিটি গেটে কড়া প্রহরা বসানো হলো কিন্তু ততোক্ষণে সময় অনেক গত হয়ে গেছে। তিন বিদ্রোহী নেতা এর মধ্যে ফাঁক গলিয়ে শহর থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

* * *

সুলতান আব্দুর রহমানের কাছে যখন দূত মুরিদার সংবাদ নিয়ে হাজির হল তখন তিনি সেনাপতি মূসা ও ফরতুনকে বললেন, "তোমরা আগের মতই সেনাবাহিনীকে সতর্ক এবং টহলের মধ্যে রাখবে। ফরাসী বাহিনীকে যদি আসতে দেখো তাহলে ওদের ঘিরে ফেলবে। সামনে অগ্রসর হতে দেবে না এবং পিছনেও ফিরে যেতে দেবে না। তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে মুরিদা রওয়ানা হলেন। তিনদিনের পথ তিনি দেড়দিনে অতিক্রম করলেন এবং দ্বিতীয় দিনের অপরাহ্নে মুরিদায় পৌঁছে গেলেন। আব্দুর রহমান যখন মুরিদায় পৌঁছালেন তখনও বিদ্রোহীদের সাথে সৈন্যদের খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলছে।

আব্দুর রহমানের সেনা দলকে দেখেই সেনাবাহিনীর মধ্যে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা শুরু হলো, স্পেন শাসক এসে গেছেন, আমীরুল মুমিনীন এসে গেছেন...। আব্দুর রহমানের পতাকা নজরে আসতেই সৈন্যদের মধ্যে নব উদ্দীপনা দেখা দিল। আব্দুর রহমান মুরিদায় পা রেখেই জারি করলেন—"কোন বিদ্রোহীকেই ক্ষমা করা হবে না...।"

বিদ্রোহীরা যখন আত্মসমর্পণ করতে শুরু করে তখন সেদিনের দিনমণি শেষ আলো বিকিরণ করে অস্তমিত হচ্ছে। আত্মসমর্পণকারী সকল বিদ্রোহীকে একটি খোলা মাঠে জড়ো করা হলো। ওদের চতুষ্পার্শে এতো বিপুল পরিমাণ মশাল জ্বালিয়ে দেয়া হলো যে, দিনের মত জায়গাটি আলোকিত হয়ে গেল। আব্দুর রহমানের নির্দেশে সেনাবাহিনী ঘরে ঘরে তল্লাশী চালিয়ে সকল পুরুষকেই বের করে নিয়ে আসতে শুরু করল। কিন্তু কোথাও ইবনে আব্দুল জব্বার, ইলুগাইস ও ইলোয়ারের সন্ধান পাওয়া গেল না। গির্জার পাদ্রীদেরকেও গ্রেফতার করা হলো। প্রতিটি লোককেই জিজ্ঞেস করা হলো কার কথায় এবং উৎসাহে তারা বিদ্রোহ করেছে—প্রত্যেক ব্যক্তিই কারো না কারো নাম নিত। এভাবে লোকদের মধ্যে কিছু লোককে বাছাই করা হলো।

বাছাই পর্ব চলল টানা দুইদিন। যাকেই নেতৃত্বদানের সন্দেহ হতো তাকে আলাদা করা হতো। সকল মুরিদাবাসীকে একত্রিত করে বলা হলো—তোমরা যদি বেঁচে থাকতে চাও, তবে বলো কাকে তোমরা নেতা বলে বিশ্বাস করতে, তোমাদের কারা নেতৃত্ব দিয়েছিল? এই প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বের অভিযোগে আরো কিছু লোক চিহ্নিত হলো। বাছাই করা হলো মুসলমানদের বাড়ি ঘরে অগ্নি সংযোগকারীদেরকে এবং মুসলিম নারীদের লাঞ্ছিতকারীদের।

আব্দুর রহমান নির্দেশ দিলেন—সকল নেতৃত্বদানকারী ও মুসলমানদের বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগকারী ও মহিলাদের উপর অত্যাচারীদের প্রকাশ্যে শিরচ্ছেদ করা হোক। আর যে ব্যক্তি ইলুগাইস, ইলোয়ারো ও ইবনে আব্দুল জব্বারের

সন্ধান দিবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে...। কিন্তু কেউই ওদের কোন সন্ধান দিতে পারল না। পরবর্তীতে অনুসন্ধান করে জানা গেল, গেট খোলার সাথে সাথেই ওরা শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ইবনে আব্দুল জব্বার লাসবান চলে গিয়েছিল আর ইলুগাইস ও ইলয়ারোর কোন খোঁজ ছিল না।

এরই মধ্যে স্পেন শাসকের কাছে খবর পৌঁছাল যে, অবরোধ ভাঙ্গার কাজে সবচেয়ে বেশী অবদান রেখেছে আবু রায়হান নামের এক সেনা কমান্ডার। সে কর্তব্য কাজ করতে গিয়ে জীবন দিয়েছে এবং তাকে এ কাজে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সহযোগিতা করেছে ক'জন তরুণী। আব্দুর রহমান আবু রায়হানের পিতা-মাতা ও স্ত্রী সন্তানকে এবং সেই আরব তরুণীদের ডেকে এনে তাদের কাজের ভূয়সী প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করলেন এবং সেই সাথে তাদের বিরাট অংকের পুরস্কারে ভূষিত করলেন।

মুরিদা তখন একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। পথেঘাটে অসংখ্য মৃতদেহ ও রক্তের দাগ। আব্দুর রহমান নিজে শহরের পরিচ্ছন্নতা তদারকি করলেন এবং সারা শহর ঘুরে ঘুরে দেখলেন। গ্রেফতার হওয়া পূর্বের গভর্নরকে মুরিদার আমীর নিযুক্ত করে তিনি রাজধানীর দিকে পা বাড়ালেন।

* * *

সুলতান রাজধানীতে পৌঁছার কয়েকদিন আগেই সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল যে, সুলতান রাজধানীতে ফিরে আসছেন। সংবাদ শুনে তোষামোদকারীরা তাদের কারিশমা প্রদর্শনের জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। রাজপ্রাসাদে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। যারয়াব ও সুলতানা সুলতানকে অভিবাদন জানাতে তৈরী হচ্ছিল। তাদের স্পাইরা আগেই সংবাদ পৌঁছে দিয়েছিল যে, ফ্রান্সের দিকে অগ্রাভিযান থেমে গেছে বটে, কিন্তু মুরিদার বিদ্রোহের মূল্য বিদ্রোহীদের রক্তের বিনিময়ে পরিশোধ করতে হয়েছে। তাদের কাছে সেই সংবাদও পৌঁছে গেল যে, আব্দুর রহমান ময়দানে গিয়ে সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিলেন। তার হয়তো মনেই ছিল না যে, তিনি স্পেনের শাসক এবং তিনি নিজেকে স্পেনের সুলতান বলেই অভিহিত করেন।

রাজ প্রাসাদের একটি সুন্দর বাগানে মুদ্দাসিসরা ও তারোব কন্যা সুলতানা পায়চারী করছিল। মুদ্দাসিসরাকে সুলতানাই ডেকে এনেছিল এবং আজ সুলতানা মুদ্দাসিসরার সাথে এমন অন্তরঙ্গ ভাব দেখাচ্ছিল যে, এমনটি সে আর কখনও করেনি।

"সুলতানা! আপনার কি কথা আছে তা বলে ফেলুন! বলল মুদ্দাসিসরা, কারণ আমি জানি আপনার হৃদয়ে আমার জন্য বিন্দুমাত্র ভালোবাসা নেই।"

"তাই যদি হবে তাহলে শুনে রাখো মুদ্দাসিসরা! সুলতানের উপরে তুমি আর কখনও প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করবে না। এটা মনে রেখো, তোমার মর্যাদা একজন স্ত্রী বৈ তার কাছে আর কিছু নয়।"

"কোন ধরনের প্রভাবের কথা বলছেন আপনি?"

"সুলতান আবেগ প্রবণ মানুষ। তুমি তাকে উত্তেজিত করে সেনাবাহিনীর সাথে পাঠিয়ে দিয়েছ। তিনি যেতে মোটেও ইচ্ছুক ছিলেন না। তার কাজ তো যুদ্ধ করা নয়। এ কাজের জন্যে সেনাবাহিনী ও সেনাপতিরা রয়েছে। এজন্য তাদের বেতন দেয়া হয়। তারাই দেশকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করবে।" বলল সুলতানা।

"তিনি নিজেও যেতে চাচ্ছিলেন না এবং সেনাপতিদেরও যেতে বলছিলেন না।" তিনি যদি সেনাভিযানের নির্দেশ না দিতেন তাহলে ফ্রান্স স্পেনের হামলা করত, আর মুরিদার বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হতো না—বলল মুদ্দাসিসরা।

"তিনি যদি নিহত হতেন, তাহলে কি তুমি বিধবা হয়ে যেতে না? তোমার সন্তানরা কি এতীম হয়ে যেতো না?"

"আল্লাহ্র রাস্তায় মুসলমান মেয়েরা তার প্রেমভালবাসাকে কুরবান করতে এবং বাচ্চাদেরকে এতীম করতে কখনও চিন্তা করে না।" বলল মুদ্দাসিসরা। ইসলামের সুরক্ষার জন্য আমাদের এতটুকু ত্যাগ তো প্রয়োজনে স্বীকার করতেই হবে। আপনি কি একজন শহীদের বিধবা পরিচয় দেয়াকে হেয় মনে করেন? আসলে স্পেন শাসকের সাথে জানি না কি সম্পর্ক আপনার! তিনি শহীদ হয়ে গেলে আপনি ভবিষ্যৎ শাসকের রক্ষিতা হয়ে থাকবেন।"

"আমি স্পেন শাসকের রক্ষিতা নই মুদ্দাসিসরা! আমি শীঘ্রই তার সন্তানের মা হতে যাচ্ছি। আমিই ভবিষ্যৎ স্পেন শাসককে জন্ম দেবো।"

স্পেনের মানুষ ভবিষ্যৎ শাসক হিসেবে গ্রহণ করবে সেই সন্তানকে যার মায়ের সাথে সুলতানের বিয়ে পর্যন্ত পড়ানো হয়নি? অবাঞ্ছিত সন্তান কখনও স্পেনের শাসক হতে পারবে না...। তবে আপনি একথা জেনে রাখতে পারেন তারোব কন্যা—আমি স্পেন শাসকের হাতে কখনও মদের পেয়ালা তুলে দেবো না, তুলে দেবো তরবারী।"

"মুদ্দাসিসরা! গম্ভীর কণ্ঠে বলল সুলতানা। মন থেকে সুখস্বপ্ন দূর করে দাও। আবেগপ্রবণ হয়ে কথা বলো না। আমি তোমার কাছে কোন নিবেদন করছি না। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। স্পেন শাসককে প্রভাবিত করার কোন চেষ্টা আর করো না।"

"আপনার নির্দেশ মানতে আমি বাধ্য নই এবং মানতে পারব না। কোন স্বামীর রক্ষিতা, বিবাহিতা স্ত্রীর উপর নির্দেশ চালাতে পারে না। আমি বনী উমাইয়া বংশের মেয়ে, কারো রক্ষিতা নই।" এই কথা বলেই মুদ্দাসিসরা দ্রুত পা চালিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। মুদ্দাসিসরার গমন পথের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল সুলতানা এবং সগতোক্তি করল, "দেখা যাবে হুকুম কার চলে বিবাহিতার না রক্ষিতার। আমি তোমাকে তা দেখিবে দেবো।"

এ কয়দিন কর্ডোভার রাজপ্রাসাদ আগের মতো আর এতোটা সরগরম ছিল না। একেতো প্রাসাদের মূল স্তম্ভ আব্দুর রহমানের অনুপস্থিতি তদুপরি মুরিদার এতো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে যে, মুরিদার মাঠ ঘাটে রক্তের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। যে ময়দানে বিদ্রোহীদের হত্যা করা হয় সেটি রক্তের ঝিলে পরিণত হয়েছিল। বিদ্রোহীদের কঠিন ও দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ ভাঙতে গিয়ে অকাতরে সৈন্যদেরও জীবন বিলিয়ে দিতে হয়েছে। তাতে বহু সংখ্যক সেনা নিহত হয়েছে, বহু আহত ও পঙ্গু হয়েছে। মুরিদা মৃতের নগরীতে পরিণত হয়েছিল।

রাজধানী কর্ডোভায় নিত্য নতুন সংবাদ আসছিল। সর্বশেষ বিজয়ের সংবাদ এলেও নানামুখে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল উদ্বেগজনক খবর। যাদের সন্তান, স্বামী ও পুত্র যুদ্ধে গিয়েছে তাদের চিন্তার কোন অন্ত ছিল না। যার ফলে কর্ডোভার শহর ছিল এই ক'দিন নিষ্প্রাণ। কর্ডোভায় যখন সংবাদ এলো আগামীকাল আমীরের সাথে বাহিনীও কর্ডোভায় পৌছাবে—তখন কর্ডোভার ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে গেল। সবাই সুলতান ও সেনাবাহিনীকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিতে লাগল।

রাজপ্রাসাদেও অভ্যর্থনার প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। সম্ভবত সেটি ছিল জৌলুসহীন রাজ প্রাসাদের সর্বশেষ রাত। যারয়াব তার বেহালা নিয়ে তার কক্ষে একমনে সুর ভাজছিল। কর্ডোভার মুসলমানরা অনেক আগে থেকেই বেহালা বাজাতো বটে, তবে যারয়াব বেহালার মধ্যে নতুন একটি তার সংযোজন করে নতুন মাত্রা সঞ্চার করেছিল। পাঁচ তারের বেহালার সুরে যে কোন কঠিন ও হৃদয়হীন মানুষও মুগ্ধ না হয়ে পারত না। এই রাতে যারয়াবের আঙ্গুল বেহালার তারে নড়াচড়া করছিল আর আনমনে নিজের বেহালার গানেই মুগ্ধ হয়ে হারিয়ে গিয়েছিল যারয়াব।

আনমনে সে একটি রোমান সঙ্গীত বাজাচ্ছিল এবং গুনগুনিয়ে গাইছিল। এটি তার নিজেরই রচিত সঙ্গীত। সঙ্গীতের শব্দগুলো যেন তার হৃদয় থেকে উৎসারিত হচ্ছিল। বেহালার তারে যারয়াব যে সুর তুলেছিল তাও যেন কথা বলছিল।

দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছিল যারয়াব। তার সুর সঙ্গীতের বাণীগুলো যেন একটি সুন্দরী নারী মূর্তি ধারণ করে উদিত হলো দরজায়। নারী মূর্তিটিও যেন যারয়াবের সঙ্গীতের নারীর মতই অপ্সরা। যারয়াব এদিকে চোখ তুলে তাকালে হয়তো এই বাস্তব নারীটিকেই স্বপ্ন ভেবে বসতো। আসলে দরজায় যে নারীমূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল তা কোন কল্পনা ছিল না, সেটি ছিল সুলতানা, তরোব কন্যা সুন্দরী সুলতানা।

স্পেন শাসক কর্ডোভায় না থাকায় সুলতানা তার অকৃত্রিম অবয়বে ছিল। তার মধ্যে কোনরূপ কৃত্রিম সাজগোছের আবরণ ছিল না। তার রেশমী সোনালী চুল কাঁধে পিঠে ইতস্তত ছড়ানো। দু'এক গাছি চুল গোলাপী চেহারার গণ্ডদ্বয়েও আঁছড়ে পড়েছিল। চোখে ও খোপায় কোন প্রলেপ ছিল না, চেহারার মধ্যে ছিল না কোন বাড়তি প্রসাধনীর আভিজাত্য। তার দু'হাত ও বাজু খোলা, কাঁধ উন্মুক্ত। কাজলহীন তার ডাগর চোখের চাহনী যে কোন দর্শককেই শরাঘাতের চেয়ে বেশী ঘায়েল করতে সক্ষম। যারয়াবের কণ্ঠ ও বেহালার সুর সুলতানাকে আরো বেশী মোহনীয় করে তুলেছিল। সে ঘরে প্রবেশ না করে দরজার পাশে থেমে গেল। স্বর্গের অপ্সরী যেন রূপ ধারণ করল তার চোখে, অবয়বে। যারয়াব যে সঙ্গীতের সুর তুলেছিল সেটি ছিল কোন এক নারীর কল্পিত রূপের কথা। যে রূপের কথা শুধু বেহেশতী হুরের সাথেই তুলনা করা চলে। সঙ্গীত সুরের মূর্ছনায় সুলতানা নিজেও হারিয়ে গেল ভাবের জগতে। কিছুক্ষণ পর সে ভাবতে লাগল, এ আর কিছু নয়, আমাকে নিয়েই গান লিখেছে যারয়াব এবং সেই গানে মনের মাধুরী দিয়ে সুর তুলেছে। তার গানের কল্পিত নারী আমিই......সে আমারই সৌন্দর্যের বর্ণনা দিচ্ছে, লোকটি আমাকে অনুভূতিতে আটক করে পূজা শুরু করেছে।"

আসলেও সুলতানার রূপ সৌন্দর্য ও চালচলন ছিল যাদুকরী। তার চলার ঢং দেখে চলন্ত মানুষ তার দিকে না তাকিয়ে পারত না। আর একবার তাকে দেখলে আর চোখ ফেরাতে পারত না। নিজে সুন্দরী এই অনুভূতি পুরোপুরি অনুভব করতো সুলতানা এবং ভাবতো তার মতো সুন্দরী স্পেনে দ্বিতীয়টি আর নেই। সে তার নিজের রূপের প্রতি যেমন মুগ্ধ ছিল, নিজের রূপের প্রশংসা নিজেই করতো এবং অন্যের মুখে নিজের রূপের প্রশংসা শুনতে চাইতো। অবশ্য এটা ছিল সুলতানার জীবনে বড় সাফল্য যে, স্পেন শাসক তার প্রেমে অন্ধ ছিলেন এবং যারয়াবের মতো বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীও তার প্রেমে পাগল হয়ে পড়েছিল। অথচ এই লোকটি এতোটাই প্রভাবশালী ছিল যে, কর্ডোভার কৃষ্টি কালচার তাহযীব তমদ্দুন পর্যন্ত সে বদলে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। তার মাধ্যম ছাড়া কারো পক্ষে তখন স্পেন শাসক পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব ছিল না। যে যারয়াবের প্রতি গোটা রাজদরবার আগ্রহী সেই যারয়াব ছিল সুলতানার প্রেম ভিখারী।

"ওকি আমারই প্রেমের গান ধরেছে? হ্যাঁ, আমি ছাড়া ওর মনমানসে আর কেউ নেই। তার আওয়াজ ও বেহালা বাজানোর ভাবটিই ওর মনের কথা বলে দিচ্ছে।

সেই রাতের কথা মনে পড়ল সুলতানার। তার নিজের জায়গীর বাড়িতে যারয়াবকে নিয়ে গিয়েছিল সুলতানা। বাড়ির বাগানের ফুলের সমারোহে মখমলের মতো ঘাসের উপরে পাশাপাশি বসেছিল দু'জন। তখন যারয়াব তার বাজুধরে নিজের দিকে টেনে বলেছিল—কাছে এসো সুলতানা! কিন্তু সুলতানা সেদিন নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে বলেছিল—তুমি ভালোবাসার অর্থই জানো না। তুমি কি না পাওয়ার মধ্যে কোন স্বাদ অনুভব করো না?"

যারয়াব তৃষ্ণার্থ কণ্ঠে তাকে বলেছিল—"জানো না সুলতানা, আমি কতোদিন ধরে তৃষ্ণার্ত! তোমার সামনে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি, আমার নিজের অস্তিত্ব তোমার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।"

দূরে সরিয়ে নেয়ার পর যারয়াব তাকে বলেছিল তুমি কি তাহলে বিরহ্ যন্ত্রণা সম্পর্কে জ্ঞাত? সুলতানা যারয়াবকে বলেছিল—"বিরহের মধ্যে যে সুখ ও প্রাপ্তি মিলনে সেই সুখ নেই।"

সেই রাতের পরও যারয়াব কয়েকবার সুলতানার কাছে সেই ধরনের কথা বলেছে, সুলতানা নিজেও অনুভব করেছে যারয়াব এর সঙ্গীত তার অন্তর ভেদ করে হৃদয় স্পর্শ করছে এবং যারয়াবের প্রতি সে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। সে তখন যারয়াব এর আকর্ষণ ও মোহনীয় কণ্ঠ থেকে মুক্তির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে কিন্তু তবুও যারয়াবের আকর্ষণ চুম্বকের মতোই আকর্ষণ করছে তাকে।

নিজের এই মানসিক অবস্থা ইলুগাইসের কাছে ব্যক্ত করলে ইলুগাইস্ তাকে বলেছিল—ভালোবাসা অপরাধ নয় সুলতানা! যারা নিজের মান ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন ও বুঝতে পারে, তারা কখনও নিজের স্বত্তাকে কোন ব্যক্তির ভালোবাসায় বলি দেয় না। আমরা তোমাকে সম্রাজ্ঞী বানাতে চাচ্ছি এবং সেই যোগ্যতা ও প্রজ্ঞাও তোমার মধ্যে রয়েছে কিন্তু সেই মর্যাদার আসন পর্যন্ত পৌছাতে হলে তোমাকে তো অবশ্যই অভিনয়ের আশ্রয় নিতে হবে। যারয়াবের কাছে তুমি মোহ হয়ে থাকো, তাকে জাগতে দিও না। তোমার প্রেমের পাগলে পরিণত করে রাখো তাকে।"

আজ রাতেও যারয়াব আপন মনে যখন বেহালায় সুর তুলে গান ধরেছে, তখন তার সুরের মূর্ছনায় নিজেকে লীন করে দিতে চাচ্ছে সুলতানা কিন্তু প্রবল উত্তেজনা ও আবেগ সত্ত্বেও সুলতানা কর্তব্য ভুলেনি এবং লক্ষ্য বিস্মিত হয়নি প্রবল টান থাকা সত্ত্বেও সে নিজেকে যারয়াবের কাছে সমর্পণ না করে দূরে সরিয়ে

রাখতে সিদ্ধান্ত নিল। যারয়াবকে মনের মানুষ নয় কাজের যন্ত্র বানিয়ে রাখতে হবে। কারণ তার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সম্রাজ্ঞী হওয়া। তাই নিজেকে ক্লিউপেট্রা বানিয়ে রেখেছে সে। মানুষের অন্তর ও হৃদয়কে সে দলিত মথিত করবে, প্রেমের আগুন জ্বালাবে কিন্তু নিজে কখনও সেই আগুনে জ্বলবে না বা মোমের মত গলে গলে পড়বে না।

তাইতো স্পেন শাসককে হৃদয় নয় দেহটি দিয়ে রেখেছে সে। আর আঙুলের উপর তাকে নিয়ে খেলছে কিন্তু মনের মধ্যে স্পেন শাসককে বিন্দুমাত্র স্থান দেয়নি।

সে অনুভব করল প্রেমের খেলায় লিপ্ত হলে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিনষ্ট হয়ে যাবে। স্পেনের মসনদ দখলের জন্যে অনেক পথ এগিয়ে গেছে সে, তার উদরে আব্দুর রহমানের সন্তান বেড়ে উঠছে। এ ব্যাপারে সুলতানার মনে ছিল পরম আনন্দ, কারণ সে স্পেনের ভবিষ্যৎ রাজাকে পেটে ধারণ করছে। তা ছাড়া খৃস্টান পণ্ডিত ইলুগাইস তাকে এই আশ্বাসও দিয়েছে, তারা তাকে পূর্ণ একটি রাজ্য দিয়ে দিবে। এজন্য সে স্পেন শাসকের হারেমে এমন চক্রান্তের বীজ বপন করেছে যে, স্পেন শাসকের হৃদয় থেকে জিহাদের আগ্রহ ও সম্মান নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সেনাপতিরা শুধু নামকা ওয়াস্তেই সেনাপতি থাকে।

যারয়াবকে এই মুগ্ধতা থেকে সে জাগাতে চাচ্ছিল না কিন্তু তার কিছু জরুরী প্রয়োজন ছিল যারয়াবের কাছে, না জাগিয়েও উপায় ছিল না। কারণ পরদিনই স্পেন শাসক আব্দুর রহমান রাজধানীতে পৌছাবে, এর আগেই যারয়াবের সাথে জরুরী পরামর্শ সেরে নিতে হবে। সুলতানা ও যারয়াব মুরিদায় বিদ্রোহের জন্য খবর পাঠিয়ে আব্দুর রহমানের ফরাসী অভিযান মুলতবি করে দিয়েছিল। অবশ্য তবুও আব্দুর রহমান বিজয়ী হিসেবেই রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ায় সুলতানার মধ্যে কোন আফসোস ছিল না কিন্তু সুলতানা নিজের পরাজয় মনে করছিল আব্দুর রহমানের মধ্যে আবার জিহাদী চেতনা ফিরে আসায়। সে ধারণা করেছিল আব্দুর রহমানের হৃদয় থেকে জিহাদী চেতনা সে চিরদিনের জন্যে দূর করে দিয়েছে, কিন্তু এই অভিযানে প্রমাণিত হলো তার ধারণা মোটেও ঠিক নয়; আব্দুর রহমানের মধ্যে আগের মতই জিহাদী উদ্দীপনা ও শৌর্য বীর্য রয়ে গেছে।

বাস্তবেও আব্দুর রহমানের মধ্যে জিহাদী চেতনা পুরোপুরিই জীবন্ত ছিল এবং বিদ্রোহীদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং ওদের বিদ্রোহ অতি অল্প সময়ে দমন করতে পারা ছিল তার যুদ্ধ ও সাফল্যের ধারাবাহিকতার ফসল।

আব্দুর রহমান যখন ফ্রান্স অভিযানে বের হলেন তখন ইলুগাইস, ইলয়ারো, যারয়াব ও সুলতানা চক্রান্ত করে মুরিদায় বিদ্রোহের আয়োজন করলো যাতে

আব্দুর রহমান বিদ্রোহের সংবাদে ফ্রান্স অভিযান মুলতবি করে দিতে বাধ্য হয়। আর সেনাবাহিনীকে যদি মুরিদার বিদ্রোহ দমনে বেশীদিন ব্যস্ত রাখা যায় তবে ফরাসী শাসকরা এদিকে কর্ডোভা দখল করে নিবে। অথবা, পিছন দিক থেকে সেনাবাহিনীর উপর ফরাসী বাহিনী আক্রমণ করে কর্ডোভার সৈন্যদের পরাস্ত করতে পারবে। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী আব্দুর রহমান সেই পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি সেনাপতি আব্দুর রউফ, সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহকে মুরিদার বিদ্রোহ দমনে পাঠিয়ে নিজে দুজন সেনাপতিকে নিয়ে তাদের পশ্চাৎপথের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন, যাতে ফরাসী বাহিনী পিছন দিক থেকে আক্রমণের কোন সুযোগ না পায়। আর এদিকে সেনাপ্রধানকে বলেছিলেন যথাসম্ভব শীঘ্র অপারেশন শেষ করতে, যাতে দ্রুত রাজধানীতে ফিরে যাওয়া যায়।

এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে ইলুগাইসকে তার খবর পাঠাতে হবে। এজন্য সুলতানার প্রয়োজন ছিল যারয়াবের সহযোগিতা। এ লক্ষ্যেই যারয়াবের সাথে সে কথা বলতে এসেছিল কিন্তু এসে বাধা পেল শিল্পীর সঙ্গীতের মূর্ছনায়।

* * *

আড়ষ্টতা ভেঙ্গে চরম বাস্তবতার নিরীখে নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে যারয়াবের প্রতি অগ্রসর হলো সুলতানা। পায়ের শব্দ পেয়ে পিছনের দিকে তাকাল যারয়াব, সাথে সাথে থেমে গেল তার গুন গুনানী সুর, বেহালার আওয়াজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণকর হয়ে ইথারে মিলিয়ে যেতে লাগল।

"আরে তুমি কি আমার স্বপ্ন নাকি?" ক্ষীণ কণ্ঠে প্রচণ্ড আবেগাপ্লুত আওয়াজে বলল যারয়াব! সুলতানার স্মিত হাসি মুচকী হাসিতে রূপান্তরিত হলো। ভাবুকের মতো উঠে দাঁড়াল যারয়াব, ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সুলতানার দিকে। দু'হাতে তার ললাট স্পর্শ করে সুলতানার একগাছি এলো চুল নিয়ে নাড়া দিয়ে কাধে হাত রাখল যারয়াব। হেসে লুটোপুটি খেল সুলতানা। জল তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ল তার হাসি। বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে সুলতানাকে গালিচার উপর বসিয়ে দিল যারয়াব এবং নিজে তার মুখোমুখি বসল।

"মাঝে মধ্যে আমার বেহালার সুর আমাকেও মুগ্ধ করে ফেলে।" উদাস মনে যারয়াব বলল, বেহালার তার আর আমার কণ্ঠের সুর মিলিয়ে তোমাকেই অনুভব করছিলাম আমি, আর এরই মধ্যে তুমি বাস্তব হয়ে দেখা দিলে।"

ফিক করে হেসে ফেলল সুলতানা—"আমি কি নাগিনী নাকি সঙ্গীতের মূর্ছনায় পাগল হয়ে এসে যাবো?"

"তুমিও এক নাগিনী সুলতানা! তুমি হলে স্পেনের নাগিনী ...। নাগিনীর মতো তোমার মধ্যে আছে সৌন্দর্য, আছে নেশা জাগানো বিষ। সুলতানা! তুমি

নিজ চোখে দেখছো, স্পেন শাসকের মতো ব্যক্তিকে আমি কিভাবে ভক্ত বানিয়ে রেখেছি, দরবারের প্রত্যেকেই আমার অন্ধভক্ত। আমার মাধ্যম ছাড়া কারো পক্ষে স্পেন শাসকের সাথে কথা বলার সাহস নেই, আর সেই প্রভাবশালী ব্যক্তিটি কি-না তোমার সামনে পড়লে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। তুমি আমার সামনে এলে মনে হয় তুমি আমাকে এমন ছোবল দাও যে, তোমার বিষের প্রভাবে আমি সবকিছু ভুলে যাই।"

"তোমাকে ছোবল দিলেও তোমার গানকে আমি ছোবল দেবো না।" বলল সুলতানা। আসলে এখন তুমি যা চাচ্ছো তা তোমার শিল্পী মনের জন্যে মৃত্যুর কারণ হতে পারে, তোমার সঙ্গীতের জন্যে মৃত্যুদূতের মত। তোমার সঙ্গীত লোপ পেলে স্পেনের নাগিনী তোমার কণ্ঠে মুগ্ধ হয়ে আর আসবে না, তোমার তালে নাচবে না। তখন তুমি এক নাগিনীকে কক্ষে বেধে রেখে নিরস সঙ্গীত শোনাবে, আর নিজে মিথ্যা আত্মপ্রসাদ লাভ করবে।"

সুলতানা যারয়াবের মুখের কাছে নিজের মুখ নিয়ে বলল, "যারী! আমি তোমার, চিরদিন তোমারই থাকবো।" এসো এখন আবেগমুক্ত হয়ে কিছুটা কাজের কথা বলি। যারয়াবের উপর তার যাদুর প্রভাব সৃষ্টির জন্য সুলতানা এতোটা তার সাথে মিশে গেল যে, তার মাথার এলো চুলগুলো যারয়াবের চোখে মুখে উড়ে পড়ছিল এবং তার শরীরের গন্ধ যারয়াবকে স্বপ্নিল জগতে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের স্বপ্ন পূরণের পথে একটি পেত্নী বাধা হয়ে উঠেছে যারয়াব!

"আর সেই পেত্নী হলো মুদ্দাসিসরা।" অসম্পূর্ণ কথা পূর্ণ করে দিতে বলল যারয়াব। মুদ্দাসিসরা স্পেন শাসকের মনে আবার জিহাদী চেতনা জাগিয়ে দিয়েছে—তাইতো বলতে চাও তুমি ...! তাই না?

"আমাদের এই দাবী ভুল প্রমাণিত হয়েছে যে, আমরা স্পেন শাসকের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছি।" বলল সুলতানা। সে তো এখন আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেছে।"

সুলতানা! আমার কখনও মনে হয় তোমার প্রেম আমাকে কোন ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে কি-না?" যেদিকে আমার যাওয়া ঠিক নয়, কারণ আমি সঙ্গীতের রাজা; আমার সঙ্গীত নিয়েই থাকা উচিত।"

"রাজা না ছাই, তুমি একটা গোলাম।" তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল সুলতানা। ওই দিন নিজের কানে শুনেছি, মন্ত্রী ও সেনাপতি তোমাকে দরবারী গাল্পিক বলে গেল। নিজেকে ধোঁকা দিও না যারী! আমি তোমাকে রাজ সিংহাসনে বসাবো এবং আমি তোমার পায়ে পড়ে নিবেদন করছি, সেদিন তুমি আমাকে রানী বানাবে?"

"তুমি তো আমার মনের রাণী! এসো আমার কাছে এসো।" যারয়াবের দিকে হাত প্রসারিত করল সুলতানা। যারয়াব সুলতানার চোখে চোখ রেখে আরো কাছাকাছি হলো। তখন তাদের উভয়ের চেহারা সুলতানার এলোচুলে ঢেকে গেছে। নারীত্বের মোহমায়া সঙ্গীতের যাদুকে প্রভাবিত করে ফেলল, ক্ষীণ কণ্ঠের একটি আওয়াজ তখন সুলতানার কণ্ঠে শোনা গেল, যারী! মুদ্দাসিসরাকে আমাদের পথ থেকে সরিয়ে দাও!"

এর কিছুক্ষণ পর তারা মুখোমুখি এসে কথা বলছিল আর তাদের সামনে ছিল শরাবের পেয়ালা।

"কাউকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়ার চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে ফেল সুলতানা! আমি মুদ্দাসিসরাকে আমার আয়ত্বে নিয়ে আসবো, দেখো সে আর কিছুই করতে পারবে না।"

"তুমি এটা কি বলছিলে যে, তুমি ভুল পথে এগুচ্ছো?" হেসে জিজ্ঞেস করল সুলতানা।

"হ্যাঁ, আমি মাঝে মধ্যে অনুভব করি আমার পথ এটি নয়"—বলল যারয়াব। তুমি স্বপ্নের পিছনে ছুটছো আর আমি তোমার প্রেমে তোমার পিছনে পিছনে ছুটছি।"

"তুমি বুদ্ধিমান লোক যারী! আমরা উভয়েই মুসলমান বটে কিন্তু আমাদের সামনে যে চরম বাস্তবতা তাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। খৃস্টানরা যে আবেগ ও যে সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনে যে ত্যাগ স্বীকার করছে, তাতে পরিষ্কার দেখা যায় স্পেনে ইসলাম বিদায় নিতে বাধ্য হবে। তখন তোমার অবস্থা হবে দরবারী গপিসদের মত, আর আমি হবো খৃস্টানদের রক্ষিতা। ইলুগাইস্ তো তোমাকে সবকিছুই বলেছে—সে তোমার কাজে খুবই খুশী। আমরা খৃস্টানদের সহযোগিতায় অল্পদিনের মধ্যেই এখানকার মসনদের অধিকারী হতে যাচ্ছি, তাহলে কেন ওদের সাথে গায়ে পড়ে শত্রুতা করতে যাবো?

আমাদের কাজ তো শুধু স্পেন শাসকের দেমাগকে আমাদের কব্জায় রাখা। তুমি মুদ্দাসিসরাকে বলো, সে যেন তার কাছ থেকে দূরে থাকে, কারণ সুলতান মুদ্দাসিসরার কথা খুব শুনে।"

"যারয়াব তখন দু'ধরনের নেশায় আসক্ত। একতো সুরা গলাধঃকরণ করছে, আর সুলতানার দেহের মদির গন্ধ ওকে আরো বেশী নেশাগ্রস্থ করে তুলছে। এমতাবস্থায় যারয়াব সুলতানার যাদুর কাছে নিজের কারিশমাকে পরাস্ত করে দিল তখনই সে দাড়িয়ে বলল—এখনই আমি মুদ্দাসিসরার কাছে যাচ্ছি।"

* * *

একান্ত সেবিকা যখন মুদ্দাসিসসরাকে বলল, তার সাথে যারয়াব সাক্ষাৎ করতে এসেছে তখন মুদ্দাসিসরা যারয়াবকে স্বাগত জানাতে দরজার কাছে অগ্রসর হল এবং এই ভেবে হয়রান হলো, এতো গভীর রাতে যারয়াব কেন তার কক্ষে আসল!"

"স্পেন সম্রাটের অপেক্ষার মুহূর্তগুলো কেমন কাটছে মুদ্দাসিসরা?"

"সম্রাট নয়, বলুন আমীরে স্পেন! ইসলামী রাষ্ট্রে কেউ সম্রাট হয় না, হয় আমীর, শাসক। সম্রাট একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। যারয়াব! আপনি জ্ঞানী মানুষ। মানুষ কিভাবে নিজেকে রাজত্বের আসনে বসায় সেই কাহিনীতো আপনি ভালো জানেন। যাক ওসব কথা—তো...আজ এতো রাতে কি মনে করে এদিকে এলেন?"

যে যারয়াব স্পেনের সকল মানুষের উপরে রাজত্ব করতো এবং সবার উপরে নিজের প্রভাব খাটাতো, সে হঠাৎ করে চুপসে গেল। এ সময়ে সৌন্দর্য ও বলার উপস্থাপনায় মুদ্দাসিসরাও সুলতানার চেয়ে কম ছিল না। কিন্তু মনে হচ্ছিল মুদ্দাসিসরা যেন সুলতানার চেয়েও আরো বেশী সুন্দরী, আরো বেশী প্রভাব বিস্তারিণী।

যারয়াব মুদ্দাসিসরার কক্ষে এভাবে প্রবেশ করেছিল যে, মুদ্দাসিসরা স্পেন শাসকের স্ত্রী নয়, সাধারণ কোন নাগরিকের স্ত্রী এবং যারয়াব তার কক্ষে এসে তাকে ধন্য করছে। কিন্তু মুদ্দাসিসরার কথার মধ্যে পরিপূর্ণ আত্মশক্তি ও আত্মমর্যাদাবোধ সক্রিয় দেখে তার অনুভব হলো, আসলে সে নিজেকে যতোটা দামী মানুষ ভাবছে ততোটা সে নয়।

"আরে! আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না?"

"এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই তোমার এখানে এসে গেলাম।" বসতে বসতে বলল যারয়াব।"

"যারয়াব! আপনার জ্ঞান গরিমা, বিদ্যাবুদ্ধির কাছে আমি কিছুই না। সূর্যের সামনে বাতির মতোও না আমি আপনার জ্ঞানবুদ্ধির সামনে। কিন্তু একেবারে বোকা তো নই, কিছু তো বুঝ আল্লাহ্ দিয়েছেন।......আপনার চেহারাই বলে দিচ্ছে, এদিক দিয়ে যেতে যেতে আপনি আমার কক্ষে আসেননি, আপনি আমার কক্ষ উদ্দেশ্য করেই এসেছেন। আচ্ছা বলুন, আমি আপনার কি খেদমত করতে পারি? আপনাকে আমি একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যারয়াব! আমি হারেমের কোন সেবিকা বা রক্ষিতা নই, একজনের বিবাহিতা স্ত্রী। আমীরে উন্দোলুসের স্ত্রী আমি।"

হেসে ফেলল যারয়াব। বলল, "সব সুন্দরী মহিলাই এই ধারণা পোষণ করে, যে পুরুষই তাদের দেখুক না কেন তাদের কাছে প্রেম নিবেদন করতে চায়। তুমি এতটুকু ঠিকই ধরেছো যে, আমি এমনিতেই আসিনি কিছু একটা বলতে এসেছি, তবে তা ঠিক নয় যে, তোমার স্বামীর অবর্তমানের সুযোগে আমি তোমার কক্ষে এসেছি...। একটা দীর্ঘঃশ্বাস ছেড়ে যারয়াব বলল, আমি তোমাকে ও সুলতানাকে একই চোখে দেখি। তোমাদের মধ্যে পার্থক্য আছে, আমি তাও অনুভব করি।"

"এতো দীর্ঘ ভূমিকার কি প্রয়োজন যারয়াব! আপনি সরাসরি কেন বলে দেন না যে আমি যেন সুলতানা ও আমীরে উন্দোলুসের মধ্যে না থাকি।" বলল মুদ্দাসিসরা। সুলতানা..... ভীষণ সুন্দর এক সঙ্গীত, এক কাব্য। যেই তা শুনে সেই মুগ্ধ মাতাল হয়ে যায়। আমি মাতাল নই যারয়াব! আমি কঠোর বাস্তবতা নিয়ে বসবাস করি। বাস্তবতার কঠোরতা মোহাচ্ছন্নতা ও মুগ্ধতাকে দূরে সরিয়ে দেয়। আমীরে উন্দোলুস আমার স্বামী বটে কিন্তু সে আমার কোন সম্পত্তি নয়। তিনি আগে স্পেনের শাসক এরপর আমার স্বামী। আমি যদি তাকে শাসন কাজে কোন ধরনের ত্রুটি করতে দেখি তবে তাকে সে সম্পর্কে সতর্ক করে আমি আমার কর্তব্য পালন করব। তারপরও যদি সে তার ভুলের উপর দৃঢ় থাকে তবে তাকে আমি নিজের জন্য হারাম মনে করব।"

সুলতানা ও শরাবের যে নেশা যারয়াবের মধ্যে কার্যকর ছিল মুদ্দাসিসরার ব্যক্তিত্বের কঠোর আঘাতে তা দূর হয়ে গেল।

"সুলতানার জন্যে কোন বিধিনিষেধ নেই। সে আপাদমস্তক একজন বিলাসী পণ্য এবং বিলাসিতার মধ্যে মগ্ন।"

"এটিই তো তার বড় শক্তি মুদ্দাসিসরা! বলল যারয়াব। এই সৌন্দর্য তার ভীষণ কার্যকর অস্ত্র। সে যেসব ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারবে, তা তুমি সামলাতে পারবে না মুদ্দাসিসরা! আমি তোমার ভালো মনে করেই এসেছি। আমি বলতে চাই, তুমি সুলতানার সাথে জেদাজেদি বন্ধ কর। তার কথা হলো স্পেন শাসক কেন ময়দানে ঘুরে ঘুরে কষ্ট করবেন, তিনি ফ্রান্স আক্রমণের জন্যে সেনাবাহিনীকে নিয়ে অভিযানে বের হয়েছিলেন অথচ প্রশাসনিক কাজে তার এখানেই থাকা দরকার ছিল। তুমি তাকে এমনভাবে উস্কে দিয়েছো যে, তিনি সেনাবাহিনীর কমান্ড নিজের হাতে নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে গেছেন। আমরা তাকে অকালে হারাতে চাই না মুদ্দাসিসরা! আমরা তাকে দীর্ঘ সময় জীবিত দেখতে চাই।"

"আমি স্বামীকে এমন অবস্থায় কখনও দেখতে চাই না যে, তিনি শাহী মহলে নৃত্যগীত ও শিল্পীর গানে এবং এক সুন্দরী রক্ষিতার প্রেমে মুগ্ধ বিমোহিত

হয়ে স্ফূর্তিতে ডুবে থাকবেন আর আমাদের সেনারা ফরাসী সীমান্তে, গোথক মার্চে শত্রুর মোকাবেলায় জীবন মরণ যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। মুসলমান মেয়েরা নিজের ভালোবাসার চেয়ে মিল্লাতের মর্যাদাকে বেশী সম্মান করে।”

“মুদ্দাসিসরা! আমি তোমার আবেগের কদর করি। আমি বলছিলাম কি, আমাদের কাছে তো অনেক যোগ্য সেনাপতি রয়েছে। সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহকে তুমি কি মনে কর? সে কি সুলতানের অনুপস্থিতিতে কমান্ড দিতে পারবে না?” নিশ্চয়ই পারবে...। সেনাপতি মূসা বিন মূসা, সেনাপতি আব্দুর রউফ, সেনাপতি ফরতুন সবাই তো ঐতিহাসিক যুদ্ধজয়ী সেনাপতি। যুদ্ধক্ষেত্রে আমীরে উন্দোলুসের যাওয়া ততোটা জরুরী নয়।”

যারয়াব যখন কথা বলছে—মুদ্দাসিসরা তখন কক্ষ জুড়ে টহল দিচ্ছে যেন কোন বিপন্ন রাজ্যের রাণী সে। হঠাৎ শাসকের মৃত্যুতে তার উপরে বর্তেছে দেশের সর্বময় কল্যাণ অকল্যাণের দায়িত্ব। টলতে টলতে সে যারয়াবের কাছে গিয়ে রূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—“আপনার শরীরে সুলতানার দেহের আতরের গন্ধ আসছে যারয়াব! যে কথা আপনি বলতে এসেছেন তা সুলতানার নিজের এসে বলা উচিত ছিল কিন্তু সে আসেনি, আসবেও না। তার সাথে আমার কথা হয়েছে।”

যারয়াব! আপনি অনেক বড় একজন ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে অনেক গুণে গুণান্বিত করেছেন, কিন্তু আপনি নারীর রূপ-সৌন্দর্য ও নারীর অঙ্গ-ভঙ্গিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। মুহ্তারাম যারয়াব! আপনি যা বলতে চেয়েছেন তা ব্যক্ত করেছেন, এখন আমার কথা শুনুন। সুলতানার মত আমীরে উন্দোলুসের মন জয় করা আমি জরুরী মনে করি না। তার হৃদয়ে যদি আমার প্রতি ভালোবাসা না থাকত, তাহলে তিনি আমাকে বিয়ে করে রাজমহলে রাখতেন না। সুলতানা ও অন্যদের মতো আমাকেও সেবাদাসী ও রক্ষিতা হিসেবেই রেখে দিতেন। আমি শুধু একজন ব্যক্তি নিয়ে ভাবী না, আমার চিন্তা গোটা জাতিকে নিয়ে। স্পেন বিদ্রোহের যে মন্দ রীতি শুরু হয়েছে, এর পিছনে ফরাসী রাজা লুই ও আলফাসানের হাত রয়েছে। এরা স্পেন থেকে ইসলামের শিকড় উপড়ে ফেলতে চায়। দেখুন না, মুরিদায় এমন সময়ে বিদ্রোহ হলো, যখন আমাদের সেনাবাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করতে যাচ্ছিল। এটা ছিল একটি ষড়যন্ত্র। বেঈমানেরা মুরিদায় বিদ্রোহের আয়োজন করিয়ে ফ্রান্সকে আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছে। এখন রাজা লুই ও গোথকমার্চের শাসক আলফাসানো মুরিদার বিদ্রোহীদের ক্ষয়ক্ষতির ভর্তুকি দেবে। আমার দৃষ্টি এখন সেই দিকে, আবার না কোন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়!”

"তা ঠিক আছে—কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের প্রতিও তোমার দৃষ্টি রাখা উচিত, মুদ্দাসিসরা!"

"মুহ্‌তারাম যারয়াব! আমার হৃদয়ে আপনার প্রতি যে সম্মানবোধ ছিল তাকে আপনি ধ্বসিয়ে দিচ্ছেন। আমি আগেই আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম, আপনার শরীর থেকে সুলতানার ব্যবহৃত সুগন্ধি ও আপনার মুখ থেকে সদ্য পান করা সূরার গন্ধ বেরুচ্ছে। আপনার পোষাকের উপরে কাঁধ থেকে নীচ পর্যন্ত যে চুল দেখা যায় এটিও সুলতানার বৈ আর কারো নয়।"

"যারয়াব দ্রুত চোখ বুলাল তার কাঁধে। তার ধবধবে সাদা পোষাকের উপরে গাঢ় বাদামী রঙের দীর্ঘ একটি চুল পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সে আঙুলের মাথা দিয়ে চুলটি তুলে বিছানার উপরে রেখে দিল।

"তিনি আগামীকাল আসছেন...। ভারী হয়ে এলো মুদ্দাসিসরার কণ্ঠ। তার সাথে আমাদের সেনাবাহিনীও আসছে। শহীদ, পঙ্গু ও আহতদের কাফেলা আসছে। তাদের মধ্যে অনেক মায়ের সন্তানই হয়তো বেঁচে নেই, অনেক নারীর স্বামী নিহত হয়েছে। অনেক শিশুর পিতা শাহাদতবরণ করেছে। তারা বাড়ি থেকে অনেক দূরে দাফন হয়েছে ...। যে সময় তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছিল এবং তাদের মৃতদেহগুলো অশ্বখুরের আঘাতে পিষ্ট হচ্ছিল তখন আপনার মুখে শরাবের গন্ধ আর শরীরে এক বিশ্বাসঘাতকীনি সুন্দরীর মাখানো সুগন্ধী আর আপনার শরীরে তার ছেড়া চুল...। যে সময় আমাদের সৈনিকরা ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য রক্ত ঢালছে, সেই সময় আপনি এক সুন্দরী রক্ষিতার কোলে বসে ভাবছেন, আমীরে উন্দোলুসের উপর কোন নারীর প্রভাব থাকা উচিত এবং কার প্রভাব থাকা উচিত নয়।"

"মুদ্দাসিসরা! কেঁপে উঠল যারয়াব! তুমি খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছো। আমি তোমাকে বলতে এসেছিলাম, ও ইচ্ছা করলে তোমাকে আমীরে উন্দোলুসের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে দিতে পারে। সে অনেক কিছুই করতে পারে।"

"এসব ভয় আমাকে দেখানোর প্রয়োজন নেই যারয়াব! আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি আমাকে পারলে হুমকি দিতেন, আমাকে হয়তো আপনি সতর্ক করতে এসেছিলেন এই বলে যে, আমি যদি আপনাদের কাছ থেকে সরে না দাঁড়াই তাহলে আমাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু আমি বলতে চাই, আপনি বুদ্ধিমান লোক, আপনার মুখে আল্লাহ্ দিয়েছেন যাদুকরী ভাষা। এজন্য আপনি বাজে শব্দ ব্যবহার না করে খুব সুন্দর করে কথা বলেছেন, একথা জেনে রাখুন যারয়াব! কথা ও রূপের যাদু তাদের উপরই কাজ করে যাদের হৃদয়ে ঈমানের শক্তি না থাকে।"

"গভীর দৃষ্টিতে মুদ্দাসিসরার দিকে তাকাল যারয়াব। মুদ্দাসিসরাকে তার কাছে এখন সুলতানার চেয়ে বেশী সুন্দরী মনে হচ্ছে। আসলে এই সৌন্দর্য ছিল মুদ্দাসিসরার অন্তরের সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ। যারয়াব এই আত্মিক শুদ্ধতার চাপ সহ্য করতে পারল না। সে অনুভব করল, সুলতানার পয়গাম নিয়ে তার মুদ্দাসিসরার কাছে আসা ঠিক হয়নি।

"কোনকিছুর ভয় নেই আমার! বলছিল মুদ্দাসিসরা। যেসব বিষয়ে আপনি আমাকে সতর্ক করছেন অথবা ভয় দেখাচ্ছেন এসবে আমি ভয় করি না। আমার জীবন আমি জাতির জন্যে, ইসলামের জন্যে উৎসর্গ করে দিয়েছি। যতোদিন আমার দেহে প্রাণ থাকবে ততোদিন আমি আমার স্বামী স্পেন শাসকের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো। অবশ্য সেই বিশ্বস্ততার ভিত্তি হবে তিনি যতদিন ইসলামের সেবক থাকবেন...। যারয়াব! আপনি জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যখন থেকে মুসলিম মেয়েরা সম্রাজ্ঞী হতে শুরু করেছে, তখন থেকে ইসলামী সালতানাত সংকীর্ণ হয়ে আসছে। একদিন এমন হয়ে যাবে যে, ইসলামী শাসন কা'বায় পর্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে যাবে। এরপর এমন একদিন আসবে যখন অমুসলিমরা কা'বাকে দেখিয়ে বলবে—এই কা'বা ওদের ধর্মীয় প্রতীক যে ধর্মের মেয়েরা নিজধর্ম ত্যাগ করে উলঙ্গপনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে পুরুষের বিনোদনের সামগ্রীতে নিজেদের পরিণত করেছিল। তারা যেসব ছেলে সন্তান জন্ম দিতো ওদের মধ্যেও আত্মমর্যাদাবোধ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতো না।"

"তুমি যা বলছো, তা কি তুমি নিজে বুঝতে পারছো মুদ্দাসিসরা?"

"যিনি আমাকে এসব কথা শিখিয়েছেন তিনি আমাকে এসব কথার অর্থও বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন আমার পিতা। বর্তমান শাসকের পিতা আল-হাকামের শাসনামলে তালিতা যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। মুহ্তারাম যারয়াব! আমি আপনাকে অন্যকিছু বলতে চাই। আপনাকে আল্লাহ্ তাআলা অনেক গুণে গুণান্বিত করেছেন। আপনি যার দিকে তাকান সে মুগ্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে দিয়েছেন মানুষকে মুগ্ধ করার ক্ষমতা। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে মানুষকে প্রভাবিত করার যে ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই শক্তি আপনি মানুষকে প্রতারণার কাজে ব্যবহার না করে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করুন। খোদা আপনাকে যদি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন তাহলে মানুষকে গোলামবাদী বানিয়ে পায়ের নীচে ফেলে দলিত মথিত করবেন না। আল্লাহ্ যদি আপনাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্টিত করেন তাহলে অন্যকে হেয় মনে করবেন না।"

"এই কথা তুমি আমাকে কেন শুনাচ্ছো মুদ্দাসিসরা! আমি তো তোমাকে কোন অসৌজন্যমূলক কথা বলিনি, আমি তোমাকে সুলতানার ব্যাপারে সতর্ক করতে এসেছিলাম।"

"আমি আপনার চেহারার মধ্যে দোদুল্যমানতা দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি আপনাকে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমি আমীরে স্পেনের সাথে এ ব্যাপারে কোন কথা উঠাবো না।"

"আমি তোমাকে কোন হুমকি দিতে আসিনি। আমার মনে তোমার প্রতি সম্মানবোধ রয়েছে"—একথা বলে যারয়াব চলে গেল।

* * *

কর্ডোভার সাধারণ মানুষ সেনাবাহিনীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে শহর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে মুসলমান, খৃস্টান সব অধিবাসীগণ ছিল। কর্ডোভায় পূর্বেই সংবাদ পৌছে গিয়েছিল যে, মুরিদায় যে বিদ্রোহ হয়েছিল, তা দমনে সেখানকার লোকদের ব্যাপকহারে হত্যা করা হয়েছে। উট ও ঘোড়ায় আরোহী শহরের লোকেরা সৈন্যদের সাথে মিলে মিশে শ্লোগান দিতে দিতে শহরে ফিরে আসছিল। সেনাবাহিনী যখন শহরে প্রবেশ করল তখন সারা শহর শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠল। মহিলারা ঘরের দরজা জানালা ও উঁচু বাড়ির ছাদ থেকে সেনাবাহিনীর দিকে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে দিচ্ছিল। আমীরে উন্দোলুসের ঘোড়ার পিছনে সুলতানা, জামিলা ও জারিয়ার বাগী আসছিল। মুদ্দাসিসরা ছিল অশ্বারোহী। তার ঘোড়া আব্দুর রহমানের ঘোড়ার সামান্য পিছনেই আসছিল।

এই চার যুবতী ছিল আব্দুর রহমানের খুবই প্রিয়। এদের মধ্যে একমাত্র মুদ্দাসিসরা ছিল তার বিবাহিতা স্ত্রী আর বাকীরা সেবিকা ও রক্ষিতা। তখনকার রীতি অনুযায়ী এরা স্পেন শাসককে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে শহর থেকে আরো দুই আড়াই মাইল অগ্রসর হয়েছিল। যারয়াব ও দরবারের অন্যান্য লোকেরা সবার পিছনে অশ্বারোহণ করে আসছিল।

"বিশেষ কোন ঘটনা বা বিশেষ কোন কথা আছে মুদ্দাসিসরা?"

"জ্বী না। দু'আ করে করে আর অন্যদের দ্বারা দু'আর মজলিস করে করেই দিনগুলো কেটে গেছে। সেই হতভাগ্য ইবনে আব্দুল জব্বার, ইলুগাইস ও ইলয়ারো গ্রেফতার হয়নি?"

"না, ওদের পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি। ফাঁক গলিয়ে হাতছাড়া হয়ে গেছে। ওদের পাকড়াও করা সহজ ছিল না। অধিকাংশ নাগরিক যদি মুসলমান হতো

তাহলে ওদের ধরা সহজ হতো। খৃস্টানরা ওদের লুকিয়ে রাখে। যারয়াব ও সুলতানা কেমন ছিল?"

"তাদের খবর নিতে পারিনি আমি। আমার সময় কেটেছে রণাঙ্গনের চিন্তা ও দু'আ যিকির করেই। আমার মাথায় তখন রণাঙ্গন ও আমীরে উন্দোলুসের সফলতা ছাড়া আর কিছুই প্রবেশ করেনি।"

"সুলতানার বাগীর কাছেই ছিল যারয়াবের ঘোড়া। সুলতানা মাথা ঘুরিয়ে যারয়াবকে ইশারা করল তার কাছে আসতে, যারয়াব তার ঘোড়া সুলতানার বাগীর পাশাপাশি নিয়ে গেল।

"যারী! দেখছো? আব্দুর রহমান ও মুদ্দাসিসরার কথোপকথনের দিকে ইশারা করে বলল সুলতানা। হতভাগিনী পথেই কানভারী করতে শুরু করেছে, আর তুমি বলছো, সে আমাদের কিছুই করতে পারবে না।"

"বিদ্রোহের আশঙ্কা কি দূর হয়েছে? আব্দুর রহমানকে জিজ্ঞেস করল মুদ্দাসিসরা।

"না, খৃস্টানরা আমাদের মসনদ দখল করার জন্যে বহু চেষ্টা করছে। এতো সহজে এই যন্ত্রণা নিঃশেষ হবে না।" বললেন আমীর।

"এখানকার মুসলমানদের মধ্যেও যদি ওদের মতো মানসিকতা কাজ করতো তাহলে বিদ্রোহের আগাম খবর পাওয়া সম্ভব হতো"—বলল মুদ্দাসিসরা।

"ওইসব মুসলমানরাই আমাদের জন্যে সবচেয়ে বেশী বিপদজনক, যারা কিছুদিন আগে মুসলমান হয়েছে। এরা দ্বিমুখী। এরাই আমাদের জন্যে বিপদ ডেকে আনছে।" বললেন স্পেন শাসক।

"বেঈমানেরা তাদের সুন্দরী মেয়েদের পর্যন্ত নানাভাবে ব্যবহার করছে।" বলল মুদ্দাসিসরা। আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি মুসলিম মেয়েদেরকে শহরে স্পর্শকাতর বিষয়ে সংবাদ দেয়া নেয়ার কাজে ব্যবহার করতে পারব। আমি মেয়েদেরকে গোয়েন্দাবৃত্তি ও সেনা ট্রেনিং দিতে আগ্রহী।

"না, এটা সম্ভব নয়।"

"কেন সম্ভব নয়—প্রশ্ন ছুড়ে দিল মুদ্দাসিসরা। আপনি তো আহতদের সেবা শুশ্রূষা করার কাজেও মহিলাদেরকে যুদ্ধে যেতে দেন না।"

"এতে নানা অসুবিধার জন্ম হয়"—বলে নগরবাসীর মুহূর্মুহু তাকবীর ধ্বনির দিকে তাকিয়ে হাত নাড়াতে শুরু করলেন আমীর।

এদিকে মুদ্দাসিসরা ও আব্দুর রহমানকে কথা বলতে দেখে পেরেশান হয়ে পড়ল সুলতানা। সে আবারো যারয়াবের দিকে তাকাল কিন্তু তখন যারয়াব আড়ালে পড়ে গিয়েছিল।

* * *

দু'তলা বাড়ির একটি জানালায় দাঁড়িয়ে সেনাবাহিনীর আগমন দৃশ্য দেখছিল এক তরুণী। অনেক লোক সেনাবাহিনী ও স্পেন শাসকের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দু'পাশের ঘরবাড়ির দরজা, জানালা ও ছাদের দিকে তাকাচ্ছিল। কোন বাড়ির জানালা খালি ছিল না। দু'চারজন করে মেয়ে দাঁড়ানো ছিল। ওইসব লোকের দৃষ্টি বিভিন্ন বাড়ির দরজা, জানালা হয়ে একটি জানালায় গিয়ে থমকে যাচ্ছিল, যেখানে দু'তলায় একাকী দাঁড়িয়ে ছিল সেই তরুণী। এই মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল মূর্তির মত। নিরাবেশ নির্বিকার। শহরের অন্য মেয়েদের মতো সেনাবাহিনী কিংবা সুলতানের প্রতি হাত নাড়াচ্ছে না। তার চেহারায় ছিল ভিন্ন এক অভিব্যক্তি। সে যখন আমীরে উন্দোলুসকে দেখল তখন তার চেহারায় ফুটে উঠল ঘৃণা ও প্রচণ্ড বিদ্বেষ।

এমতাবস্থায় কাঁধে কারো হাতের ছোয়া অনুভব করল তরুণী। সেই সাথে এতো লোকের শোরগোল, ঘোড়ার হ্রেষারব, বিশাল বাহিনীর পদশব্দ ও তাকবীর ধ্বনির মধ্যে কানে ভেসে এলো গম্ভীর কণ্ঠের একটি আহ্বান—ফ্লোরা!"

ঘাড় ফিরিয়ে তরুণী দেখল—তার মা।

"তুমি ফুল ছিটাওনি, হাতও নাড়াওনি। ফ্লোরা! তুমি জানালার পাশ থেকে চলে এসো। তোমার আব্বু নীচে দাঁড়ানো। সে যদি দেখতে পায় যে, তুমি স্পেন শাসককে দেখেও হাত নাড়াওনি, ফুল ছিটাওনি, তাহলে উপরে এসে কেয়ামত ঘটিয়ে দেবে।"

"ফুল! ওদের প্রতি থুথু দিতেও ইচ্ছে করছে না আমার।" আমি কি এজন্য ওদের ফুল চন্দন দেবো যে, ওরা খৃস্টানদের হত্যা ও জুলুম করে এসেছে? বলল ফ্লোরা। আমাদের কি এই অধিকার নেই যে, আমরা আমাদের ধর্মকে রক্ষা করব এবং পরদেশী ইসলামকে আমাদের যমীন থেকে দূরে সরিয়ে দেবো?"

"তুমি ভুলে যাও কেন, তোমার পিতা একজন মুসলমান। সে যদি বুঝতে পারে, আমি নামেই মাত্র মুসলমান আর ইসলামের মোড়কে আসলে তোমাকে আমি খৃস্টান হিসেবেই গড়ে তুলেছি, তাহলে সে আমাদের উভয়কেই হত্যা করবে।" বলল ফ্লোরার মা।

"মায়ের কথা কেটে ফ্লোরা বলল, "তাহলে তুমি কেন আমাকে খৃস্টীয় শিক্ষা দিয়েছিলে, আর আজ কেন আমাকে মুসলমানদের ঘৃণা করতে বারণ করছো? আমার পিতা যদি তোমার স্বামী না হতো তাহলে আজ আমি তাকে খুন করতাম, তোমার ভালোবাসার জন্যে আমি তাকে খুন করি না। মুসলমানদের ঘরে থেকে আমি একজন নিষ্ঠাবান খৃস্টান। ঈসা মসীহর মর্যাদা রক্ষায় জীবনোৎসর্গ করতে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। আমার পিতাকে তুমি ভালোবাসো।

তার প্রেমের শিকলে বাধা তুমি। কিন্তু আমার এমন কোন বাঁধন নেই, আমি মুক্ত, স্বাধীন।"

"হ্যাঁ, ফ্লোরা, ঠিক বলেছো। তোমার পিতাকে খুবই ভালোবাসি আমি কিন্তু আমার ধর্মের প্রতি টান, ভালোবাসা ও আনুগত্যকে আমি কখনও ভুলতে পারিনি।"

* * *

আঠারো বছর আগের কথা। তখন ফ্লোরার মায়ের বয়স আঠারো উনিশ। আল হাকাম তখন স্পেনের শাসক। কতলোনিয়া নামে স্পেনের একটি অঞ্চল ছিল, সেখানে সিংহভাগ অধিবাসীই ছিল খৃস্টান। মাঝে মধ্যে সেনাবাহিনীর টহল দল যেতো ওই অঞ্চলে। কতলোনিয়ার লোকগুলো ছিল অশিষ্ট চক্রান্তবাজ। কয়েকবার ওখানকার লোকেরা সেনাবাহিনীর টহল দলকে ধোঁকা দিয়ে আক্রমণ করেছিল। এই সময়ে কতলোনিয়া ছিল মুসলিম স্পেনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের একটা উর্বর ঘাঁটি।

এই ধরনের ভয়াবহ এক চক্রান্ত সম্পর্কে প্রশাসন জ্ঞাত হতে পেরেছিলেন এক মুসলিম যুবকের সংবাদে। সেই সংবাদবাহীর জন্যে সেই কাজটি ছিল বিরাট এক ভূমিকা। অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ সংবাদটি সংগ্রহের জন্যে সে নিজে খৃস্টান যাযাবরের বেশ ধরেছিল এবং তথ্য সংগ্রহ করে সময়মতো কর্ডোভার শাসকদের অবহিত করতে সমর্থ হয়েছিল।

সংবাদ পেয়ে সাথে সাথেই সেনাবাহিনী অভিযানে নেমে পড়ে এবং কতলোনিয়াবাসীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে ওদের ঘিরে ফেলে। সেই সংবাদবাদী সেনাবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় এবং চক্রান্তের মূল হোতাদের গ্রেফতারে সহায়তা করে। বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুতিরত কতলোনিয়ার অধিবাসীরা সেনাভিযানের পর মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হয় এবং মহিলারা পর্যন্ত বাড়িঘরের ছাদে উঠে সেনাবাহিনীর উপরে পাথর নিক্ষেপ করে এবং আগুনের কুণ্ডলী ফেলে হতাহত করে। প্রতিরোধের এই অবস্থা দেখে তখনকার মুসলিম সেনাপতি নির্দেশ দিলেন—কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দাও, তাহলে ওরা ভীত হয়ে হয়তো আত্মসমর্পণ করবে।" সেই বিদ্রোহে শহরবাসীর প্রতিরোধ ব্যবস্থা দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন সেনাপতি—এদেরকে নিয়মিত সামরিক ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। এরপর তল্লাশী নিয়ে জানা গেল, শহরের নাগরিক পরিচয়ে অসংখ্য ফরাসী সৈন্য সেখানে যুদ্ধ করেছে।

"সেনাবাহিনীকে যখন মুসলিম সেনাপতি কয়েকটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগের নির্দেশ দিলেন, তখন ক্ষুব্ধ সেনাবাহিনী অগ্নিসংযোগ করে ফেলল প্রায় অর্ধেক

শহর। অগ্নিসংযোগের ফলে অধিবাসীরা জীবন বাঁচাতে শহর ছেড়ে পালাতে লাগল। বহু কষ্টে অগ্নিসংযোগের কবল থেকে বাকী শহর রক্ষা করতে হলো।

বিদ্রোহ দমনের কয়েক দিন পরের ঘটনা। যে মুসলিম গোয়েন্দা কর্ডোভার এই স্পর্শকাতর সংবাদ সময়ের চেয়ে অনেক আগে সরবরাহ করে বিদ্রোহের শিকড় উপড়ে ফেলার সুযোগ করে দিয়েছিল, সে শহর থেকে এক কাজে বের হল। একটি পাহাড়ী এলাকা অতিক্রম করার সময় তার কানে ভেসে এল এক নারীর আর্তচিৎকার। যেদিক থেকে আর্তচিৎকার ভেসে এলো সেদিকে ঘোড়া চালিয়ে দিল সে। অগ্রসর হয়ে সে দেখতে পেল তিনজন বেসামরিক লোক এক তরুণীর কাপড় নিয়ে টানা হেঁচড়া করছে। গোয়েন্দা দৃশ্য দেখে তরবারী খাপমুক্ত করে অশ্ব চালিয়ে দিল। ওই তিন লোক তরুণীর কাপড় খোলার বিষয় নিয়ে এবং ওর শ্লীলতাহানীর ব্যাপারে এতোটাই মগ্ন হয়ে পড়েছিল যে, তাদের দিকে অশ্ব ধেয়ে আসার আওয়াজ শুনতে পেল না।

ধাবমান অশ্বারোহী যখন একেবারে তাদের কাছে চলে এলো, তখন তারা চোখ তুলে তাকাল এদিকে কিন্তু ততোক্ষণে অশ্বারোহীর তরবারী একজনের বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। অশ্বারোহী ধাবমান ঘোড়া থেকেই তিনজনের একজনকে লক্ষ্য করে বর্শার মত তরবারী ছুড়ে মেরে ছিল, যা একজনের বুক চিড়ে বেরিয়ে পড়েছে। দ্রুত ধাবমান ঘোড়া কিছুটা দূরে গিয়ে এদিকে ফেরাল গোয়েন্দা অশ্বারোহী। ইতোমধ্যে ওদের দু'জন তরুণীকে ছেড়ে পাশেই দাড় করিয়ে রাখা তাদের ঘোড়ার সওয়ার হয়ে গেছে এবং তরবারীর খাপ খুলে ফেলেছে। এখন গোয়েন্দা অশ্বারোহী যখন ওদের দিকে অগ্রসর হল তখন ওদের দু'জন এর ডানে-বামে সরে গেল। এদের একজনকে গোয়েন্দা তরবারীর আঘাতে ধরাশায়ী করল বটে কিন্তু অপরজনের তরবারীর আঘাতে ওর পেট কেটে গেল। ঘোড়া থেকে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিল সে এবং সামনে গিয়ে ঘোড়াকে ঘুরিয়ে নিল। এখন বেঁচে যাওয়া দু'জনের মধ্যে মুসলিম গোয়েন্দার মৃত্যু আশংকাই প্রবল হয়ে উঠেছিল, কারণ সে ছিল মারাত্মকভাবে আহত। তিনজনের অবশিষ্ট ব্যক্তির আঘাত প্রতিরোধের আপ্রাণ চেষ্টা করছিল গোয়েন্দা কিন্তু তাল সামলাতে না পেরে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। অমনি তার প্রতিপক্ষ ঘোড়া থেকে নেমে এল প্রতিশোধ নিতে। তিন ঘাতকের অবশিষ্ট ঘাতক যখন ঘোড়া থেকে নেমে গোয়েন্দাকে হত্যা করতে একমনে এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে মৃত এক ঘাতকের তরবারী দিয়ে দুশমনের পিঠে আমূল বসিয়ে দিল তরুণী। আর্তচিৎকার দিয়ে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ল ঘাতক। সন্ত্রাসী সবাই নিহত হলো বটে কিন্তু তরুণীর প্রাণ রক্ষাকারীও মৃত্যুমুখে। তার পেটের বেশীর ভাগ কেটে ভূড়ি বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

তরুণী তার উড়না ছিড়ে আহত প্রাণদায়ীর কাটা পেট বেঁধে দিল। এরই ফাঁকে আতংকিত ও ভয়ার্ত কণ্ঠে কেঁদে কেঁদে জানাল, সে একজন খৃস্টান মেয়ে। সেনাবাহিনী তাদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করলে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে পালিয়ে আসে সে। কিন্তু এক সময় দেখা গেল সে ছাড়া আর কেউ নেই। চরম ভয় ও আতঙ্কে রাত কাটিয়েছে। সকাল বেলায় দেখে এখানে কোন লোকজনের আনাগোনা নেই শুধু সে একা। সে উঁচু আওয়াজে কাঁদতে কাঁদতে সামনে হাঁটতে লাগল, এমতাবস্থায় এই তিন অশ্বারোহী এসে তার কাপড় চোপড় নিয়ে টানা হেঁচড়া করতে শুরু করলে চিৎকার জুড়ে দিল, আর এই চিৎকার শুনেই আপনি এগিয়ে এসে তার ইজ্জত বাঁচাতে নিজেই আহত হলে। তরুণী বলল— এখন আমি কি করব! কোথায় যাবো!

আহত গোয়েন্দা তাকে বলল, তুমি এখন কোথায় যেতে চাও? তরুণী বলল, এখন আর আমার কোন ঠিকানা নেই। তরুণী তার প্রাণ রক্ষাকারী গোয়েন্দার পায়ে পড়ে গেল। আহত গোয়েন্দা জানাল—আমি মুসলমান আর তুমি খৃস্টান। অতএব তোমাকে আমার সাথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তার সাথেই যাবার জিদ ধরল তরুণী এবং বলল, আমার কাছে আমার শরীরটা ছাড়া আর কিছুই তোমাকে দেয়ার মতো নেই। তুমি এটিকেই গ্রহণ করো এবং কোন শহরের গির্জার পাদ্রীর কাছে আমাকে পৌঁছে দিও।"

"না, আমি কোন গোনাহর কাজ করতে পারব না। তুমি অসহায়, নিরূপায়, অত্যাচারিতা, মৃত্যুমুখী। এমন অবস্থায় আমি তোমার শরীর নিয়ে পৈশাচিক উল্লাস করতে পারি না। আমার সাথে যেতে চাইলে তোমাকে আমার ধর্ম গ্রহণ করে আমার স্ত্রী হয়ে থাকতে হবে।"

চিন্তায় পড়ে গেল তরুণী। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল—ঠিক আছে, আমি তোমার মতো সুপুরুষকে আমার স্বামীত্বের জন্যে উপযুক্ত মনে করি। আমার মতো সুন্দরী মেয়ে বাগে পেয়েও যেহেতু তুমি একটু স্পর্শ করে দেখারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করনি, তুমি না চাইলেও তোমার সাথে যেতে আমার কোন দ্বিধা নেই।"

"আহত গোয়েন্দা লক্ষ্য করল, তরুণীর গলায় একটি ক্রুশ ঝুলছে। সে ক্রুশটিকে মুঠোয় নিয়ে হেঁচকা টান মেরে সেটির সুতা ছিড়ে ফেলল এবং ক্রুশটিকে মাটিতে ফেলে পায়ে দলিত-মথিত করে বলল—এবার চলো আমার সাথে।"

আহত গোয়েন্দা তিনটি ঘোড়াকেই একত্র করে একটিতে আরোহণ করিয়ে দিল তরুণীকে। আর বাকী দু'টিকে সাথে নিয়ে কতলোনিয়ার দিকে রওয়ানা

করল। পথে যেতে যেতে অব্যাহত থাকল তার শরীর থেকে রক্তক্ষরণ। অবিরাম রক্ষক্ষরণে অচেতন হয়ে যাচ্ছিল গোয়েন্দা। এমতাবস্থায় সেনাবাহিনীর লোকেরা তাকে ও তার সঙ্গী তরুণীকে উদ্ধার করে তাঁবুতে নিয়ে চিকিৎসা করতে শুরু করল। একমাস চিকিৎসাধীন থাকার পর সুস্থ হয়ে সে যখন কর্ডোভার দিকে রওয়ানা করল তখন সেই তরুণী ইসলাম গ্রহণ করে তার নবপরিণীতা বধূতে পরিণত হয়েছে।

তরুণী ছিল কট্টর খৃস্টান পরিবারের কন্যা। জন্ম থেকেই ধর্ম কর্ম অনুশীলন করে আসছে সে। ধর্মের প্রতি স্বভাবগতভাবেই তরুণী ছিল শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু জীবন মরণের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে প্রাণ রক্ষাকারী এক আহত পথিককে নিজের স্বত্তা বিলিয়ে দিতে বলেছিল সে। শেষ পর্যন্ত নিজের ধর্ম ত্যাগ করে তার বিবাহিতা স্ত্রীতে পরিণত হয় বটে কিন্তু তার হৃদয় থেকে পূর্ব ধর্মের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা এতটুকুও কমেনি। অবশ্য একথাও ঠিক যে, প্রাণ রক্ষাকারী এই যুবককে প্রচণ্ড ভালোবেসে ফেলে তরুণী, কারণ জীবন বাজি রেখে ওইদিন তিন ঘাতকের কাছ থেকে যদি সে তাকে রক্ষা না করতো তাহলে তাকে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে হতো।

দারুণ এক জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে পড়ে তরুণী। একেতো এই প্রাণরক্ষাকারী সুন্দর মনের যুবকের প্রতি হৃদয়ের টান, অপরদিকে আজন্ম লালিত খৃস্টধর্মের প্রতি মায়া। একদিকে মুসলিম সেনাদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে আপনজনদের হত্যা করার নৃশংসতা, অপরদিকে জীবন বিলিয়ে দিয়ে অসহায় অপরিচিতা তরুণীর জন্যে ঘাতকের কাছ থেকে প্রাণরক্ষাকারী এই যুবকের মানবিকতা। একদিকে ছিল খৃস্টানদের মুসলিম সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কঠিন কঠোর প্রতিরোধে মহিলারা পর্যন্ত ছাদের উপর থেকে আগুন নিক্ষেপ করে না জানি কতো সৈন্যকে হত্যা করেছিল, অপরদিকে বিক্ষোভ দমনে মুসলিম সেনারাও বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

ক্রুশকে অলঙ্কারের মতো গলায় পরেছিল তরুণী। সেই প্রিয় ক্রুশটিকে এই যুবক তার গলা থেকে ছিড়ে মাটিতে ফেলে পায়ে পিষে ফেলল কিন্তু তবুও তাকে কিছু বলা সম্ভব হলো না। কারণ ক্রুশের এই অবমাননা তার নিজের অপরাধ বলেই বিশ্বাস করেছিল তরুণী। পৌরুষ, সততা, সৌন্দর্য ও প্রাণ রক্ষার কৃতজ্ঞতায় যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে তরুণী তার বধূ হয়েছিল বটে কিন্তু ক্রুশের মায়া সে মন থেকে ত্যাগ করতে পারেনি, বরং মনে মনে সে খৃস্ট ধর্মের প্রতিই অনুগত রইল, বাহ্যত মুসলমানদের মতো আচার অনুষ্ঠান পালন করতে শুরু করল মাত্র।

* * *

বহুবার সে দ্বৈত মনোভাব ত্যাগ করে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ও নিষ্ঠাবান হতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু খৃস্টবাদ তার মনে আরো জেঁকে বসেছে। বছর শেষেই তার কোল জুড়ে এলো ফুটফুটে এক কন্যা সন্তান। পিতা মেয়ের একটি নাম রাখল কিন্তু মা তার দেয়া নামেই মেয়েকে ডাকতে শুরু করে। মা তার মেয়ের নাম রাখে ফ্লোরা। স্ত্রীর সন্তুষ্টির দিকে তাকিয়ে স্বামী এই নামের ব্যাপারে আর আপত্তি করেনি। ব্যস্, ফ্লোরা নামেই বেড়ে উঠতে থাকে তাদের কন্যা। এই ফ্লোরাই স্পেনের ইতিহাসখ্যাত সেই ফ্লোরা। কেউ কেউ যার সৌন্দর্যের তুলনা করেছে ক্লিউপেট্রার সাথে। আবার কেউ কেউ বলেছে মুসলমান ছিল ফ্লোরা। আসলে ফ্লোরা মুসলমান ছিল না। সে ছিল মুসলিম স্পেনের পতন আন্দোলনের অন্যতম এক আদর্শ নারী। যার অনুকরণে হাজারো খৃস্টান নারী ধর্মের জন্যে জীবন বিলিয়ে দিয়ে স্পেন থেকে ইসলামের বিদায় ঘন্টা আরো তরান্বিত করেছে।

আসলে ফ্লোরার মা-ই ছিল ইসলামের বিরুদ্ধাচরণকারিণী জঘন্য এক চরিত্র। নিষ্ঠাবান মুসলিম গোয়েন্দার স্ত্রী হিসেবে মুসলিম নাম ধারণ করলেও মনে মনে সে ছিল কট্টর খৃস্টান। তার মেয়েকে সে তার স্বামীর দৃষ্টির আড়াল করে কট্টর খৃস্টধর্মের দীক্ষা দিতে শুরু করে এবং নিবেদিতাপ্রাণ এক খৃস্টান তরুণী হিসেবে গড়ে তুলে।

আসলে ফ্লোরার মা স্ববিরোধী দুই সুতায় নিজেকে বেঁধে ফেলেছিল। স্বামীর ভালোবাসাকে সে কোনভাবেই ত্যাগ করতে পারছিল না এবং ধর্মের আকর্ষণও সে দূর করতে পারছিল না। এমতাবস্থায় সংসারকর্মে সে মুসলমান আর ধর্ম কর্মে নিষ্ঠাবান খৃস্টান এই দ্বৈত সত্ত্বায় জীবন চালাতে থাকে আর মেয়েকে গড়ে তুলে খৃস্টীয় ভাবধারায়।

একবার সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল খৃস্টান ধর্ম ত্যাগ করবে। কিন্তু নানা স্বপ্ন তাকে ভীতসন্ত্রস্থ করে তুলেছিল। ধর্মের বাঁধন ছিল তার চেতনে অবচেতনে গাঁথা। যা বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা তার ছিল না।

যখন সে অনুভব করল যে, সে মা হতে যাচ্ছে, তখন এক রাতে চিৎকার দিয়ে উঠে বসে পড়ল সে। তার স্বামী তড়িঘড়ি করে উঠে তাকে কোলে নিয়ে খুব আদর করল, অভয় দিল এবং কুরআন শরীফের আয়াত পড়ে চোখে মুখে ফুঁক দিল এবং তাকে মুখে মুখে কুরআনের কয়েকটি দু'আ আবৃত্তি করাল।

অবস্থাটা ছিল এই—চিৎকার দিয়ে ঘুম থেকে উঠে দু'গালে হাত দিয়ে সে বলছিল—আগুন লেগেছে! আগুন! দেখো, কেউ ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে! তুমি মানুষ পোড়ার গন্ধ পাচ্ছো না? কেউ হয়তো পুড়ে মরছে!"

স্বপ্নটা কেটে গিয়ে সে যখন পুরোপুরি চেতনে আসল তখন তার স্বামীর কোলে ভীত বিহ্বল হয়ে হেচকি দিয়ে কাঁদছিল। স্বামী তাকে এই বলে প্রবোধ দিল যে, মেয়েরা যখন প্রথম মা হয় তখন নানা ধরনের দুঃস্বপ্ন দেখে। তোমারও তাই হয়েছে। এতে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই।"

সেই রাতে ফ্লোরার মা স্বামীর ব্যাখ্যাকেই মেনে নিয়ে আশ্বস্ত হয়েছিল। কিন্তু কয়েক রাতের পর সে স্বপ্নে গির্জার ঘন্টা ধ্বনি শুনতে শুরু করল। তখন আর ভয় পেল না সে। সেই গির্জার ঘন্টার আওয়াজ ছিল শোকাবহ। এক পর্যায়ে সেই আওয়াজ আগুনে পরিণত হতে দেখতে পেল। সে যখন সেই আগুনের দিকে অগ্রসর হলো, তখন আগুন আসমানে উঠে কমলা রং ধারণ করল। রংটি তার কাছে খুব পছন্দ হলো, সে যখন রংটির দিকে অগ্রসর হলো তখন তা একটি ক্রুশে পরিণত হলো। হাঁটতে হাঁটতে সে তার বুকে হাত রাখল, তখন তার গলায় ছিল খুব ছোট্ট চাঁদের মতো একটি ক্রুশ। সেই ক্রুশটি সে হাতের মুঠোয় নিয়ে নিল।

ঘুম ভেঙে গেল ফ্লোরার মায়ের। ঘুম থেকে জেগেও স্বপ্নের রেশ কাটল না। বুকের মধ্যে কি যেন হাতড়াতে থাকল সে। কিন্তু তার গলায় তখন আর ক্রুশ ছিল না। তখন তার মনে পড়ল, কয়েক মাস আগে তার এই স্বামী তার গলা থেকে ক্রুশটি ছিড়ে ফেলে দিয়েছিল মাটিতে এবং সেটিকে মাটিতে ফেলে পায়ে পিষে ছিল। তার খুব অনুশোচনা হলো, ভড়কে গেল সে। তার মনে হলো সে নিজেই ক্রুশের অবমাননা করেছে। তার পাশেই ঘুমুচ্ছে তার স্বামী। লোকটি যদি তাকে জোরপূর্বক বিয়ে করে থাকতো, তাহলে ঘুমন্ত অবস্থায় আজ তাকে খুন করে সে কোন গির্জার আশ্রয়ে চলে যেতো। কিন্তু স্বামী নামের এই লোকটির অনুগ্রহ ও বদান্যতার কারণে তার প্রতি আঙুলও উঠাতে পারল না সে।

তখন বুকের মধ্যেই রয়েছে তার হাত এবং অন্ধকার ঘরে তার চোখে তখনও গোলাপী রং ভেসে রয়েছে। তার কক্ষে তখনও গির্জার ঘন্টা ধ্বনির আওয়াজও গুঞ্জরিত হচ্ছে। তখন তর্জনী দিয়ে বুকের মধ্যে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দিল তরুণী। তার ডান হাতের আঙুল প্রথমে উপর থেকে নীচে এবং ডান থেকে বামে রেখা টেনে ক্রুশ এঁকে দিয়ে এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব করল।

তখন থেকেই দুই বিপরীতমুখী প্রেমের টানে বিভক্ত হয়ে গেল যুবতী।

সেই রাতের পর সপ্তম ও অষ্টম রাতে সে আবার স্বপ্ন দেখল, তুমি মুসলিম নও, তুমি খৃস্টান এবং খৃস্টের পূজারী। কখনও কখনও সে স্বপ্ন দেখতো, আগুন জ্বলছে এবং সেই জ্বলন্ত আগুনে মানুষ পুড়ছে। মাঝে মধ্যে সে স্বপ্নে দেখত, গির্জা আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ছে। সে আরো স্বপ্ন দেখতো অসংখ্য ছোট্ট

ছোট্ট ক্রুশ মাঠে ময়দানে ছড়িয়ে রয়েছে এবং একদল অশ্বারোহী সেগুলোকে পিষছে। পায়দল কিছু লোকও সেগুলোকে পায়ে দলিত মথিত করছে। আর সে দ্রুত বিক্ষিপ্ত ক্রুশগুলোকে কুড়িয়ে তার আঁচলে ভরছে কিন্তু সে যতোই ক্রুশগুলোকে ঝুলিতে আটকে রাখতে চাচ্ছে ততোই সেগুলো পড়ে যাচ্ছে। অবশেষে সে সেনাবাহিনীর সামনে হাত জোড় করে চিৎকার করে তাদেরকে থামাতে চাচ্ছে কিন্তু তার কণ্ঠ থেকে কোন শব্দই বের হচ্ছে না। এমতাবস্থায় তার ঘুম ভেঙে যায় আর সে দেখতে পায় তার হাত বুক হাতড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তার গলায় ক্রুশ না পাওয়ায় সে তার আঙুল দিয়ে বুকে ক্রুশ আঁকে।

এখন আর স্বপ্ন তাকে উদ্বিগ্ন করে না। তার স্বামীর ব্যাখ্যা আর সে মনের মধ্যে ঠাঁই দেয় না। বরং তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা সে অন্যভাবে বুঝতে শুরু করে। অবচেতন মনে তার মন স্বপ্নের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। সে মনে মনে অনুভব করে, তোমাকে স্বপ্নে যীশুর পয়গাম দেয়া হচ্ছে, তুমি সেই স্বপ্নের অর্থ বুঝতে চেষ্টা কর—তুমি কি দেখো, তোমাকে কি দেখানো হয়?

এসব স্বপ্নের ব্যাখ্যা যখন তার মতো করে সে মনের মধ্যে স্থির করে নিল তখন একটা আত্মিক প্রশান্তি লাভ করল সে। কিন্তু তার স্বামী যখন তাকে আদর সোহাগ করে তখন এসব স্বপ্নের কথা সে ভুলে যায়। তার স্বামীর নির্মল আদর সোহাগ তার অনুভূতি, তার স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা সবকিছুই ভুলিয়ে দেয়। তার স্বামীর স্পর্শে সে যখন তার স্বামীর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় তখন মনের কোণে এক ধরনের অস্থিরতাও অনুভব করে সে।

* * *

তার স্বামী ছিল কর্ডোভা সরকারের একজন উঁচু স্তরের গোয়েন্দা। অধিকাংশ সময় বাড়ির বাইরে থাকত তার স্বামী। আসলে তার চাকুরীটিই ছিল এমন। স্বামী যখন ঘরে থাকত তখন তার নওমুসলিম স্ত্রী নামায পড়ত এবং তার কাছ থেকে কুরআন পাঠও শিখতো। কিন্তু স্বামী যখন ঘরে অনুপস্থিত থাকত, তখন তার স্ত্রী খৃস্টীয় নিয়মরীতিতে খৃস্টীয় ইবাদত করত। তার বাড়ির পাশেই ছিল একটি গির্জা। গির্জায় যখন ঘন্টা বাজত তখন সে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে গির্জার আওয়াজকে অনুভব করতো হৃদয় দিয়ে এবং মনে মনে সে গির্জায় চলে যেতো।

এই যুবতীর স্বামীর কাছে দু'টি ঘোড়া ছিল। একটি তার পূর্ব থেকেই ছিল, আরেকটি ছিল ওই ঘোড়ার একটি, যেগুলো এই তরুণী স্ত্রীর জীবন বাঁচাতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের খুন করার পর পেয়েছিল সে। আর বাকী দু'টি ঘোড়া সে কর্ডোভায় এনে বিক্রি করে দিয়েছিল। তন্মধ্যে সবচেয়ে ভালো জাতের ঘোড়াটি সে রেখে দিয়েছিল।

একদিন তার স্বামী বাইরে যাচ্ছিল, এমন সময় তার মনে পড়ল তার একটি ঘোড়ার পা-দানী ভেঙ্গে গেছে। তখন সে তার স্ত্রীকে বলল, ওই ঘোড়ার পা-দানীটি ভেঙ্গে গেছে। সে যেন কোন কারিগর দেখে ঘোড়ার ভাঙ্গা পা-দানীটি ঠিক করে নেয়। স্বামী চলে যাওয়ার পর স্ত্রী ঘর থেকে বের হলো ঘোড়ার পা-দানীটি ঠিক করার জন্যে। বাড়ির বাইরে গিয়ে সে জানতে পারল হাশেম নামের এক লোক খুব ভালো পা-দানী বানাতে পারে। ঠিকানা সংগ্রহ করে সে হাশেমের কাছে চলে এলো। হাশেম তার বাড়িতে লোহার কাজ করতো এবং ঘোড়ার পা-দানী বানাতো। সে তরবারী, বর্শা ও খঞ্জরও বানাতো।

হাশেম ছিল মাঝ বয়সী, একহাড়া গড়নের শক্তিশালী পুরুষ। তার কথা বলার ঢংও ছিল বেশ আকর্ষণীয়। শহরের সব শ্রেণীর মানুষের কাছেই সে ছিল প্রিয় ব্যক্তি।

এই তরুণীকে দেখে, কি কাজের জন্যে এসেছে তা জেনে, তরুণীকে দেখতে লাগল। হাশেমের এমন চাউনী দেখে তরুণীর হাসি পেল। হাশেম ক্ষীণ আওয়াজে বলল, "তুমি খৃস্টান?"

তরুণী জবাব দিল, না।

হাশেম একটু থতমত খেয়ে বলল, "তাহলে তুমি নওমুসলিম?"

"হ্যাঁ, আমি নওমুসলিম।"

হাসল হাশেম এবং তাকে জিজ্ঞেস করল—কেন এসেছো তুমি?" হাতের কাজ ফেলে রেখে বাইরে এসে তরুণীর ঘোড়ার ভাঙ্গা পাদানী খুলতে শুরু করল হাশেম। কাজ করার সাথে সাথে কথাও বলতে লাগল হাশেম। তরুণী দেখল তার হাতের চেয়ে মুখ বেশী চলে। হাশেমের কথাগুলো বেশ ভালো লাগছিল তরুণীর। কিছুক্ষণ পর তরুণী অনুভব করল এই কামার মনে হয় তার অনেক দিনের চেনা কোন প্রিয় মানুষ। তার কথাগুলো তার হৃদয় ছুঁয়ে যাচ্ছিল। আসলে কিছু মানুষ এমন থাকে যাদেরকে হঠাৎ দেখলেও খুব চেনা ও আপন মনে হয় এবং অনেকের কথায় পাথরও গলতে শুরু করে। তরুণীর হৃদয়ে এমনিতেই একটা অস্থিরতা ছিল, সে তার স্বামী ও তার পুরনো ধর্মের টানাপোড়েনে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল। কোন সুরাহা করতে পারছিল না সে, কোনটি ধরবে আর কোনটি ত্যাগ করবে। হাশেমের সাথে কথা বলার এক পর্যায়ে তার মনে হচ্ছিল তার মনের এই দোদুল্যমান সংকটের কথা সে বলবে কিন্তু সাহস পেল না এবং তার মুখে কোন কথাও এলো না। কারণ তার স্বামী ছিল এই এলাকায় সুপরিচিত একজন মুসলমান।

"আঠারো বছর পর্যন্ত তুমি খৃষ্টানই ছিলে?" বলল হাশেম। একটি বিপরীতধর্মী ধর্মকে গ্রহণ করে কেমন লাগছে তোমার? প্রথম সাক্ষাতেই কি তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছিলে?"

"হ্যাঁ, কেন করব না?"

"না, না। আমি তোমার কাছ থেকে কোন গোপন কথা জানতে চাচ্ছি না। তোমাকে দেখে আমার অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল। আমিও আগে খৃস্টান ছিলাম। এক পর্যায়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। সেটি অনেক দিন আগের কথা। তবে মুসলমান আমি হলাম বটে কিন্তু খৃস্টবাদ আমার মন থেকে দূর করতে পারছিলাম না। বহু কষ্টে নতুন ধর্মকে মনের মধ্যে জায়গা দিলাম। রাতে যখন ঘুমাতাম তখন গির্জার ধ্বনি আমার কানে বাজতো।"

"আমিও এই দোদুল্যমান অবস্থার মধ্যেই দিনাতিপাত করছি।" বলল তরুণী। আমিও এমন অবস্থায় পড়েছি যে, আগের ধর্মের ভালোবাসা আমি ত্যাগ করতে পারছি না।"

হাশেম তার হাতের কাজ রেখে তার স্বামীর কথা জিজ্ঞেস করল। তরুণী ছিল অনভিজ্ঞ। তাছাড়া তার স্বামী তাকে কোন ধরনের সতর্কও করেনি যে, তার ব্যক্তিগত পেশা সম্পর্কে সে যেন কাউকে কিছু না বলে। বাহ্যত লোকের কাছে সে ছিল একজন লেখক। কিন্তু তার অনভিজ্ঞ স্ত্রী হাশেমকে বলে দিল তার স্বামী একজন সরকারী গোয়েন্দা।

"কাতলোনিয়ার খৃস্টান বিদ্রোহের সংবাদ কর্ডোভার শাসকদেরকে আমার স্বামীই দিয়েছিল। এজন্য আমীরে উন্দোলুস তাকে বহু দামী পুরস্কারও দিয়েছেন।"

"এটা কেন বলো না যে, কতলোনিয়ায় খৃস্টানদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যা তোমার স্বামীই করিয়েছে"—বলল হাশেম।

"তা তো এমনিতেই হতো। কারণ, খৃস্টানরা মুসলমান সেনাবাহিনীর মোকাবেলায় নেমে পড়েছিল। আমরা মেয়েরা ছাদে উঠে সেনাদের উপরে কাঠের আগুন নিক্ষেপ করছিলাম এবং ভারী পাথর ছুড়ে দিচ্ছিলাম। বহু সৈন্যও আমাদের হাতে মারা পড়েছিল, এমতাবস্থায় তো সেনাবাহিনীর সেখানকার লোকদের মারাটাই স্বাভাবিক।"

"তখনও কি তোমার মন-মানসিকতা এমন ছিল, যেমনটি এখন ব্যক্ত করছো?" জানতে চাইল হাশেম। তুমি কিন্তু মুসলমানদের পক্ষে কথা বলছো।

"হ্যাঁ, আমি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারব না। কেননা, আপনি নিজেও একজন মুসলমান। তাছাড়া আমার স্বামী তিন মনুষ্যরূপী হায়েনার হাত

থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে। সে হাশেমকে তার গোটা কাহিনী বর্ণনা করে বলল—আমার স্বামী জীবনবাজী রেখে আমার প্রাণ রক্ষা করেছিল, এরূপ পরিস্থিতিতে আমি যখন তাকে আমার সম্ভ্রম উপস্থাপন করি তখন সে তা গ্রহণ করেনি। সে আমাকে বললো—তুমি এখন অসহায়। এমতাবস্থায় তোমার শরীর স্পর্শ করে আমি গোনাহ করতে পারব না। তুমি যদি একান্তই আমার সাথে যেতে চাও, আর আমার কাছেই থাকতে চাও তবে আমি তোমাকে বিয়ে করে বউ করে নেবো। এরপর আমি মনেপ্রাণে তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছি।"

"সে হয়তো তোমাকে তার বাদীই মনে করে।"

"না, সে আমাকে তার হৃদয়ের রাণীই মনে করে। আমি যদি স্বপ্নে কখনও ভয় পাই তাহলে সে আমাকে এভাবে বুকে তুলে নেয় যেভাবে ছোট্ট বেলায় ভয় পেলে আমার মা আমাকে আদর স্নেহে কোলে তুলে নিতেন।"

"স্বপ্নে ভয় পেতে কেন? জিজ্ঞেস করল হাশেম। আমিও যখন মুসলমান হয়েছিলাম তখন শুরুতে নানা জিনিস স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে যেতাম। প্রাথমিক পর্যায়ে এমন হয়, মানুষ দু'টি ভিন্ন ধারার আদর্শের টানাপোড়েনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আমার ধারণা তুমিও এমন সময় অতিক্রম করছো।"

"হ্যাঁ, আমিও সেই ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি।"

"আমার সাথে কথা বলতে কোন ভয় করো না।" বলল হাশেম। আমি মুসলমান বটে তবে আমিও মানুষ। মনের অবস্থাতো সব মানুষেরই এক রকমই হয়ে থাকে। তুমি যদি আমাকে একজন কামার ভেবে না থাকো, তাহলে আমার সাথে নির্দ্ধিধায় কথা বলতে পারো, আমার ব্যাপারে যদি তোমাকে কিছু একান্ত কথা বলে দেই, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি আমার উপর আস্থা রাখতে পারবে।

তোমার ঘরও তখন যেমন পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, আমার ঘরও পুড়িয়ে দিয়েছিল কর্ডোভার সৈন্যরা। কিন্তু তখন আমিও মুসলমান হয়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য আমার ঘটনাটি ছিল তালিতার। আমি সেখানেই থাকতাম। তখন স্পেনের শাসক ছিল বর্তমান আমীরের পিতা আল হাকাম। তখন তালিতার খৃস্টানরা বিদ্রোহ করল, শাসক খুবই কঠিন ছিলেন, তিনি নির্দেশ দিলেন শহরে আগুন ধরিয়ে দাও...।

মুসলিম সেনারা খৃস্টানদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করতে করতে আমার ঘরে এল, তাদের আমি বললাম—আমি মুসলমান, আমি নওমুসলিম।" তারা আমকে বলল—তুমি মুআল্লিদ অর্থাৎ দ্বিমুখী। আমি সেনাবাহিনীকে অনুরোধ করলাম, আমার ঘর তল্লাসী করে দেখ, এখানে কুরআনে কারীম ছাড়া আর কোন ধর্মের কোন আলামত তোমরা পাবে না।" কিন্তু তারা আমার ঘরও সেই

সূত্র ধরে জ্বালিয়ে দিল যে, বহু নওমুসলিম ইসলামের পরিচয় দিয়েই ভিতরে ভিতরে খৃস্ট ধর্মের কাজ করে অবশেষে বিদ্রোহ করে বসে। আমাকেও তারা তাদেরই একজন ভেবেছে।

আমার স্ত্রী ও দুই সন্তান অগ্নিসংযোগ থেকে বাঁচার জন্যে পালিয়ে যাওয়ার জন্য দৌড়াল। কিন্তু পালাতে গিয়ে ধাবমান অশ্বখুরে পিষ্ট হয়ে মারা গেল। আমার আহাজারি কেউ শুনল না। ঘরহারা হয়ে গেলাম আমি। স্ত্রীহারা ও সন্তানহারা হয়ে পাগলের মত ঘুরতে থাকলাম। এক পর্যায়ে কর্ডোভা এলাম। ইচ্ছা ছিল আমার আর্জি কোন হাকিমের কাছে পেশ করে তার মাধ্যমে আমি স্পেন শাসকের কাছে আমার ফরিয়াদ পৌঁছাব এবং তাকে বলব—"আমার উপর জুলুম করা হয়েছে। আমার এই জুলুমের প্রতিকার করুন, আমার ঘর বানিয়ে দিন, ভর্তুকী দিন।" কিন্তু আমীর পর্যন্ত পৌঁছা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। আল-হাকাম ছিলেন বিলাসপ্রিয় শাসক। তার দরবারে ছিল তোষামোদী ও দরবারী লোকদের ভীড়। কোন কথক যদি কথা বলতো, তাহলে আমীরের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করত, কবি কবিতা লিখলেও তার প্রশংসা করত। প্রজারা বাঁচুক বা মরুক, তাতে তার কোন পরোয়া ছিল না। আমার তখন ঘোর বিপদ, কোনদিকে যাওয়ার পথ নেই। লোহার কাজ কিছুটা জানতাম, জীবন বাঁচানোর জন্যে তাই শুরু করে দিলাম।"

"এখন আপনি সুখী? এখন আপনি সুস্থির তো?" জিজ্ঞেস করল তরুণী।

"আমার কাছে আমার সম্পর্কে আর কোন কিছু জিজ্ঞেস করো না।" বলল হাশেম। তুমি এক গোয়েন্দার স্ত্রী। স্বামীর সাথে যদি সামান্যও বলে দাও, তবে আমি গ্রেফতার হয়ে যাবো। সবদিকে বিদ্রোহ ও চক্রান্ত হচ্ছে, তাই যার প্রতিই সামান্য সন্দেহ হবে ধরে নিয়ে যাবে...। একটা কথা স্মরণ রেখো—তোমার স্বামী গোয়েন্দা, একথা আমাকে বলে তুমি মারাত্মক ভুল করেছো। গোয়েন্দারা নিজেদের আড়াল করে রাখে। তুমি একথা কখনও বলো না যে, তুমি আমার কাছে তার পরিচয় দিয়েছো। তোমার স্বামী যে গোয়েন্দা একথা আর কাউকে জানতে দিও না...। আমি তোমাকে বলছিলাম, মনের যে কথা তোমার স্বামীকে তুমি বলতে পারো না আমাকে বলো, আমি তোমাকে আমার বোন, আমার কন্যা মনে করবো। আমি নিজে তো আহত, এজন্য তোমার মতো আহত দুঃখীর অবস্থা বুঝতে পারি।"

"তুমি আমার স্বামীকে তো বলে দেবে না যে, আমি তোমার সাথে তার কথা বলেছি" বলল তরুণী।

"আমি তোমাকে ধোঁকা দেবো না।" বলল হাশেম। আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আমার কাছে তুমি আসবে। আমি একা থাকি। দুনিয়াতে আমার কেউ

নেই। সত্যি কথা বলতে আমার কোন ধর্মও নেই। কোন ধর্মের প্রতিই আমার কোন অনুরাগ নেই। মুসলমানরা আমার সাথে যে ব্যবহার করেছে, তাতে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি। তাদের কাছে ধর্ম শুধু প্রজাদের জন্যে পালনীয়। শাসকরা নিজেদেরকে ধর্মের অনুশাসন থেকে দূরে রাখে। মুসলমানদের মধ্যে এখন নানা কোন্দল। স্পেন বিজয়ীরা বলেছিল, ইসলামকে তারা সারা ইউরোপে ছড়িয়ে দেবে, কিন্তু এখন মুসলমানদের যা অবস্থা, স্পেনেই তারা টিকে থাকতে পারবে না।”

এই নওমুসলিম যুবতী যখন তার বাড়িতে ফিরল তখন সে বুঝতে পারল, হাশেম নিছক শুধু একজন কামার নয়, তার মধ্যে এমন একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।

* * *

স্পেনের ইতিহাসে হাশেম কামার সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশী মেধাবী ও দুরদর্শী ছিল। সে মুআল্লেদীনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না বটে কিন্তু মুসলমানদের অনৈসলামিক রীতিনীতি তাকে ইসলামের প্রতি বিতৃষ্ণ করে ফেলেছিল। পেশাগত কারণে তার কাছে ঘোড়ার পাদানী ও অন্যান্য কাজে লোকজনের যাতায়াত ছিল। মুসলিম, খৃস্টান নির্বিশেষে কাজের প্রয়োজনে সবশ্রেণীর মানুষ আসতো তার কাছে। ইসলামের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে হাশেম কামার খৃস্টধর্মের প্রতিই আকর্ষণ বোধ করতে শুরু করল। এই আকর্ষণকে আরো মজবুত করল তার কয়েকজন ঘনিষ্ট বন্ধু। ঘনিষ্টজনদের একাত্মতায় তারা একটি স্বতন্ত্র সংঘঠনের মতোই গড়ে তুলতে শুরু করল। এরা মুআল্লেদীন না হলেও মুআল্লেদীনেরই একটি শাখায় পরিণত হলো। হাশেম কামার তার ঘনিষ্টজন ও তার সংগঠনের প্রত্যেকের সাথেই বলে দিল, ফ্লোরার পিতার কথা। সবাইকে সতর্ক করে দিল—সে একজন ভয়ঙ্কর সরকারী গোয়েন্দা।

ফ্লোরার মা হাশেমের কাছে নিয়মিত যেতে শুরু করল। হাশেমকে সে পীরের মত মান্য করে, তার সব কথা পালন করে। সে তার মনের অবস্থা হাশেমকে বলল—আমি একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইসলাম ধর্মকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারিনি। “আমার স্বপ্ন শুধুই স্বপ্ন নয়। আমার কাছে মনে হয় এটি ছিল সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা।”

“হ্যাঁ, তা ঐশী নির্দেশই বটে।” বলল হাশেম। তবে তোমার স্বামীকে বুঝতে দিও না যে, তোমার মনের মধ্যে ইসলামের প্রতি মোটেও শ্রদ্ধাবোধ নেই।”

পরবর্তী আরেক সাক্ষাতে হাশেম ফ্লোরার মাকে বলল, "তুমি এখন আর এই স্বামী ত্যাগ করতে পারবে না। স্বামীকে ত্যাগ করার চেষ্টা করলে নির্ঘাত মারা পড়বে।"

"আমি স্বামীকে ত্যাগ করতে চাই না—আমি তাকে এতটুকুই ভালোবাসি, যতটুকু আমি ভালোবাসি খৃস্টধর্মকে। আমি তার সাথে বসবাস করেই খৃস্টধর্মের জন্যে কিছু একটা করতে চাই, নয়তো সেই স্বপ্ন আমাকে পাগল করে ফেলবে।"

"প্রথম সন্তান জন্ম দিচ্ছো তুমি। সেই সন্তান ছেলে বা মেয়ে যাই হোক, তাকে অতি সংগোপনে খৃস্টধর্মের দীক্ষা দিবে।" বলল হাশেম।

অনাগত শিশুর মধ্যে খৃস্টধর্মের শ্রদ্ধা ও ইসলাম ধর্মের প্রতি ঘৃণা জন্ম দিয়ে তার নিজের অবস্থায় ছেড়ে দেবে। এর পরবর্তী সন্তানের বেলায় এই ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। তাহলে ওর পিতা ব্যাপারটি জেনে যেতে পারে; যা হবে তোমার জন্যে খুবই ভয়ঙ্কর। যে সন্তানকে তুমি খৃস্টধর্মের শিক্ষা দেবে সে তার চলার পথ নিজেই আবিষ্কার করে নিতে পারবে, তাতে তোমার হৃদয় শান্তি পাবে। তাছাড়া তুমি খৃস্টধর্মের জন্যে আরো একটি কাজ করতে পার। তোমার স্বামী সরকারী গোয়েন্দা, তুমি তার কাজকর্ম ও সরকারী সিদ্ধান্তসমূহ অতি কৌশলে জেনে নিবে। ক্রমাগত তার কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করবে খৃস্টানদের সম্পর্কে সে নতুন কিছু জানতে পেরেছে কি-না। সে যদি আমাদের ব্যাপারে কখনও কোন কথা বলে তাহলে সে কোন ভূমিকা নেয়ার আগেই আমাদের জানিয়ে দেবে।"

হাশেমের এসব কথায় যুবতী অন্তরে দারুণ এক প্রশান্তি অনুভব করতে লাগল। যে স্বামী মাটির নীচের খবরও জানতো, সে মোটেও বুঝতে পারল না, তার ঘরেই মায়া ও প্রেমের আড়ালে সাংঘাতিক প্রতিপক্ষ মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে।

* * *

কিছুদিন পর ফ্লোরাকে প্রসব করল তার মা। আসলে ওর পিতৃপ্রদত্ত নাম ফ্লোরা ছিল না। কিন্তু তার মুসলমান গোয়েন্দা বাবার দেয়া নামের চেয়ে তার খৃস্টান মায়ের দেয়া নামই পরবর্তীতে বেশী খ্যাতি লাভ করে। চাপা পড়ে যায় তার মুসলমান ও পিতৃপ্রদত্ত নাম।

ফ্লোরা যখন একটু একটু বুঝতে শুরু করল, তখন থেকেই তার মা তাকে খৃস্টধর্মের নানা গল্প শোনাতে শুরু করল এবং বোঝাতে লাগল খৃস্টধর্মই প্রকৃত ধর্ম, ইসলাম কোন ধর্মই নয়, শুধুই বিভ্রান্তি।"

ফ্লোরার বয়স এক বছর হতে না হতেই তার মা আরেকটি ছেলে সন্তান জন্ম দিল। এর দু'বছরের মাথায় তার মায়ের গর্ভে দ্বিতীয় একটি মেয়ে সন্তান জন্ম নিল।

ছেলে সন্তানের নাম রাখল বদর। ছেলে অতি শৈশব থেকেই তার পিতার রীতিনীতি রপ্ত করতে শুরু করল। তার মা ফ্লোরার প্রতি তার সবিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ রাখল।

তের চৌদ্দ বছর বয়সে ফ্লোরা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি এতোটাই বিতৃষ্ণ ও বিদিষ্ট হয়ে পড়ল যে, সে তার পিতাকে জন্মদাতা এবং ভাইকে ভাই ভাবাও ছেড়ে দিয়েছিল। তার মা তাকে খৃস্টানদের উপর মুসলমানদের নানা নির্যাতন ও অমানবিক অত্যাচারের গল্প কাহিনী শোনাতো, তার দেখা স্বপ্নের কথা বলতো এবং মুসলমানদের প্রতি ফ্লোরার মনে ঘৃণাবোধ উস্কে দিত। ফ্লোরাকে তেমন বাইরে বের হতে দিতো না তার মা। সে ভয় পেতো, এই ছোট্ট মেয়ে যদি কখনও তার মনের মাঝে খৃস্টধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ইসলামের প্রতি ঘৃণার কথা প্রকাশ করে দেয়, তাহলে সব ভেদ ফাঁস হয়ে যাবে। কারণ, এই মহল্লার সব মানুষ ফ্লোরাদের পরিবারকে একটি নিষ্ঠাবান মুসলমান ঘর বলেই জানে।

তখন ফ্লোরার বয়স আঠারো। আঠারো বছরের যুবতী ফ্লোরা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সেনাবাহিনী ও আমীর আব্দুর রহমানের যুদ্ধশেষে রাজধানীতে ফিরে আসা প্রত্যক্ষ করছিল। বহু মানুষের দৃষ্টি ফ্লোরা পর্যন্ত এসে স্থির হয়ে যাচ্ছিল। ফ্লোরার সৌন্দর্য দেখে চলমান মানুষের দৃষ্টিও স্থির নিশ্চল হয়ে পড়েছিল।

ফ্লোরা এখন আঠারো বছরের যুবতী। সে জানালায় দাঁড়িয়ে আমীরে স্পেন ও সেনাবাহিনীর রাজধানীতে ফেরার দৃশ্য দেখছিল। আর অসংখ্য মানুষের দৃষ্টি সুন্দরী অষ্টাদশী ফ্লোরার চেহারায় থেমে যাচ্ছিল। আমীরে স্পেন ও সেনাবাহিনীর বিজয় স্পর্ধিত ফিরে আসার দৃশ্য দেখে ক্ষোভ ঘৃণায় রি রি করছিল ফ্লোরার দেমাগ। তার মা ফ্লোরাকে বলছিল সেও যেন অন্যান্য মেয়েদের মত সেনাবাহিনীর উপরে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে দেয় এবং হাত নাড়িয়ে তাদের অভিবাদন জানায়। তার মা একথাও বলছিল, তোর বাবা হয়ত নীচে কোথাও রয়েছে। সে যদি তোর এই নির্বিকার অবস্থা দেখে, তাহলে বাড়িতে কেয়ামত ঘটিয়ে দেবে। কিন্তু মায়ের এই পীড়াপীড়িতে ফ্লোরা মায়ের উপর এই বলে ক্ষোভ ঝাড়ল-"মা! আমি কি এজন্য ওদের উপর ফুল ছিটাবো যে, ওরা মুরীদায় অগণিত খৃস্টানকে গণহত্যা করে ফিরছে?"

মা তাকে নিজের ক্ষোভ ও রাগ ঢাকার জন্যে উপদেশ দিচ্ছিল। কিন্তু যে আগুন ওর বুকে এক এক করে মা-ই জ্বালিয়েছে সেই আগুন নেভানোর শক্তি ফ্লোরার নেই। ঘৃণা ও ক্ষোভের বীজ মা নিজেই যে সন্তানের অন্তরে রোপণ করেছে ও সেটি চেপে রাখার সাধ্য যে তার নেই।"

"মা! আমি আর এ ঘরে থাকতে পারছি না।" ধপাস করে জানালাটি বন্ধ করে দিয়ে মায়ের উদ্দেশে বলল ফ্লোরা।

"আরে বোকা! এই মুহূর্তে তুই যাবি কোথায়?"

"কোন গির্জায় গিয়ে আশ্রয় নেবো। আমি এ ঘরে থাকলে আমার হাতে হয়তো নিজের পিতা ও ভাই খুন হয়ে যাবে।"

"খুব জোরে ফ্লোরার মুখে একটি চড় মারল তার মা এবং বলল, কি বললে? আমি কি তোকে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষা দিয়েছি নিজের বাপ-ভাইকে খুন করার জন্যে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তাই করব। রাগে ক্ষোভে গোঙাতে গোঙাতে বলল ফ্লোরা। এ শিক্ষা তুমিই আমাকে দিয়েছো। মুসলমানরা খুনী, লুটেরা। এরা খৃস্টবাদের শত্রু।"

"মেয়ের কথা শুনে চোখে পানি এসে গেল ফ্লোরার মায়ের। সে বুঝতে পারল তার ভুল হয়ে গেছে।"

"আমি তোকে এজন্য খৃস্টবাদের শিক্ষা দিয়েছিলাম যে, তুই বড় হলে তোকে সুযোগমত কোন খৃস্টানের হাতে তুলে দেবো। আমি আমার একটি সন্তানকে খৃস্টবাদে উৎসর্গ করে মনের বোঝা হাল্কা করতে চেয়েছিলাম। আর এখন দেখছি—তুই আমাকে এতোদিনের প্রিয় স্বামী-সংসার থেকেও বঞ্চিত করবি। তোর বাবা তোর অবস্থা ঘুনাক্ষরেও টের পেলে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে।"

"আমি খৃস্টান মা! আমি খৃস্টান! এটি মুসলমানের ঘর, এই ঘরে আমি থাকতে পারি না। আমি মুসলমানকে ঘৃণা করি।"

ঠিক এমন সময় ওদের কক্ষে এক যুবকের গর্জন শোনা গেল, "কি বললি? খৃস্টান তুই?"

"মা মেয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হতবাক। কখন কোন ফাঁকে ফ্লোরার পিঠাপিঠি ভাই বদর নীচ থেকে উপরে এসেছে, কথার মধ্যে তারা তা টের পায়নি। নীচ থেকে উপরে উঠে দরজার কাছে আসতেই বদর শুনতে পাচ্ছিল ফ্লোরার কথা। আমি খৃস্টান, মা আমি খৃস্টান। এটা মুসলমানের ঘর, এই ঘরকে আমি ঘৃণা করি।"

ফ্লোরার মুখে একথা শুনে গায়ে আগুন ধরে গেল বদরের। সে গর্জে উঠল ফ্লোরার মুখে অলক্ষুণে কথা শুনে। বদরও তখন সতেরো বছরের সুঠাম তরুণ। দেখতে যেমন সুদর্শন, তেমনি তার গায়ে সিংহের বল। ফ্লোরার কথায় ওকে ক্ষুব্ধ দেখে মা ছেলে ও মেয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

"সে অন্য একজনের কথা বলছিল বদর...। আমি তোকে সব বলছি...।"

"তোমাকে বলতে হবে না মা! আমি ওকে বলছি...। কঠিন কণ্ঠে বলল ফ্লোরা। তবে শোন! আমি খৃস্টান। নিজ ধর্মের খুনীদের আমি ভালোবাসতে পারি না। আমি খুনীদের ধর্ম কখনও মানবো না।" এই বলে সে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অশ্রাব্য কথা বলতে শুরু করল।

"বদর ওর মুখে এত জোড়ে এক থাপ্পর মারল যে, ফ্লোরা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। সে অন্যান্য তরুণীর মত আঘাতে আহত হয়ে কান্নাকাটি না করে অপর কক্ষের দিকে দৌড়াল। সেই ঘরে ছিল একটি তরবারী ও দু'টি বর্শা। ফ্লোরা তরবারী কোষমুক্ত করছিল—ঠিক তখনই সেই কক্ষে প্রবেশ করল বদর। বদর ওর হাত থেকে তরবারী ও কোষ ছিনিয়ে নিয়ে এমন পিটুনি দিল যে, ফ্লোরা পালঙ্কের উপর পড়ে গোঙাতে লাগল। মা ও বদরের পনেরো বছরের ছোট্ট বোন মিলেও বদরকে নিবৃত্ত করতে পারল না। ফ্লোরা আধমরার মত পরে রইল—তার মা ওর উপরে পড়ে অঝোর ধারায় অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল।

* * *

মা'কে ফ্লোরার কাছ থেকে টেনে তুলে ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল বদর। অন্য ঘরে এসে মায়ের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞেস করল, মা! খৃস্টধর্মের প্রতি ওর মনে এতো প্রবল টান কোত্থেকে এসেছে?' তুমি নিশ্চয়ই জানো মা! সব মা-ই মেয়ের মনের খবর রাখে।"

"সে তার ছোট্ট বোনকেও জিজ্ঞেস করল, তুই কি ওর সম্পর্কে কিছু বলতে পারবি?"

ছোট বোন অজ্ঞতা প্রকাশ করল। বদরের মাও বলল, আমি কিছু জানি না বাবা!"

"তুমি এ কথায় কি আব্বুকেও খুশী করতে পারবে যে তোমার মেয়ের এই অবস্থা সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না? অবশ্যই গোপনে ও কোন না কোন খৃস্টানের সাথে সম্পর্ক করেছে। কোন মুসলমানের সাথে পরিচয় হলে খৃস্টানদের গণহত্যা কেন করা হয় তার ব্যাখ্যাও বলতো। খৃস্টানদের আসলে গণহারে হত্যা করা হয় না। বিদ্রোহ দমনে যুদ্ধের মোকাবেলায় ওরা মারা যায়। ওরা নিজেদের ধর্ম রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করে, আর আমরা আমাদের ধর্মের জন্যে জিহাদ করি। আমাদের সেনাবাহিনীর কাছে যেসব অস্ত্র রয়েছে, ওদের হাতেও এমন অস্ত্র রয়েছে। মুরীদার গভর্নরকে আটক করে ওরা সেখানে খৃস্টান শাসন চালু করতে বিদ্রোহ করেছিল। তুমি নিজেই তো তোমার পিতৃভূমি কতলোনিয়ার বিদ্রোহের কথা বলেছিলে। ওখানে লড়াই আগে কে শুরু করেছিল? এর আগে তালিতাতে কি ঘটেছিল তাও তো তুমি জান?

মা! আমরা মুসলমান। ইসলামের প্রসার ঘটানো আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব। মুসলমানদেরকে কুরআনে কারীমে নির্দেশ দেয়া হয়েছে—"কুফরী, ফেতনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক।"

কান্না ছাড়া মা আর কোন জবাব দিল না।

"আগামীকাল সকালেই আব্বু বাড়ি ফিরবেন। আব্বু আসা পর্যন্ত ওকে এই ঘরেই বন্ধ করে রাখতে হবে।"

সেই রাতের ঘটনা। তালাবদ্ধ ঘরে একাকী বন্দিনী ফ্লোরা। সন্ধ্যা রাতে ছোট্ট বোন ফ্লোরার জন্যে খাবার নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু "এই ঘরের খাবার তো দূরের কথা পানিটাও আমার জন্যে হারাম, এ খাবার আমি খাবো না নিয়ে যা" বলে ফিরিয়ে দিয়েছিল ফ্লোরা। এরপর মা নিজে এসে ফ্লোরাকে খাওয়ানোর জন্যে বহু চেষ্টা করেছিল কিন্তু ফ্লোরা মায়ের হাতের খাবার খেতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। শরীরের ব্যথার কারণে ঘুমাতে পারছিল না সে। ব্যথায় বিছানায় পড়ে এপাশ ওপাশ করছিল।

রাতের দ্বিপ্রহরে পালঙ্ক ছেড়ে উঠে গেল ফ্লোরা। বন্ধ দরজায় কান লাগিয়ে পাশের কক্ষের অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করল সে। অপর কক্ষে তার মা, বোন ও ভাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সে তার ঘরের জানালা খুলল। জানালা দিয়ে নীচে নামা প্রায় অসম্ভব ছিল। জানালার নীচে বাড়তি একটি কাঠের মত ছিল, সেটিতে পা ঠেকিয়ে নীচে নামা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। ফ্লোরা মরণ পণ করে ফেলল। মরতে হলে মরবে কিন্তু এই ঘরে সে আর কিছুতেই থাকবে না। মৃত্যু ভয় তার হৃদয় থেকে সম্পূর্ণ দূর হয়ে গিয়েছিল। সে জানালা দিয়ে কক্ষ থেকে বের হয়ে বাড়তি কাঠের সাথে পা ঠেকিয়ে দেয়ালের সাথে নিজেকে লেপ্টে রেখে কোনমতে পাশের একতলা বাড়ির ছাদে নেমে পড়তে সক্ষম হলো। এখন এই একতলা বাড়ির ছাদ থেকে নীচে নামাটা তার পক্ষে আরেক সমস্যা হয়ে দেখা দিল।

ছাদের উপর থেকে সে উঠানের দিকে একটি কাঠের সিঁড়ি দেখতে পেল। কিন্তু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলে অন্যদের টের পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এজন্য কি করবে, কিভাবে নামবে ভেবে পাচ্ছিল না। চাঁদনী রাত। চাঁদের ঝলমলে আলোয় সবকিছু ঝলমলে। ফ্লোরা জানতো, তাদের পাশের এই বাড়িটি এক আরবী বৃদ্ধ মুসলমানের। তার এক যুবক ছেলে এবং তার যুবতী বউ ও বৃদ্ধ বাস করে এই বাড়িতে। এই যুবকটি ফ্লোরার জন্যে ভয়ের কারণ। যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে কাপড়ের নীচে লম্বা একটি খঞ্জর সে কোমরে গুঁজে নিয়েছিল। উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পিছ পা হবে না সে, কিন্তু এর আগে নিজেও দু'একজনকে খতম করে ছাড়বে। ক্ষুব্ধ ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো হয়ে পড়েছে ফ্লোরা।

যে যুবক ছিল ফ্লোরার জন্যে আতঙ্ক, হঠাৎ সেই যুবকই ঘর থেকে বেরিয়ে এল বাড়ির উঠানে। ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে ফ্লোরা তাকে দেখার আগে যুবক দেখে ফেলল তাকে। হয়ত বাড়ির ছাদে কোন মানুষের পায়ের আওয়াজ পেয়েছিল যুবক। বাড়ির ছাদে নারীর মতো ছায়ামূর্তি দেখে যুবক সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে শুরু করল। হতোদ্দম হয়ে গেল ফ্লোরা, তার পালানোর কোন পথ নেই।

হঠাৎ ফ্লোরার মাথায় একটি বুদ্ধি খেলে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে দ্রুত পায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে মুখে আঙ্গুল রেখে ক্ষীণ স্বরে বলল, উপরে উঠে এসো, জোরে আওয়াজ করো না—আমি ফ্লোরা।"

"ফ্লোরা! ঠাঁয় থমকে দাঁড়াল যুবক। এতো রাতে তুমি এখানে কি করছো?"

"আরে বোকা! উপরে এসো, আর মুখ বন্ধ রাখো। হঠাৎ করেই ফ্লোরা অনুভব করল, আসলে অনিন্দ্য সুন্দরী সে। এই যুবকের মতো যুবকেরা তাকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। কোন যুবকের সামনে পড়লে পলক নাড়াতে চায় না যুবকেরা। পাশের বাড়ির এই যুবকও তাকে ক্ষুধার্ত পিপাসার্তের দৃষ্টিতেই বারবার দেখতো। কাজেই নারীত্বের কারিশ্মাকে ব্যবহার করার তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিল সে। যুবক উপরে উঠে জিজ্ঞেস করল, কেন এসেছো?"

"তোমার সাথে মিলিত হতে এসেছি" বলল ফ্লোরা। একই সাথে যুবকের একটি হাত নিজের হাতে নিয়ে চুমু খেল এবং বলল, দীর্ঘদিন ধরে তোমার প্রেমের আগুনে জ্বলছি আমি। মনটাকে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু তবুও থাকতে পারলাম না। একটু আগে আমি তোমাকেই স্বপ্নে দেখছিলাম। ঘুম থেকে জেগে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। জানি না কিভাবে এখানে এসে গেছি আমি...। এসো...তুমি আমার কাছে এসো।"

আসলেই ফ্লোরার রূপ-সৌন্দর্য ছিল অসাধারণ। স্বপ্নের এই সুন্দরীকে হাতের মুঠোয় পেয়ে বিবেক বোধ হারিয়ে ওর হাতের পুতুলে পরিণত হল যুবক। সে ফ্লোরাকে বাহুবন্ধনে নিয়ে নিল। ফ্লোরা তার কোমল স্নিগ্ধ গণ্ডদ্বয় যুবকের মুখে ছোয়াল। ফ্লোরার রেশমী কোমল চুল যুবকের নাকে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। যুবক যখন ফ্লোরার শরীরের উষ্ণতা অনুভব করল তখন তার আর স্বাভাবিক চেতনাবোধ সক্রিয় রইল না। ফ্লোরা তাকে বলল, চল আমরা এখান থেকে সরে যাই—আমার ঘরের কেউ জেগে গেলে সর্বনাশের একশেষ হবে। উভয়েই জড়াজড়ি করে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে এল।

* * *

খুব সন্তর্পণে বাড়ির গেট খুলল যুবক। ঘুমন্ত বৃদ্ধ পিতা ও যুবতী স্ত্রী কিছুই টের পেল না। যুবক আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল এবং ফ্লোরা তার পিছনে বের হয়ে বাইরে থেকে গেট বন্ধ করে দিল। বাইরে তখন রাতের নিস্তব্ধ নীরবতা। দু'জন রাস্তায় নেমে অনেক দূরে চলে এল, যেখানটায় কোন জনবসতি ও লোকালয় নেই।

"কোথায় যাচ্ছ? ফ্লোরাকে জিজ্ঞেস করল যুবক।"

"ওই দিকে! হাতের ইঙ্গিতে একদিকে দেখাল ফ্লোরা। যুবক ইপ্সিত গন্তব্যের দিকে যাওয়ার জন্যে এগিয়ে যেতে লাগল। ফ্লোরা ছিল যুবক থেকে কয়েক কদম পিছনে। এই ফাঁকে কোমরে গোঁজা খঞ্জর বের করে আনল ফ্লোরা এবং অগ্রসর হয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে এক হাতে যুবককে নিজের দিকে ঘুরাল। যুবক ওর দিকে বুক ফেরাতেই আমূল খঞ্জরটি যুবকের বুকে ঢুকিয়ে দিল ফ্লোরা। শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে বিদ্ধ করা খঞ্জর বের করতে দু'হাতে টানতে হলো তাকে। যুবক একটু চিৎকার দেয়ার অবকাশও পেল না। তার মুখ থেকে কোন শব্দই বের হলো না। খঞ্জর বিদ্ধ স্থানটিকে দু'হাতে চেপে ধরে পড়ে গেল।

"আমি তোমাকে ঘৃণা করি! ঘৃণা...ঘৃণা...প্রচণ্ড ঘৃণা...। রক্তমাখা খঞ্জরটি কোমরে গুঁজে যুবকের দেহটিতে একটি পদাঘাত করে সে স্থান ত্যাগ করল ফ্লোরা।

* * *

সেই মধ্য রাতে স্পেন শাসকের রাজমহলে তখনও রাতের গভীরতা স্পর্শ করেনি। মহলের ভিতরে রং বেরঙের ফানুস ও বাইরের অসংখ্য মশাল রাতকে দিনে পরিণত করেছিল।

সবার আগে তিনচারজন কবি তাদের রচিত কাব্যে স্পেনের আমীর আব্দুর রহমানকে সাত রাজ্যের সম্রাট বলে উল্লেখ করল। সেই সাথে তার তরবারীকে হায়দরী তরবারীর সাথে তুলনা করল এবং বলল, আপনার সামনে সকল ইহুদী খৃস্টান নরকের কীট বিশেষ। আপনি ওদেরকে পিঁপড়ার মত দলিত মথিত করে এগিয়ে যাচ্ছেন। আরেক কবি বলল, যেই আপনার সামনে মাথা উঁচু করেছে তার মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অপর কবি বলল, আপনি মূর্তি হলে আমরা আপনাকে পূজো দিতাম।

কবিদের অস্বাভাবিক স্তুতিকাব্যের পর দরবারী তোষামোদীরা সারি বেঁধে এসে তাকে নানা উপহার উপঢৌকন দিল এবং কেউ কেউ তার হাতে চুমু দিল, আবার কেউ তার জুতোতেও চুমু দিল। এদের পর নর্তকীরা এসে উলঙ্গ, অর্ধ উলঙ্গ নৃত্য পরিবেশন করল। লজ্জাস্থান ছাড়া ওদের আর কিছুতে কোন কাপড়

ছিল না। ওদের এলোকেশ যতোটুকু পারত ওদের দৈহিক অঙ্গ সৌষ্ঠবকে ঢেকে দিচ্ছিল মাত্র। নর্তকীদের উলঙ্গ নৃত্য যে কোন মানুষকেই পাপাচারের দিকে আকৃষ্ট করবে। এসব নৃত্য সঙ্গীতের আয়োজনে ছিল যারয়াব।

আব্দুর রহমানের ডান দিকে সুলতানা এবং বাম দিকে মুদ্দাসিসরা উপবিষ্ট। তাদের সাথে ছিল হারেমের অন্যান্য বিবি, রক্ষিতা, সেবিকারা। বিজয় উৎসবের এই অনুষ্ঠানে সকল সেনাপতি ও মন্ত্রীবর্গ উপস্থিত ছিলেন এবং তারা অনুভব করছিলেন আজকের অনুষ্ঠানে উপবিষ্ট আব্দুর রহমান অন্য আর কেউ।

"এ লোকটিকে আমরা ময়দানেই রাখবো।" সেনাপতি উবায়দুল্লাহ তার সাথীদের বলল।

"এত বিলাস-ব্যসনের সময়ই তার থাকার কথা নয়"—বললেন প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ। এসব নর্তকী, শিল্পী, শিকড়হীন কবি ও দরবারী তোষামোদকারীরা এই লোকটির উপর কথার যাদুমন্ত্র চালিয়ে গোটা ইসলামী স্পেনকে ভিতর থেকে ফোকলা করে দিচ্ছে। আমাদের শত্রুরাও আমাদের মত জাগ্রত, কিন্তু ওরা আমাদের মত আরাম-আয়েশের পরিবর্তে ভাবছে কিভাবে কোন কৌশলে আমাদের উপর আঘাত হানবে।"

আমার মনে হয়, এখন তালিতায়ও বিদ্রোহের আগুন দেখা দেবে—বললেন সেনাপতি মূসা বিন মূসা। আমাদেরকে এখন ভাবতে হবে বিদ্রোহের এই আগুনকে কিভাবে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করা যায়।

এর ওষুধ একটিই, আর তা হলো, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা এবং শাহ লুই-এর কোমর ভেঙ্গে দেয়। সে স্পেনের বিদ্রোহীদেরকে গোপনীয়ভাবে উস্কানী ও সহযোগিতা করছে। সে স্পেনকে টুকরো টুকরো করে আমাদের ধ্বংস করতে চায়। আমরা যদি এক জায়গায় দমন করি তাহলে লুই-এর উস্কানী ও সহযোগিতায় অপর জায়গায় বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়।"

* * *

যে সময় স্পেন শাসক আব্দুর রহমানের চোখের সামনে অর্ধ উলঙ্গ নর্তকীরা নাচের বিভিন্ন মুদ্রা দেখিয়ে শরীর প্রদর্শন করছে এবং মন্ত্রমুগ্ধের মত আব্দুর রহমান নর্তকীদের নাচের দৃশ্য দেখছেন তখন তার মধ্যে সুপ্ত ইসলামের শৌর্য বীর্য অবলুপ্ত হয়ে পাশবিক উন্মত্ততা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ঠিক সেই সময়ে হাশেম কামারের দরজায় কড়া নাড়ল ফ্লোরা।

হাশেম কামার এখন বৃদ্ধপ্রায়। তার মধ্যে আগের সেই যৌবনদীপ্ত শক্তি সামর্থ নেই। ফ্লোরার মা যখন প্রথম হাশেমের কাছে ঘোড়ার পাদানী মেরামতের জন্যে গিয়েছিল তখন হাশেম ছিল শক্তসামর্থ পুরুষ। ফ্লোরা তখন তার মায়ের

উদরে। আজকের এই ঘটনা আঠারো বছর পরের। এতোদিনে হাশেম কামারের শরীর ভেঙ্গে গেছে, একাকী জীবনের ঘানি টানতে টানতে সে আজ বার্ধক্যে উপনীত। তবে শরীর দুর্বল হলেও হাশেমের মেধা ও জ্ঞান আগের চেয়ে আরো বেশী তেজস্বী ও শক্তিশালী হয়েছে। তার গোপন সংগঠনের শিকড় এখন অনেক বিস্তৃত। দেশের অনেক জায়গায় বহু লোক তার মতের অনুসারী ও তার গোপন সংগঠনের সদস্য। মুরিদার বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার সাথে সাথেই হাশেম কামার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল এর পরবর্তী পদক্ষেপ ও বিদ্রোহের আয়োজন কোথায় করতে হবে।

মুরিদায় বিদ্রোহের আয়োজন ব্যর্থ হওয়ার সাথে সাথেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল তালিতার দিকে।

তার দরজায় কড়া নাড়ার সাথে সাথে সে সতর্ক হয়ে উঠল। বিছানার নীচ থেকে খঞ্জরটি হাতে নিয়ে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। কিন্তু দরজা খুলে এক তরুণীকে দেখে সে বিস্মিত হল।

"হাশেম! আমি ফ্লোরা" নিজের পরিচয় দিয়ে বলার অপেক্ষা না করেই ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিল ফ্লোরা। ফ্লোরা বলল, "প্রতিবেশী এক মুসলিম যুবককে হত্যা করে ঘর থেকে পালিয়ে এসেছি। এখন তুমিই বল, কি করব আমি?" সে হাশেম কামারকে তার ঘর ছাড়ার পুরো ঘটনা জানাল এবং বলল, কি কৌশলের আশ্রয় নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছে।

এর আগে কয়েকবার ফ্লোরা হাশেম কামারের বাড়িতে এসেছিল। এই হাশেমই ফ্লোরাকে তালীম দিয়ে নানা গল্প বলে খৃস্টান অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করেছে। হাশেম কামার ফ্লোরার মধ্যে এমন আগুন সঞ্চারিত করেছে যে, এই সুন্দরী যুবতী খৃস্টবাদের বাইরে কোনকিছু ভাবতেই পারে না। প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদির বিন্দু-বিসর্গও ফ্লোরার মধ্যে। খৃস্টবাদের প্রতি তার প্রেম ভালোবাসা বা অনুরাগ ছিল না, যা ছিল তার পুরোটাই পাগলামী।

"আমি তোমাকে আমার কাছে রাখা নিরাপদ মনে করছি না।" বলল হাশেম। কারণ সকাল হলেই লোকজন আমার বাড়িতে কাজ নিয়ে আসতে শুরু করবে। তোমাকে এখনই আমি একজন পাদ্রীর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

পাদ্রীর দরজায় কড়া নাড়লে ঘাবড়ে গেল পাদ্রী। কারণ এতো রাতে তার কাছে নিজেদের চেনা কারো আসার কথা নয়। মুরিদায় বিদ্রোহ হওয়ার পর থেকে যে কোন নেতৃস্থানীয় খৃস্টানের গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছিল। দরজা খুলে হাশেম কামারকে দেখে পাদ্রী আশ্বস্ত হল কিন্তু সাথে এক যুবককে দেখে কিছুটা আশ্চর্যান্বিত হল।

ঘরে প্রবেশ করে ফ্লোরা যখন হাশেমের দেয়া পুরুষের পোষাক ও টুপি খুলে ফেলল তখন পাদ্রীর আর বিস্ময়ের অবধি রইল না।

“এ ফ্লোরা! যার কথা আপনাকে অনেকবার বলেছি। এর মা তো আপনার সাথে বহুবার দেখা করেছে। এ আজ ঘর থেকে পালিয়ে এসেছে।” হাশেম পাদ্রীকে ফ্লোরার ইতিবৃত্ত সবিস্তারে জানাল।

“তুমি অনেক সুন্দর ফ্লোরা। স্পেনের শাসকদের বিরুদ্ধে তুমি অনেক কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। তুমি সেনাপতিদেরকে পারস্পরিক শত্রু বানাতে পারবে। তোমার একটি হাসি যুদ্ধের ময়দানে তুখোড় সেনাপতিকেও আমাদের গোলামে পরিণত করতে পারবে। স্পেন শাসক আব্দুর রহমান তোমার মতো সুন্দরীকে দেখলে স্পেনের ক্ষমতার কথা ভুলে যাবে। তুমি ওর মধ্যে এবং সেনাপতিদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে। অবশ্য তোমাকে এ ব্যাপারে ... ।”

“আমার নারীত্বের বিসর্জন দিতে হবে... তাই তো?” পাদ্রীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল ফ্লোরা। কিন্তু আমি যে কুমারী থাকতে চাই, কারণ আমি কুমারী মেরির উৎসর্গিত দাসী। আমি জানি, মুসলিম মন্ত্রী, উজির, সেনাপতি ও আমলাদের মধ্যে নারীর প্রতি দুর্বলতা রয়েছে। এরা কোন সুন্দরীর স্পর্শ পেলে দায়িত্ব কর্তব্য ভুলে যায় কিন্তু ওদেরকে শরীর দেয়া তো দূরে থাক আমি কোন মুসলমানের গন্ধও সহ্য করতে পারব না।”

“আমাদেরকে ভাবতে দাও ফ্লোরা।” বলল পাদ্রী। এখানে তুমি নিরাপদ থাকবে। নিজেকে শান্ত কর। আবেগের বশে কিছু করা ঠিক হবে না। পাদ্রী হাশেমকে জিজ্ঞেস করল, আরো কোন খবর আছে?”

“লোহা গরম। আমি কামার, কামারের কাজ লোহা গরম থাকতেই কাজ সারা। আমি লোহা ঠাণ্ডা হতে দেবো না। লোহা গরম থাকা অবস্থায় যা ইচ্ছা তাই বানানো যায়। মুরিদা থেকে বহু লোক পালিয়ে তালিতায় এসেছে। আমার লোকেরাও তালিতায় পৌঁছে গেছে। তারা বিদ্রোহের নেতৃত্ব আমাকে সোপর্দ করতে চায়। আমি কি করব ভাবছি।”

“এতো চিন্তার দরকার নেই হাশেম”—বলল পাদ্রী। পরিকল্পনা যেহেতু তোমার, নেতৃত্বও তোমারই করা উচিত। আমি জানি, তোমার জন্যে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়া কঠিন ব্যাপার, কিন্তু প্রভু তোমার মধ্যে যে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছে, তা আর কারো মধ্যে নেই। মানুষের আবেগ সামর্থকে তুমি যেভাবে কাজে লাগাতে পার, এ যোগ্যতা আর কারো মধ্যে আমি দেখিনি। তুমি একবার তালিতা ঘুরে এসো। সেখানে কোন না কোন রূপে ইলুগাইস ও ইলয়ারোর দেখা হবেই।

একটু আগে আমার কাছে খবর এসেছে, স্পেন শাসক বিজয় উৎসবে মত্ত হয়ে আছে। আর সুলতানা আজ তাকে শরবতের আকারে মদ পান করিয়েছে। স্পেন শাসক বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত হলেও এর আগে কখনও শরাব পান করেনি। আমি এ কথাও জানতে পেরেছি যে, মুদ্দাসিসরা নামের এক স্ত্রী স্পেন শাসককে নিজের আয়ত্বে নিয়ে নিয়েছে। মনে হয় সুলতানা শরাব পান করিয়ে ওই স্ত্রীর প্রভাব থেকে স্পেন শাসককে বের করে আনতে পারবে।"

"এই শাসককে আমরা কোন ভয় করি না।" বলল হাশেম। আমাদের ভয় হলো ওই সব সেনাপতিদের। ওইসব সেনাপতিরা এমন আদর্শপরায়ণ যে, ওদের সামনে যদি সোনার পাহাড় জমা করে দাও, ফ্লোরার মতো সুন্দরী মেয়েকেও যদি তাদের বিছানায় পাঠিয়ে দাও, তাহলেও ওইসব হতভাগারা পাথর যেমন পাথরই থাকবে। ওরা নিজেদেরকে আযাদীর সৈনিক বলে গর্ব করে। আযাদীকে ওরা নিজেদের ঈমান বানিয়ে নিয়েছে।"

"এসব সেনাপতিদের মধ্যে যদি ক্ষমতার মোহ তৈরী করে দেয়া যায়, তাহলে সৈন্যদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।" বলল পাদ্রী। সেনাপতিরা যখন ক্ষমতার মসনদে বসে তখন এরা নিজেদেরকে রাজা ভাবতে শুরু করে। তখন রাজত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে এরা দুশমনের সাথেও বন্ধুত্ব করে এবং যাবতীয় অন্যায় অনাচার শুরু করে। এমতাবস্থায় এসব ক্ষমতালোভীরা কোন ধর্মের পরোয়া করে না। কোন জাতিকে যদি ধ্বংস করে দিতে চাও তবে সেই জাতির কর্ণধার, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ক্ষমতার মোহ সৃষ্টি করে দাও। তাহলে তারা পারস্পরিক সংঘাত সংঘর্ষে লিপ্ত হবে এবং একজন অপরজনকে হত্যার জন্যে চক্রান্ত করবে। আর এদিকে জাতি ভুখা-পিপাসায় ভুগবে। জাতি ধ্বংসের অতলে নিক্ষিপ্ত হবে শাসকদের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই থাকবে না।"

"এদিকে আমরাও নজর দেবো, কিন্তু এখন আমাদের দৃষ্টি তালিতার দিকে"—বলল হাশেম। তালিতার লোহাকে এখন আমি আরো বেশী উত্তপ্ত করার দিকে নজর দিচ্ছি, আপনি এই মেয়েটিকে সামলে রাখুন, আমি যাচ্ছি।"

* * *

সেই রাতে আমীরে উন্দোলুস যখন শরবতের শরাব পান করে নৃত্যগীতের আসরে স্বপ্নিল আনন্দ উৎসবে ভেসে যাচ্ছিল, সুলতানা তাকে বাস্তবতার কঠিন পরিস্থিতি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে এক অজানা ভাবালুতায় উড়িয়ে দিয়েছিল আর স্বেচ্ছায় আব্দুর রহমান সুলতানার যাদুমন্ত্রে নিজেকে সমর্পণ করে দিচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে তার প্রতিপক্ষ খৃস্টশক্তি স্পেনের ভীত ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে চূড়ান্ত আঘাত হানার পায়তারা করছিল।

সেই রাতের আঁধার কেটে যখন দিনের আলোয় জগৎ উদ্ভাসিত হলো, তখন একই সাথে ফ্লোরা ও প্রতিবেশী যুবকের পরিবারে দুঃখ ও শোকের ছায়া নেমে এলো। যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

ফ্লোরার পরিবার ভাবতেই পারছিল না, ফ্লোরা বন্ধ ঘর থেকে জানালা দিয়ে ঘর ছেড়ে পালাতে পারবে! সেই সাথে প্রতিবেশী যুবকের বৃদ্ধ পিতা ও তার যুবতী স্ত্রী ভাবছিল যুবক হয়তো কোথাও চলে গেছে, নিশ্চয়ই এসে পড়বে।

দিনের প্রথম ভাগে বৃদ্ধের যুবক ছেলেকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হলো বটে তবে জীবিত নয় মৃত। গ্রামের বাইরে একটি নির্জন জায়গায় বুক বিদীর্ণ অবস্থায় মৃত পড়েছিল সে। সকালে লোকজন তার মৃতদেহ শনাক্ত করতে পেরে বাড়িতে পৌঁছে দিল। কেউ ঘুনাক্ষরেও ভাবতে পারেনি যে, ফ্লোরা এই যুবককে হত্যা করতে পারে।

সেই দিন ফ্লোরার পিতা বাড়িতে ফিরলে তার ছেলে বদর তাকে জানাল— কিভাবে ফ্লোরা তার মাকে খৃস্টান হওয়ার কথা বলছিল। সে আরো জানাল, তাকে আমি পিটিয়ে এ ঘরে আটকে রেখেছিলাম। কিন্তু রাতে কিভাবে যেন সে ঘর থেকে পালিয়ে গেছে।

"ওর বিভ্রান্তি ও ঘর ছাড়ার মধ্যে নিশ্চয়ই তোমার হাত রয়েছে ফ্লোরার মা!" স্ত্রীর উদ্দেশে বলল ফ্লোরার পিতা। আমার মনে হয় তুমিও মুআল্লিদ, গত বিশ বছর যাবত তুমি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ।"

"না, তুমি এমন অলুক্ষণে কথা বলো না।" আর্তনাদ করে স্বামীর পায়ে পড়ে গেল ফ্লোরার মা। আমার প্রতি তুমি ভিত্তিহীন সন্দেহ করো না, আমি তোমাকে ধোঁকা দিতে পারি না।" ইচ্ছে হয় তো নিজ হাতে তুমি আমাকে হত্যা করে ফেলো—কিন্তু আমার ভালোবাসায় সন্দেহ পোষণ করো না। ফ্লোরা হয়ত কোন খৃস্টান মেয়েদের সাথে মিলমিশ করে থাকতে পারে, যারা ওর দেমাগ খারাপ করে দিয়েছে। বদর যেভাবে ওকে পিটিয়েছে, এই নির্মম মারপিটের জন্যই হয়ত ফ্লোরা অভিমান করে ঘর ছেড়েছে, না জানি ও নদীতে ঝাপ দিয়ে মরেছে কি-না?"

"দীর্ঘদিন থেকেই ফ্লোরার মধ্যে এক ধরনের বিরূপতা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। বলল ফ্লোরার পিতা। সে আমার অপর দুই সন্তানের চেয়ে আলাদা থাকতো, ওকে আমি কখনও নামায পড়তে দেখিনি। ভাবনায় হারিয়ে গেল ফ্লোরার পিতা। একটু পরে বলল, আমি গোয়েন্দা, আমি জানি এখন কোথায় সে আশ্রয় নিতে পারে।"

ফ্লোরার পিতা ছেলেকে সাথে নিয়ে দু'টি ঘোড়াসহ বেরিয়ে পড়ল। বাড়ি থেকে বের হয়ে তারা সেনাবাহিনীর আরো চারজন কমান্ডোকে সাথে নিয়ে গির্জার সামনে গিয়ে থামল এবং গির্জার পাদ্রীকে ধমকের স্বরে বলল, রাতে তোমার এখানে এক কিশোরী এসে থাকলে জলদি ওকে বের করে দাও।"

"আমার বাড়ি ও গির্জা আপনি তালাশ করে দেখুন। এখানে কোন কিশোরী আসেনি। কিশোরী দিয়ে আমার কি কাজ?" অনুরোধের সুরে বলল পাদ্রী।

সেনারা এই পাদ্রীকে গ্রেফতার করে অপর এক গির্জায় চলে এল। তখন কর্ডোভা শহরে দু'টিই মাত্র গির্জা ছিল। দ্বিতীয় গির্জার পাদ্রীর কাছে যখন ফ্লোরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল সেও অজ্ঞতা প্রকাশ করল।

"আমরা জানি, এই গির্জাগুলো চক্রান্তের আখড়ায় পরিণত হয়েছে।"

"আপনার যা ইচ্ছা তা বলতে পারেন, কিন্তু কিশোরীর সাথে আমার কি সম্পর্ক থাকতে পারে"—বলল গির্জার বৃদ্ধ পাদ্রী।

"ওকেও টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলো"—নির্দেশ দিল সেনা কমান্ডার। দ্বিতীয় গির্জার বৃদ্ধ পাদ্রীকেও যখন সেনারা টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলল, তখন গির্জার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক নারী কণ্ঠ, আমার ধর্মীয় মুরুব্বীদের ছেড়ে দাও! প্রয়োজন হয় আমাকে বন্দী কর।"

সবাই তাকিয়ে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে দেখল ফ্লোরা। কঠিন রুক্ষ চেহারায় তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফ্লোরা বলতে লাগল, আমার ধর্মীয় মুরুব্বীদের অপমান আমি সহ্য করতে পারব না, তারা কোন অপরাধ করেনি, আমি নিজেই এখানে চলে এসেছি।"

সহোদরার বেঈমানীর অপমান সহ্য করতে না পেরে বদর ফ্লোরার উপর হামলে পড়ল, মারতে মারতে ওকে আধমরা করে ফেলল। কিন্তু কঠিন কঠোর ফ্লোরা। নারীত্বের বিন্দুমাত্র বহিঃপ্রকাশ নেই ওর মধ্যে। সাংঘাতিক পিটুনির পরও ওর মুখে কোন চিৎকার, আর্তনাদ, কান্না নেই? সে স্পষ্টভাবে বলতে লাগল, "আমি খৃস্টান, আমি মুসলমানদের ঘৃণা করি, আমি কুমারী মেরির দাসী।" আমি...ইসলামের বিরুদ্ধে কটুবাক্য শুরু করে দিল ফ্লোরা।

"ছেড়ে দাও ওকে।" নির্দেশ দিল সেনা কমান্ডার। ধর্ম তার নিজস্ব বিষয়। তার ধর্মান্তরের শাস্তি আমরা দিতে পারি না। কিন্তু ইসলামের অপমান করা অপরাধ। এই অপরাধের জন্যে তাকে আমরা কাজির দরবারে পেশ করতে পারি।"

ফ্লোরাকে যখন কাজির এজলাসে নিয়ে যাওয়া হল, তখন সে অনর্গল ইসলাম সম্পর্কে কটূক্তি করতে এবং মুসলমানদের অশ্লীল ভাষায় গালি গালাজ দিতে

লাগল। এসব শুনে কাজী ওর উদ্দেশে বললেন, তুমি মৃত্যুদণ্ডের অপরাধ করেছো। তাছাড়া তুমি এতোটাই সুন্দরী যে, তোমাকে যদি ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে তুমি বহু সমস্যার জন্ম দেবে।"

"মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনে পিতার হৃদয়ে সন্তানের প্রতি দয়ার উদ্রেক হলো, তিনি বিচারকের কাছে আবেদন করলেন, তাকে যদি আদালাত মাফ করে দেয় তাহলে ওর সার্বিক দায়-দায়িত্ব আমি নেবো। সে আমার সন্তান, আমি তাকে বুঝিয়ে সমঝিয়ে পথে নিয়ে আসবো।"

"পিতার আবেদন আদালত গ্রহণ করল।" বললেন বিচারক। তবে শর্ত হলো এক বছর পর্যন্ত তাকে ঘরের মধ্যে বন্দী রাখতে হবে, সেই ঘরে মহিলাদের প্রহরা থাকবে, সেই সাথে তাকে ইসলামের শিক্ষায় তালিম দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

পিতা আদালত থেকে ফ্লোরাকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটি সুরক্ষিত বাড়িতে নজরবন্দী কর রাখলেন। ফ্লোরার দেখাশুনা ও পাহারাদারীর জন্যে তিনজন মহিলাকে নিয়োগ করা হলো।

সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেল ফ্লোরা। কারো সাথেই কোন কথা বলত না। নীরবে নীরবে থেকে সে পাহারাদার মহিলাদের পর্যবেক্ষণ করতে লাগল এবং ঘর থেকে পালানোর পরিকল্পনা করতে শুরু করল।

* * *

ঔরসজাত সন্তান হিসেবে ফ্লোরার প্রতি পিতার অনুরাগ ছিল, ছিল স্নেহ ও মমতা। তাছাড়া ফ্লোরা ছিল অস্বাভাবিক সুন্দরী ও রূপসী। কিন্তু পিতা ফ্লোরার প্রতি যতটা দয়া পরবশ ছিল তার কানাকড়িও মূল্য ছিলনা সন্তান ফ্লোরার কাছে। পিতার প্রতি কোনদিন ফ্লোরা বড় হয়ে এতটুকু অনুরাগ দেখায়নি। নিভৃতচারী, উচ্ছ্বাসহীন ফ্লোরাকে পিতা ভাবতো লজ্জাবতী ও জেদী। এ নিয়ে ফ্লোরার পিতা ওর মা'কে বলতো, আমার মেয়েটি বেশী লাজুক। সে আমার সাথেও পর্দা করে, দূরে দূরে থাকে। পিতা মোটেও বুঝতে চাইতো না যে, তার এই আদুরে মেয়েটির মধ্যে তার প্রিয়তমা স্ত্রী মুসলমানের প্রতি ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে।

বিচারক যখন ফ্লোরার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল, তখন ফ্লোরার জন্মদাতা পিতা পিতৃস্নেহে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ল। আঁৎকে উঠল তার পিতৃহৃদয়। তার বড় কষ্ট ছিল যে মেয়েকে লজ্জাবতী ভেবে সে অন্য মেয়ের চেয়ে মনে মনে বেশী স্নেহ করত, সে এখন ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে একটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি, ঘৃণা

ও অবমাননার বিষবৃক্ষ! পিতা হিসেবে একটি ভয়ঙ্কর কাল নাগিনীকে সে এতদিন কোলে পিঠে করে লালন-পালন করেছে। সেই সাথে তারই ঔরষজাত সন্তান, তারই নিজের রক্তবাহী সন্তান ইসলামের দুশমনীর কারণে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে তা হতে সে দিতে পারে না। তার মাথা চক্কর দিতে লাগল। দুঃখ যন্ত্রণা ও শোক অনুতাপে কোন কিছুর কূল-কিনারা করতে না পেরে সে পিতা হিসেবে মেয়েকে নিজের জিম্মায় নিয়ে শোধরানোর আবেদন জানাল। বিচারককে প্রতিশ্রুতি দিল, ফ্লোরা তার সন্তান, পিতা হিসেবে সে তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চায়।

বিচারক পিতার আবেদন মঞ্জুর করে মৃত্যুদণ্ড রহিত করে, তাকে এক বছর নজরবন্দী রেখে ইসলামী তালিম দানের শর্তে মুক্তি দিয়ে পিতার জিম্মায় দিয়ে দিলেন। সেই সাথে বললেন, ওর ঘরে কোন পুরুষ থাকতে পারবে না। মহিলাদের প্রহরাধীন রাখতে হবে তাকে। ফ্লোরার পিতা বিচারকের কাছে এই মর্মে লিখিত মুচলেকা দিলেন যে, তিনি তার মেয়ের জিম্মা নিজের দায়িত্বে নিলেন এবং তার দ্বীনি তা'লিম তরবিয়তেরও ব্যবস্থা তিনি করবেন।

বিচারকের নির্দেশ মত ফ্লোরাকে একটি সুরক্ষিত বাড়িতে নজরবন্দী করে ফ্লোরার পিতার দৃষ্টিতে বিশ্বস্ত তিনজন মহিলা পাহারাদার নিযুক্ত করা হল। পিতা তার প্রিয়তমা সন্তানের বন্দীত্বকে মেনে নিতে পারলেন না। মনে ভীষণ আঘাত পেলেন। তার হৃদয় মন ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল মেয়ের এই দুর্দশা ও ধর্ম দ্রোহিতায়।

তিনি বাড়িতে ফেরার সাথে সাথেই রক্তবমি হতে লাগল। দ্রুত ডাক্তার ডেকে পাঠালেও ডাক্তার পৌছার আগেই ফ্লোরার পিতা ইন্তেকাল করলেন। রাগে, ক্ষোভে, অনুতাপে ও শোকাতুর হয়ে ফ্লোরার ভাই ওর কাছে গিয়ে জানাল, তোর কারণে আব্বু ইন্তেকাল করেছেন।

"এমন দুঃখে আরো বহু লোক মারা গেছে"—নির্বিকার চিত্তে বলল ফ্লোরা। আমার পিতা হিসেবে তার মৃত্যুতে আমিও দুঃখিত কিন্তু একজন মুসলমান হিসেবে তার মৃত্যুতে আমার কোন দুঃখ নেই।"

"তার অর্থ হলো, তুই সঠিক পথে এখনও ফিরে আসতে তৈরী হতে পারিসনি?" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল বদর।

"আমি সঠিক পথেই আছি, বলল ফ্লোরা। তোরা খামাখা এক বছর অপেক্ষা করবি কেন, এক বছর পরও আমি এখন যেমনটি আছি তাই থাকবো। আমার মুখ থেকে এখন যা শুনতে পাচ্ছিস, এক বছর পরও তাই শুনতে পাবি। তুই বিচারককে বলিস, আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিতে। আমার পয়গম্বরকে শূলে বিদ্ধ করা হয়েছিল, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে আমাকেও হত্যা করলে আমি নিজেকে

ভাগ্যবতী মনে করবো। আমি আমার পথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।"

"না, তোকে হত্যা করা হবে না।" ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল বদর। তুই যে মৃত্যু কামনা করিস সেই মৃত্যু তোকে দেয়া হবে না। এখন থেকে তোকে আজীবন বন্দীদশায় থাকতে হবে। তুই দুনিয়াতেও জাহান্নাম ভোগ করবি, আখেরাতেও আগুনে জ্বলবি। ভাই হিসেবে এটি আমার কর্তব্য যে, বোনের ধর্মদ্রোহিতার কারণটি ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া যে, কোন বাতিলকে মনে পুষলে, বাতিলের উপর অটল থাকলে দুনিয়াতে কি পরিণতি ভোগ করতে হয়। আর আখেরাতের ফয়সালাতো আল্লাহই করবেন।"

"দুনিয়ার শাস্তিই আমাকে আখেরাতের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দেবে।" বলে ফ্লোরা পাহারাদার মহিলাদের ডাকতে শুরু করল। পাহারাদার মহিলাদেরকে ফ্লোরা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, আপনাদের বলা হয়নি, এই ঘরে কোন পুরুষ আসতে পারবে না...? এ কিভাবে এখানে এলো?"

"এ তো তোমার ভাই ফ্লোরা! বলল এক মহিলা।

"ভাই নয়, আমার কছে সে এখন পর। কোন মুসলমান কোন খৃস্টানের ভাই হতে পারে না। একে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলুন।"

আরো বেশী লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করে বদর মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

* * *

চরম হতাশা, দুঃখ বেদনা ও শোকাতুর হৃদয় নিয়ে ঘরে ফিরে বদর তার মাকে বলল, মা! আমার সন্দেহ হচ্ছে ফ্লোরার দেমাগ তুমিই খারাপ করেছো। কারণ মৃত্যুর আগে আব্বু তোমাকে বলেছিলেন, তুমি তাকে বিশ বছর যাবত ধোঁকা দিচ্ছ।"

"শোন বাবা!" আমি তোমার আব্বুকে কখনও ধোঁকা দেইনি। তিনি আমাকে কয়েকটি নরপশুর কাছ থেকে প্রাণে রক্ষা করে অসহায়ত্ব থেকে রক্ষা করে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং স্ত্রীর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন। আমি সব সময় তার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছি। কিন্তু খৃস্টধর্মের মায়া ত্যাগ করতে পারিনি। একদিকে ছিল তোমার আব্বুর প্রতি মায়া অপর দিকে আমার পূর্ব ধর্মের প্রতি টান। আমি উভয়টি ঠিক রাখতে আমার মেয়ে ফ্লোরাকে খৃস্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে আমার মনের চাপ হাল্কা করতে চেয়েছিলাম। এখন তোমার আব্বু মারা গেছেন। এখন আর এই ঘরে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি তোমার ছোট বোন বালাদীগোথকে সাথে নিয়ে যাচ্ছি।"

"কোন মা কি এভাবে ছেলেকে ত্যাগ করে চলে যেতে পারে? যেভাবে তুমি যেতে চাচ্ছো? তোমার মায়া মমতা কি মরে গেছে?

"তুমি যদি আমার সাথে থাকতে চাও, তাহলে আমার ধর্মের দীক্ষা নাও! ধর্মের জন্যে আমি পুত্রকে অনায়াসে ত্যাগ করতে প্রস্তুত।"

"তুমি যদি স্বামী ও পুত্রকে ধর্মের জন্যে ত্যাগ করতে পার, তাহলে আমিও ধর্মের খাতিরে আমার মা বোনদের ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র আফসোস করব না" বলল বদর। যতো তাড়াতাড়ি পার এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাও, আমি আমার ঘরে এমন কালনাগিনী পুষতে পারব না। আমি আর কখনও তোমাদের চেহারা দেখতে চাই না।" এই কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বদর।

সন্ধ্যায় সে বাড়িতে ফিরে এল। শূন্য বাড়ি। ততক্ষণে তার মা ও ছোট্ট বোন বালাদীগোথ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

* * *

এদিকে বন্ধ ঘরে ফ্লোরা নীরব থাকত। কারো সাথে কোন কথা বলত না। ফ্লোরার নীরবতায় প্রহরী মহিলারা অনেকটা আশ্বস্তবোধ করছিল যে, ফ্লোরা তাদেরকে কোন হয়রানী করছে না। তাদেরকে এই মেয়ে সম্পর্কে বলা হয়েছিল মেয়েটি ভয়ঙ্কর ধরনের পাগলী এবং সে কোন কথাবার্তা শুনে না, তাকে সামলানো খুবই কঠিন ব্যাপার।

"কোন অপরাধে তোমাকে নজরবন্দী করা হয়েছে ফ্লোরা?" একদিন তিন মহিলা ফ্লোরাকে জিজ্ঞেস করল।

"আমার পিতা আমাকে এক বৃদ্ধের সাথে বিবাহ দিতে চেয়েছিল।" বলল ফ্লোরা। লোকটি শুধু বৃদ্ধই ছিল না, ছিল মদখোর ও বিলাসী। আমার পিতা কথাবার্তা পাকা করে ফেলেছিল, আমি সেই বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিলাম। আচ্ছা, তোমাদের কাউকে যদি এমন কোন প্রস্তাব করা হতো তাহলে কি তোমরা মেনে নিতে?" আমি এই বিয়েতে অস্বীকৃতি জানালে আমার ভাই আমাকে খুব মারধোর করল, এরপর আমার পিতাও খুব মারল, আমি উভয়কে খুব গালিগালাজ করলে আমার পিতা আমাকে ধরে নিয়ে কাজীর দরবারে বিচার দিল যে, আমার মেয়ে ধর্মকে অস্বীকার করে এবং ধর্ম সম্পর্কে কটূক্তি করে। তখন আমার খুব জিদ চাপল। বলতো—তোমরা যদি আমার স্থলে হতে তাহলে কি করতে?" রাগে আমি কাজীকেও কিছু শুনিয়ে দিলাম এবং আমার পিতাকেও আচ্ছা করে ধোলাই দিলাম। কাজী রেগে গিয়ে ফায়সালা দিল, 'এই মেয়ের মুখ খারাপ, ওকে সাধারণ কয়েদখানার বদলে একাকী এক ঘরে বন্দী করে রাখো

এবং শুধু মহিলা প্রহরার ব্যবস্থা করো এবং তাকে ভালো মন্দের তা'লিম ও শিক্ষা দাও।"

"এখন তো তোমার পিতা মারা গেছে!" তোমার ভাই কেন এসেছিল?" জিজ্ঞেস করল এক মহিলা।

"সে বলতে এসেছিল, আমি সেই মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধকে বিবাহ করতে রাজী আছি কি-না? আমার ভাই আমাকে লোভ দেখিয়েছে যে, আমি যদি বিয়েতে সম্মতি দেই, তাহলে এক্ষুণি আমাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে।"

'বিচারক কি তার ফায়সালা পরিবর্তন করবেন? তুমি কি ইসলামের অবমাননা করেছিলে?" জানতে চাইল অপর মহিলা।

মহিলার জিজ্ঞাসায় ফ্লোরা সুযোগ পেয়ে গেল। সে বিচারপতির বিরুদ্ধেও কুৎসা শুরু করল। সে বলতে লাগল, "তোমরা কি বিচারকদের ফেরেশতা মনে কর? বিচারক আমার প্রতি যে দৃষ্টিতে দেখেছিল, সেই দৃষ্টি যে কোন মেয়েই বুঝতে পারে। আমি যদি কাজীর বক্রদৃষ্টির জবাব সেভাবেই দিতাম, তাহলে সে আমার পিতার কথা মেনে আমাকে কয়েদখানায় বন্দী করত। কাজী বল আর আমীরে উন্দোলুসের কথা বল, সবাই ইসলামের নামে মদ, নারী নিয়ে ব্যস্ত। সাজা শাস্তি তো আমাদের জন্যে আর পুরস্কার ওদের জন্য।"

"সুন্দরী মেয়েদের জন্যে সৌন্দর্যই কাল হয়ে দাঁড়ায়। বলল তৃতীয় মহিলা। তোমারও দুর্ভাগ্যের কারণ তোমার সৌন্দর্য। তোমাকে যদি স্পেনের শাসক দেখতে পায় তাহলে এখনি তোমাকে হারেমে ডেকে পাঠাবে।"

"তাহলে সেটিই হবে আমার জন্যে শেষ দিন।" বলল ফ্লোরা।

নিজের ব্যাপারে কি ভাবছো তুমি? কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়ে তুমি কোথায় যাবে?"

"তোমাদেরকে আমি এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমি বন্দিদশা থেকে কখনই পালানোর চেষ্টা করব না।" বলল ফ্লোরা। আমি তোমাদের কখনও ধোঁকা দেবো না। কারণ আমি পালিয়ে গেলে আমার অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হবে তোমাদের। তোমরা যেমন নারী, আমিও নারী। নারী হয়ে আমি নারীকে ধোঁকা দিতে পারি না। তোমরা যদি আমাকে একাকী রেখে কোথাও চলেও যাও, তাহলে ফিরে এসে আমাকে এখানেই দেখতে পাবে... আর বন্দিদশা থেকে মুক্ত হওয়ার পরের কথা বলছো? মুক্তির পর সে ব্যাপারে ভাববো। তবে একথা বলতে পারি, আমি প্রথমে যে কথা বলব তা হল, তোমাদের মধ্যে যে কারো জিম্মায় থাকার আগ্রহ প্রকাশ করব আমি।"

* * *

সুন্দরী ফ্লোরার কথায় প্রহরী তিন মহিলা আশ্বস্তবোধ করল। তারা ফ্লোরার ব্যাপারে অনেকটাই চিন্তামুক্ত হয়ে গেল। তারা দেখল মেয়েটি চুপচাপ থাকে, কোন উচ্চবাচ্য করে না। এই মেয়ে কখনও পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। তারা ফ্লোরার ব্যাপারে অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন হয়ে গেল।

ফ্লোরাকে আল্লাহ্ তাআলা যেমন দিয়েছিলেন দৈহিক সৌন্দর্য, অনুরূপ অন্য সাধারণ দশটি মেয়ের চেয়ে তার মেধা ও বুদ্ধিও ছিল অস্বাভাবিক প্রখর। সে তার মজলুম জীবনের বানানো কাহিনী বলে বলে মহিলাদের হৃদয়ের মধ্যে তার প্রতি মমতার সৃষ্টি করে ফেলল।

বন্দিত্বের পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ দিনে ফ্লোরার কাছে পয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়সের এক পুরুষ আসল। লোকটির চেহারায় যৌবনের ছাপ বিদ্যমান। খুবই পরিপাটি পোষাক-পরিচ্ছদ, মুখমণ্ডলের দাড়ি খুবই সুন্দর করে ছাটা। দীপ্তিমান তার দৃষ্টি। মাথায় সাদা ধবধবে পাগড়ী আর পরনে ধূসর বর্ণের আসকান। চালচলন ও কথাবার্তাতেই ফ্লোরা বুঝতে পারল লোকটি উচ্চ শিক্ষিত।

লোকটি ফ্লোরার নজরবন্দী বাড়ির গেটে এসে কড়া নাড়ল। প্রহরী এক মহিলা গেট খুলে দিলে সে প্রহরীকে সরকারী নোটিশ দেখিয়ে বলল, আমাকে এই বাড়িতে বন্দী ফ্লোরা নামের মেয়েটিকে ধর্মীয় তালিম দেয়ার জন্যে নিয়োগ করা হয়েছে।

তাকে ভিতরে যেতে দিয়ে গেট বন্ধ করে দেয়া হল। এক প্রহরী মহিলা এসে ফ্লোরার ঘরের দরজা খুলে তাকে ফ্লোরার কক্ষে এগিয়ে দিয়ে চলে এল।

লোকটিকে প্রবেশ করতে দেখে ফ্লোরার চেহারা ঘৃণায় বিবর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু সে তড়িৎ নিজেকে সামলে নিয়ে চেহারায় একটা কৃত্রিম হাসি এনে উঠে দাঁড়াল।

"আমি শুনতে পেলাম তুমি নিজ ধর্ম ও পয়গাম্বর সম্পর্কে অশালীন উক্তি কর। আসলে এর জন্যে তোমার শাস্তি হওয়ার চেয়ে তোমার বাবা-মায়ের শাস্তি হওয়া উচিত ছিল। তোমাদের চেয়ে তারাই এ জন্য বেশী দায়ী—বলল আলেম ব্যক্তি।

এসো, এখানে বস এবং মন থেকে তোমার বন্দিদশাকে একেবারেই বিদায় করে দাও। আসলে তোমার বয়স তো এখনও অনেক কম। এই বয়সে অনেকেই আল্লাহকে বক্রদৃষ্টিতে দেখে। আমার তো মনে হয়, নিজের বয়স ও সৌন্দর্যের অহংকার থেকেই তুমি এসব ভুল করেছো। আমার অনুমান কি ঠিক?"

"না, আপনার অনুমান ঠিক নয়। লোকটির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষকে হাসিতে বদল করে জবাব দিল ফ্লোরা। আমি আপনাকেই প্রথম পুরুষ হিসেবে পেয়েছি

যিনি আমার মধ্যে সৌন্দর্যের অনুভূতি দিলেন। নয়তো আমি নিজেকে এখনও খেলার শিশুই মনে করি। আপনি কি আমাকে ছোট্ট মনে করেন না?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় তুমি ছোট্ট। এজন্যই তো আগেই আমি বলেছি, তোমার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য ছিল। বিচারকের উচিত ছিল, তোমার বয়সের দিকে তাকিয়ে শাস্তি মওকুফ করে দেয়া...। যাক, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভাবলে আর কি হবে...। তোমাকে ধর্মীয় তালিম তরবিয়্যত দেয়ার জন্যে আমাকে পাঠানো হয়েছে। আচ্ছা! তুমি কি হৃদয় মন দিয়ে ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করবে?"

"ফ্লোরা যে শুধু বয়সের দিক থেকে অষ্টাদশী তরুণী তা নয়। বয়সের চেয়ে ঢের বেশী ছিল ওর মেধা ও বিচক্ষণতা। তাই রূপ ও সৌন্দর্যের কার্যকারিতা অতি অল্প সময়ে সে তার প্রতিবেশী যুবকের মধ্যে পরীক্ষা করে দেখতে পেয়েছিল, খুব সামান্য সময়ের মধ্যেই রূপ ও সৌন্দর্যের যাদুকরী কার্যকারিতায় সেই যুবককে ব্যবহার করে সে পালাতে সক্ষম হয়েছিল এবং অনায়াসে ওকে হত্যা করে সে নির্বিঘ্নে নিজেকে আড়াল করতে সামর্থ হয়েছিল। এ লোক তার জীবনের দ্বিতীয় পুরুষ। কিন্তু এই লোক জ্ঞানী ও আলেম। ধর্ম তার দিল দেমাগের রগ রেশায় শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত। তদুপরি ফ্লোরা তার সামনে এভাবে হাসল আর নিজেকে মেলে ধরল যে, এই উপস্থাপন যে কোন পুরুষের মধ্যেই ঝড় তুলতে সক্ষম।

"আমি মনে প্রাণে ধর্ম গ্রহণ করব কি-না একথা নির্ভর করে যিনি আমাকে ধর্মের তালিম দেবেন, তিনি আমার কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য তার উপর...।" মুচকি হেসে বলল ফ্লোরা।

তরুণী ফ্লোরার মুখে এমন কথা ফুটবে এমনটি স্বপ্নেও ভাবেনি এই ব্যক্তি। লোকটি অপ্রস্তুত হয়ে গেল ফ্লোরার কথায়।

"প্রতিদিন যদি আপনিই আসেন তাহলে আমি আপনার সব কথা শুনব। বলল ফ্লোরা। কিন্তু আমার অনুরোধ হলো, আমার সাথে আপনি কোন কঠোর নিরস কথা বলবেন না। আপনি ভুলে যাবেন না আমার পরিস্থিতির কথা যে, আমি ছিলাম মুক্ত পাখির মতো। বন্ধনহীন জীবনে মনের ইচ্ছা মতো খেলাধুলা করতাম, উড়ে বেড়াতাম, আর এখন আমাকে পাখির মতো খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। এমতাবস্থায় যে কারো মেজাজ খিটখিটে থাকে এবং খুব দ্রুত যে কোন জিনিসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে।"

"তুমি আবার আগের মত মুক্তবিহঙ্গের ন্যায় মুক্তজীবনে ফিরে গিয়ে উড়তে এবং কোলাহল করতে চাও?"

"না, না, এখন আর উড়তে চাই না। হাসতে এবং কথা বলতে চাই, কারণ উড়তে গিয়ে ডানা ভাঙার ভয় করি। বলল ফ্লোরা। ধর্ম যদি মানুষের আবেগ অনুভূতিকে মেরে ফেলে তাহলে সেই ধর্মকে আমি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারব কি-না সন্দেহ হয়।"

"তুমি কি আমার সাথে খেলতে হাসতে এবং গল্প করতে চাও?"

"আপনি যদি আমার এই চাহিদা পূরণ করতে পারেন, তাহলে আপনি আমাকে দাসীতে পরিণত করতে পারবেন এবং আপনার তালিম ও শিক্ষাও আমার হৃদয়ের গভীরে গেঁথে যাবে।" বলল ফ্লোরা।

হেসে ফেলল শিক্ষিত লোকটি। সে বলল, তোমাকে খুবই বুদ্ধিমতী মনে হয়। হ্যাঁ, আমি তোমার খেলার চাহিদা মিটাবো বটে, কিন্তু আমার তালিমের প্রতিটি কথাই কিন্তু তোমার অন্তরে গেঁথে নিতে হবে...। আচ্ছা, এখন আমার সামনে পড়তে বস।"

* * *

স্পেন শাসক আব্দুর রহমানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হাররানী ছিলেন সেই যুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। ইতিহাসের কোন পুস্তকেই তার পুরো নামোল্লেখ করা হয়নি। হাররানী ছিলেন সিরিয়ার অধিবাসী। স্পেন বিজয়ের পর যখন সেখানকার মুসলমানদের জীবন ধারায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হলো, তখন হয়রানী ভাগ্যান্বেষণে কর্ডোভায় পাড়ি জমান। তখন তিনি ছিলেন পূর্ণ যুবক। কর্ডোভায় এসে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে পড়াশুনা করে দেশ জুড়ে খ্যাতি ও যশ অর্জন করেন। গাছ গাছড়া দিয়ে ওষুধ তৈরীতে তার কোন জুড়ি ছিল না। তার যশখ্যাতি রাজ দরবারে পৌছলে তিনি শাহীমহলের একান্ত চিকিৎসকের মর্যাদা লাভ করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, হাররানী শুধু চিকিৎসক ছিলেন না, একজন জ্ঞানী, গুণী ও আলেম ব্যক্তিও ছিলেন কিন্তু শাসক আব্দুর রহমান হাররানীকে চিকিৎসা ছাড়া অন্য কোন কাজে তার সহযোগিতা নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

একদিন এই যশস্বী চিকিৎস খুব ক্লান্ত পেরেশান হয়ে স্পেন শাসকের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তি শিল্পী যারয়াবের শরণাপন্ন হলেন। আগেই উল্লেখ করেছি, রাজদরবারে যারয়াব এর মাধ্যম ছাড়া কোন কথাই স্পেন শাসক আব্দুর রহমানের কানে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। আব্দুর রহমান তার দরবারী মোসাহেবদের মুখেই সব কথা শুনতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যে কেউ স্পেন শাসকের কাছ থেকে কোন দাবী বা আবেদন মঞ্জুর করানোর জন্যে যারয়াবের শরণাপন্ন হতো। যারয়াব স্পেন শাসককে যাই বলতো, স্পেন শাসক আব্দুর রহমান তাই মেনে নিতো। চিকিৎসক হাররানীর উচিত ছিল স্পেনের

শাসক আব্দুর রহমানের সাথে একান্তভাবে কথা বলা। কিন্তু তিনি তা না করে শতভাগ সফলতার জন্যে যারয়াব এর মধ্যস্থতা জরুরী মনে করলেন।

"আমি চিকিৎসক। আমার উচিত ছিল সরাসরি আমীরের কাছে চলে যাওয়া, কিন্তু ডাক্তারীকে আমি যতোটা বুঝি অনুরূপ আপনি দরবারের বিষয়াদী বুঝেন। তাই আপনার সাথে পরামর্শ করতে এলাম। আপনি আমাকে পরামর্শ দিন এবং আমাকে দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করুন।"

"চিকিৎসকই যদি পেরেশান হয়ে যায়, তাহলে তো রোগীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়বে—বলল যারয়াব। বলুন জনাব! আমি আপনার পেরেশানী কিভাবে দূর করতে পারি?"

"সুলতানা আমাকে নির্দেশ দিয়েছে—স্পেনের আমীরের শরীর দিনদিন ভেঙ্গে পড়ছে, আমি যেন তার মনে এ বিষয়টি জন্ম করে দেই।" বললেন হাররানী। উদ্দেশ্য হলো, স্পেন শাসক যাতে কোন যুদ্ধে গমন না করেন। সুলতানা চায়, আমি তার মধ্যে যা নেই এমন একটি রোগের কথা বলি। এ রোগ তার মধ্যে না থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে অসুস্থ মনে করতে থাকেন।"

"আপনি সুলতানাকে কি জবাব দিয়েছেন?"

"আমি সুলতানাকে বলেছি, আমার পেশাটি একটি পবিত্র পেশা। এই পেশায় থেকে আমি কোন শত্রুকেও ধোঁকা দিতে পারি না। আমি সেইসব রোগীদের সাথেও কোন তিন্নতা দেখাতে পারি না, যারা আমার চিকিৎসা গ্রহণ করে না। আর ইনি আমার আমীর, দেশের শাসক। তার অনুগত থাকা আমার জন্যে ওয়াজিব। তাছাড়া আমি তার চিকিৎসক। আমি সুলতানাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি, এই গোনাহর কাজ আমি করতে পারব না। আমার জবাবে সুলতানা বলল, "এটা যদি গোনাহ হয়ে থাকে, তবে এর মধ্যে নেকীও রয়েছে। আর তা হলো, আমীরে উন্দলুস যদি এভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতে থাকেন, তবে না আবার আহত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার অপমৃত্যু নিশ্চয়ই আপনি কামনা করতে পারেন না? এভাবে তিনি যদি একটির পর একটি যুদ্ধ ক্ষেত্রে লেগে থাকেন, তাহলে বিশ্রাম ও আরামের অভাবে তার শরীর ভেঙ্গে যাবে, তিনি অকালেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবেন। তার পরে তার মত এমন একজন বিজ্ঞ শাসক স্পেন নাও পেতে পারে।" এরপর আমি সুলতানাকে বলে দিয়েছি—আমি স্পেন শাসককে একথা বলতে পারব যে, তিনি যেন আর যুদ্ধক্ষেত্রে না যান, নিজের শরীরের প্রতি খেয়াল রাখেন। পরিমিত আরাম, খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের প্রতি যত্নবান হন।"

"আপনি কি আমীরের সাথে সুলতানা সম্পর্কে কোন অভিযোগ করতে চান?" জিজ্ঞেস করল যারয়াব।

"এ ব্যাপারেই তো আমি আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি।" বললেন হাররানী। কথা এখনেই শেষ নয়। আমার আপত্তিতে সুলতানা আমার প্রতি রেগে গিয়ে বলল—সম্মানিত চিকিৎসক! স্পেন শাসক আপনার মতো চিকিৎসক ইচ্ছা করলে আরও পাবেন, কিন্তু আমার মতো সুলতানা তার পক্ষে আর একজন পাওয়া সম্ভব নয়। স্পেন শাসকের উপর আমার যতটুকু প্রভাব তা নিশ্চয়ই আপনার নেই। আমি এক ইশারাতেই আপনাকে স্পেন শাসকের দৃষ্টি থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারি। আপনি যদি আমার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে সেই দিন বেশী দূরে নয় যে, মানুষ বলবে এ দেশে হাররানী নামে একজন চিকিৎসক ছিলেন। আমি আপনাকে যা বললাম, তা আপনি বাস্তবায়ন করুন। তাহলে আপনি যা চান তাই দেয়া হবে।"

"মুহতারাম যারয়াব! একথা আমি ভালোভাবেই জানি যে, স্পেন শাসকের কাছে আমি যতটুকু প্রভাব না রাখি তার চেয়ে ঢের বেশী প্রভাব রাখে সুলতানা। চিকিৎসক এদেশে বহু রয়েছে, কিন্তু সুলতানা একজনই তবুও আমি আমার হৃদয়কে কলুষিত করতে চাই না।"

"সম্মানিত হাররানী!" বলল যারয়াব। সুলতানা যা বলেছে তা আপনাকে করতে হবে। আপনি যদি তা না করেন, তাহলে আমি জানি না, আপনার পরিণতি কি হবে। সে শুধু আপনাকে সুলতানের দৃষ্টি থেকে সরিয়েই দিতে পারে না, আপনার উপর কোন অভিযোগ উত্থাপন করে অন্যান্য বন্দীদের সাথে কয়েদখানায় অন্তরীণ করেও রাখতে পারে। যারা জেলখানার চার দেয়ালের ভিতরে থেকে পঁচছে, না তারা শান্তিতে বাঁচতে পারছে, না তারা মৃত্যুবরণ করতে পারছে।

অবশ্য আপনি ইচ্ছা করলে নিজের অন্তরকে বাঁচিয়েই কথা বলতে পারেন। আমি জানি, আমীরে উন্দলুস যেমন দ্বিতীয় আরেকটি সুলতানা পাবেন না, তেমনি খেলাফত তার মতো একজন দক্ষ শাসকও আর পাবে না। মুসলিম স্পেন রক্ষার জন্যে আপনাকে একটু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হলেও নিতে হবে।"

নীরব নিশ্চুপ হয়ে গেলেন হাররানী।

"আমার আরো কথা বলার ছিল"—কাতর কণ্ঠে বললেন হাররানী। কিন্তু এখন আর বলব না। আমাকে এমন এক কাজ করতে হবে, যা আমি কখনও করতে চাচ্ছিলাম না।"

* * *

"সে মিথ্যা বলতে চাচ্ছিল না কিন্তু আমি তাকে মিথ্যা বলার জন্যে উৎসাহিত করেছি।" সুলতানাকে শুনাচ্ছিল যারয়াব।

"সে হয়ত আসছে।" বলল সুলতানা। আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আমি স্পেন শাসককেও বলে এসেছি—আপনার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, চোখের নীচে কালি পড়েছে, আপনার চোখের জ্যোতিও অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে। আমি তাকে একথাও বলে এসেছি যে, আমি ডাক্তারকে ডেকে পাঠাচ্ছি।"

"সন্তান প্রসব করতে তোমার আর কতদিন লাগবে?" সুলতানাকে জিজ্ঞেস করল যারয়াব।

"এক মাসের চেয়েও আরো কম।" বলল সুলতানা। আশা করি আমি ছেলের মা হচ্ছি এবং এই ছেলেই আব্দুর রহমানের স্থলাভিষিক্ত হবে। আমার ছেলেকে যে করেই হোক মসনদের উত্তরাধিকার বানাতে হবে। এই মুহূর্তে খৃস্টানদের সহযোগিতা খুব বেশী দরকার...। সেই সাথে তোমারও আন্তরিক সহযোগিতা বেশী প্রয়োজন।"

ইত্যবসরে খবর এলো যে, ডাক্তার হাররানী এসেছেন। সুলতানা ও যারয়াব এগিয়ে এসে হাররানীকে সুলতানার কক্ষে নিয়ে গেল এবং আবার তাকে সুলতানা বলতে লাগল আমীরের কাছে কি বলতে হবে...।

যে সময়ে ডাক্তার হাররানীকে সুলতানা কানমন্ত্রণা দিচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে স্পেন শাসকের কক্ষে গিয়ে বসল মুদ্দাসিসরা।

সেই দিনগুলোতে আব্দুর রহমান মুদ্দাসিসরার প্রভাবাধীন ছিলেন। মুদ্দাসিসরা তাকে ফ্লোরার ঘটনা বলছিল।

"এ ধরনের মেয়ের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডই হওয়া উচিত ছিল।" বললেন আব্দুর রহমান।

"আপনি কতোজনকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন?" বলল মুদ্দাসিসরা। খৃস্টানদের অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন ব্যাঙের ছাতার মত বাড়ছে। আপনাকে এ সমস্যার ব্যাপারটি নিজের নজরে নিয়ে নেয়া উচিত। সেনাপতিরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে লড়াই করতে পারে কিন্তু সিদ্ধান্ত তো আপনাকেই দিতে হবে। এজন্য হয়তো আপনাকে ফ্রান্সেও অভিযান চালাতে হতে পারে। কারণ ওখান থেকেই বিদ্রোহীরা আস্কারা ও সহযোগিতা পেয়ে থাকে।

"এজন্যই তো আমার সব যুদ্ধ প্রস্তুতি।" বললেন আব্দুর রহমান।

"আমি দেখেছি আপনি যুদ্ধে গেলে আপনার শরীর ও চেহারার আকর্ষণ আরো বেড়ে যায়, আপনার শরীর আরো ভালো দেখায়। মুদ্দাসিসরা তার

চেহারার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—এখানে পড়ে থাকা আপনার স্বভাব পরিপন্থী।”

“এটা শুধু আমার নয় মুদ্দাসিসরা, সকল মুসলমানেরই স্বভাব পরিপন্থী। দুশমনরা ইসলামী সালাতানাতের শিকড় কাটতে থাকবে আর মুসলমানরা হাত পা জমিয়ে বসে থাকতে পারে না। আমি তো যুদ্ধ ক্ষেত্রেই জীবন দিতে চাই। বার্ধক্য ও দুর্বলতার কারণে যদি আমার শরীর কাঁপতেও থাকে তবুও আমার হাত থেকে কেউ তরবারী বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। আমাকে অশ্বারোহণ থেকে রুখে রাখতে পারবে না। আমাকে তুমি ঘোড়ার পিঠেই দেখতে পাবে।

মুদ্দাসিসরা ছিল সুন্দরী ও জ্ঞানী। তার দেহ সৌষ্ঠব, তার নির্মল হাসি, তার অকৃত্রিম মায়াবী চাহনী ও তার বিনয়নম্র আচরণকে আব্দুর রহমান খুবই পছন্দ করতেন। কিন্তু মুদ্দাসিসরা শুধু দৈহিকভাবেই সুন্দরী ছিল না, তার বলা ও চলার মধ্যে দৈহিক সৌন্দর্য ছাড়াও এমন একটি অপার্থিক আকর্ষণ ছিল, যা যে কোন ব্যক্তিকেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করতো। এটিই ছিল মুদ্দাসিসরা ও সুলতানার মধ্যে পার্থক্য।

“তোমার মধ্যে আর সুলতানার মধ্যে আমি একটা পার্থক্য অনুভব করি, কিন্তু তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না।” বললেন আব্দুর রহমান। তুমি কি জান, এই ব্যবধান ও পার্থক্য কি?”

“কখনও জানার চেষ্টাই করিনি।” শিশুদের মত নির্মল হাসি হেসে বলল মুদ্দাসিসরা। আমি আমার মনের মধ্যে কখনও এমন আশাও করিনি যে, আমি শুধু আমিই এবং আপনি শুধুই আমার। সুলাতানা আর আমার মধ্যে হয়তো এমনই এক ধরনের পার্থক্য আছে যা ফুলের মধ্যে থাকে। প্রত্যেক ফুলেরই নিজস্ব একটা ঘ্রাণ ও সৌন্দর্য থাকে। আমি কখনও এমনটি ভাবিনি যে, আমি বাগানের এমন এক ফুল যা বাগানে দ্বিতীয়টি আর নেই।”

* * *

এমন গুরুগম্ভীর ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দরজার কড়া নড়ে উঠলো। এই কড়া নাড়ানো বা দরজার টোকার শব্দের সাথে আব্দুর রহমান যেমন পরিচিত, মুদ্দাসিসরাও। আব্দুর রহমান বললেন—“কি হলো, তার কি এই সময়েই আসার প্রয়োজন হয়ে পড়ল?”

মুদ্দাসিসরা তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে যেতে বলল, তারও তো আপনার কাছেই আসতে হবে। কথা শেষ করে মুদ্দাসিসরা নিজেই গিয়ে দরজা খুলে দিল।

সুলতানা জানাল ডাক্তার হাররানী এসেছেন! সুলতানার বলা শেষ হতে না হতেই পিছনে পিছনে যারয়াব ও তার পিছনে ডাক্তার হাররানী কক্ষে প্রবেশ করলেন। ডাক্তার কক্ষে প্রবেশ করেই আব্দুর রহমানের হাত ধরে তার রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া পরীক্ষা করে চেহারার মধ্যে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটিয়ে তুললেন। এরপর সে আব্দুর রহমানের পেট, বুক ও ফুসফুস পরীক্ষার জন্যে হাতে চেপে চেপে দেখলেন। তার জিহ্বা দেখলেন এবং দু'টি চোখ তার আঙুল দিয়ে বড় করে ভিতরে পরীক্ষা করলেন।

"হাররানী! হয়তো এটি দেখতে এসেছো যে, আমি কেন অসুস্থ হই না।" হেসে বললেন আব্দুর রহমান। আমার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা একটা অতিরিক্ত রগ দিয়েছেন, এই রগ আমার রোগকে শরীরের মধ্যেই দূর করে দেয়। আমার সুস্থতার ব্যাপারে তোমার মধ্যে আবার কোন সংশয়ের জন্ম নিল?"

"আমি এটাই দেখতে এসেছি যে, আমাদের অমূলক কোন আশঙ্কা তো হয়নি? বলল যারয়াব। কারণ খেলাফত ও উন্দলুসের প্রয়োজন একজন সুস্থ আব্দুর রহমান।

"আব্দুর রহমান তো জগতে বহু এসেছে কিন্তু আপনার মত দ্বিতীয় আর কোন আব্দুর রহমান নেই। বলল সুলতানা। যুদ্ধ থেকে ফিরেছেন তো বেশ কিছুদিন হয়ে গেল কিন্তু এখনও আপনার চেহারা থেকে ক্লান্তির ছাপ দূর হয়নি। আমি ডাক্তার হাররানীর সাথে এ ব্যাপারে কথা বললে তিনি বললেন, তাঁর হয়তো ফুসফুস দুর্বল হয়ে পড়ছে। তিনি যদি যুদ্ধে যাওয়া বন্ধ না করেন, তাহলে হয়তো তার হৃদযন্ত্রও এক সময় বেকার হয়ে যাবে।"

"তোমাদের দৃষ্টিতে এতো পার্থক্য কেন সুলতানা! মুদ্দাসিসরা বলছে, যুদ্ধে গেলে আমার স্বাস্থ্য চেহারা আরো ভালো হয়, আর তোমরা বলছো আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে?"

সুলতানা মুখ ঘুরিয়ে তীর্যক দৃষ্টিতে মুদ্দাসিসরার দিকে তাকাল।

"আমীরে উন্দলুসের দীর্ঘ বিশ্রামের প্রয়োজন।" বললেন ডাক্তার হাররানী। আপনার হৃদযন্ত্র দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া থেকে বুঝা যায় অনেকটা দুর্বল। আপনার রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া আরো গতিশীল হওয়া দরকার।"

"মুসলমানের রক্ত ঘরে বসে আরাম করলে তেজ হয় না হাররানী! মুসলমানের রক্ত সঞ্চালন যুদ্ধের ময়দানে থাকলেই বেশী গতি পায়।"

"নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আপনাকে আরো সতর্ক হওয়া প্রয়োজন জাঁহাপনা! বলল সুলতানা। কোন তোষামোদকারী যদি আপনাকে বলে থাকে যে, আপনার

স্বাস্থ্য আরো ভালো হয়ে গেছে তাহলে সে আপনার সুহৃদ নয়।" মুহতারাম হাররানী! আপনি ওষুধ পাঠিয়ে দিন, আমি তার আরামের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।"

"এমন আরাম দেয়া উচিত নয় যে, রক্ত সঞ্চালন যা আছে তাও হ্রাস পেয়ে বসে—বলল মুদ্দাসিসরা! কোন দরবারী চাপলুস যদি একথা বলে দেয় যে, তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে তাহলে বুঝতে হবে এতেও কুমতলব রয়েছে। সত্যকথা তো ডাক্তার বলবেন।"

হাররানী উদাস মনে কথা শুনছিলেন, যেন তার মাথা ঠিক মত কাজ করছে না। তিনি বললেন, আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমীরে মুহতারামের বিশ্রাম নিতে হবে। এ কথা বলেই কক্ষ ত্যাগ করলেন হাররানী।

যারয়াব ও সুলতানা কোন সাধারণ বুদ্ধির লোক ছিল না। এরা দু'জন মিলে এমনভাবে কথা বলতে শুরু করল যে, আব্দুর রহমানের মনেও এই সংশয় জন্ম নিল সত্যিই হয়তো তার হৃদযন্ত্র দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তাই তার শুধু বিশ্রামেরই প্রয়োজন নয় নারীসঙ্গ থেকেও তার দূরে থাকা জরুরী। এসব আয়োজন দ্বারা সুলতানার উদ্দেশ্য ছিল, সে যেহেতু কিছুদিনের মধ্যে সন্তান প্রসব করবে তাই এই সময়ে যাতে সে ছাড়া আর কেউ আব্দুর রহমানের সঙ্গ দিতে না পারে।

* * *

তিন চার দিন পরের ঘটনা। মুদ্দাসিসরার কাছে সংবাদ এলো, ডাক্তার হাররানী তার সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করতে চান। কিন্তু শাহী মহলে আসতে তিনি ভয় পান। খবর পেয়ে মুদ্দাসিসরা জানাল, আগামীকাল আপনি খবর পাবেন যে, আমার পেটে মারাত্মক ব্যথা। খবর পাওয়ার সাথে সাথেই আপনি চলে আসবেন।

পরদিন শাহী মহল থেকে ডাক্তার হাররানীর কাছে খবর গেল—মুদ্দাসিসরা খুবই অসুস্থ, তার পেটে মারাত্মক ব্যথা হয়েছে। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই হাররানী শাহী মহলে পৌঁছলেন। মুদ্দাসিসরা তখন বিছানায় পড়ে এপাশ ওপাশ করছে। ডাক্তার হাররানী তার কক্ষে প্রবেশ করলে মুদ্দাসিসরা তার একান্ত সেবিকাকে কক্ষের বাইরে পাঠিয়ে দিল।

"আমার বিশ্বাস আপনার সাথে আমি মনের কথা নির্দ্বিধায় বললে কোন অসুবিধা হবে না।" বললেন হাররানী। একটি অপরাধবোধ আমার হৃদয়টাকে চাপা দিয়ে রেখেছে, আমি আর এর ভার সইতে পারছি না, আপনার কাছে সেই বোঝাটির ভার অর্পণ করতে পারব বলেই আমার আসা।"

"আমি বুঝতে পারছি আপনার হৃদয়ের বোঝাটি কি? বলল মুদ্দাসিসরা। আসলে আমীরে উন্দলুসের হৃদযন্ত্রে কোন অসুখ নেই, কিন্তু আপনাকে দিয়ে বলানো হয়েছে তার হৃদযন্ত্র খারাপ হয়ে গেছে।"

চোখ বড় বড় করে মুদ্দাসিসরার প্রতি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইলেন হাররানী। এই সহজ সরল মেয়েটির চিন্তা ও দৃষ্টি এতো গভীর হতে পারে তা ভাবতেই পারছিলেন না তিনি।

"আপনি কি এই বিষয়ে আমীরে উন্দলুসকে কিছু বলা সমীচীন মনে করেন? আমি তার সংশয় দূর করে দিতে পারি।" বলল মুদ্দাসিসরা। অবশ্য তাকে একথা বলবো না যে, সুলতানা ও যারয়াব মিলে তার মধ্যে এই সংশয়ের জন্ম দিচ্ছে, তাকে পঙ্গু করে দিতে চায় ওরা। গোপনে গোপনে ওরা শত্রুদের হাত শক্ত করছে। আমি যদি তাকে একথা বলি তবে তিনি ওদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে বসবেন। তখন থেকে এরা আমার বিরুদ্ধে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ শুরু করবে, আমিও ওদের আক্রমণ রোধ করতে তাদের পিছনে লেগে যাবো। এর পরিণতি এই হবে যে, আমি সবকিছু বাদ দিয়ে ওদের প্রতিরোধ ও প্রতিঘাতের পিছনে লিপ্ত হয়ে যাবো। চক্রান্তের বিপরীতে আমাকেও চক্রান্তের আশ্রয় নিয়ে হবে। নিজের দৃষ্টি ও চিন্তাকে আমি এই কংকীর্ণতার বেড়াজালে আটকাতে চাই না। আপনার মনের বোঝা আমার কাছে ব্যক্ত করে সঠিক কাজটিই করেছেন, সেই সাথে আপনি ওদের কথামত কাজ করে ঠিকই করেছেন। না হয় ওরা আপনাকে কোন ষড়যন্ত্রে ফাঁসিয়ে দিতো তা বলা যায় না।"

মুহ্তারামা! আসলেই আপনি আমার মনের বোঝা দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। আপনার সাথে কথা বলে এখন আমি ভারমুক্ত হয়েছি বলেই অনুভূত হচ্ছে—বললেন হাররানী। কিন্তু আমার আরো একটা জটিল কথা আপনাকে জানাতে হবে...একথা বলে ডাক্তার হাররানী নীরব হয়ে গেলেন এবং এদিক সেদিক দেখে খুবই ক্ষীণ ও চিন্তাযুক্ত হৃদয়ে বলতে লাগলেন, আমি আমার আরেকটি অপরাধ আপনার পায়ে অর্পণ করতে চাই। আগামী রাতের যে কোন সময় আপনার কোন সেবিকা আপনাকে দুধ বা মধু খেতে দিবে এবং বলবে এই দুধে মিশরের এমন এক প্রকার মধু মেশানো হয়েছে, যা কালে ভদ্রে সৌভাগ্যক্রমে রাজা বাদশাহরাই কেবল পান করে থাকে। এই মধু পানে চিরযৌবন পাওয়া যায় এবং চেহারার সৌন্দর্য কখনও নষ্ট হয় না। সে আপনাকে একথাও বলবে যে, সে কোথা থেকে কিভাবে এই মধু পেয়েছে। আপনি শাহেনশাহকে শুধু বলবেন, এই মধু যদি আস্তাবলের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘোড়াকেও খাইয়ে দেয়া হয় তাহলে সেটি মুহূর্তের মধ্যে বিষক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করবে।"

"নিশ্চয়ই এই মধু আমার জন্যে সুলতানার পক্ষ থেকেই পাঠানো হচ্ছে, তাই না?"

"এ কাজ আর কে করতে পারে? বললেন হাররানী। সে আমাকে এ কথাও বলে দিয়েছে যে, আপনি যদি এই বিষ আমাকে না দেন, তাহলে এই বিষ আপনাকে নিজেই পান করাতে হবে...। আচ্ছা এখনও কি আপনি আমীরে উন্দলুসকে বিষয়টি অবহিত করবেন না?"

"না, অবহিত করব না।" হেসে বলল মুদ্দাসিস্‌রা। একথা আমি যদি তাকে বলি তাহলে এই নাগিনী আপনাকে দংশন করবে। আপনি এখনও এই নাগিনীকে চিনতে পারেননি। ওর সৌন্দর্য, কথা ও চাল চলনে আপনার এই বিষের চেয়ে আরো মারাত্মক বিষ রয়েছে। আপনি কি বিষ ওকে দিয়ে দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ, দিয়ে দিয়েছি। মুদ্দাসিসরার কথায় খুবই সান্ত্বনা পেলেন হাররানী। তিনি আবেগে শ্রদ্ধায় মুদ্দাসিসরার আঁচলে চুমু খেয়ে বললেন, মুহতারামা! এরপরও কি আপনি শাহে উন্দলুসকে একথা বলবেন না যে, হাররানী আমার জন্য দুধে বিষ মিশিয়ে পাঠিয়েছে? আমি চাই, আমাকে এই অপরাধে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়া হোক। আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না। আল্লাহ্‌র রহমতে এ বিদ্যা আমি মানুষের উপকারের জন্যে শিখেছিলাম কিন্তু আমি মানুষের সেবায় সেই বিদ্যারও যথার্থ ব্যবহার করতে পারছি না। বদ মানুষেরা আমার এই বিদ্যাকে অপব্যবহার করছে।" তিনি জড়ানো গলায় বললেন, আমি আর এ দেশে থাকব না, এ দেশ ছেড়ে চলে যাবো।"

"না, না, আপনি যেতে পারবেন না, আপনাকে আমি যেতে দেবো না। আপনাকে আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। আমি সেই দিন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, যেদিন আপনার হাতের এই বিষ দুধ বা শরবতে মিশিয়ে আমীরে উন্দলুসকেও পান করানো হবে। সেইদিন আপনি আমাকে আজ যেভাবে আগেভাগে অবহিত করেছেন আমীরে উন্দলুসকেও অবহিত করবেন।"

"আমার মাঝে মধ্যে ইচ্ছে হয়, সুলতানাকে এই বিষ খাইয়ে দেই—কিন্তু আমি যে ডাক্তার, মানুষের মৃত্যুদূত তো নই।"

"না, সেটির দরকার নেই। আপনি নিরুদ্বিগ্ন থাকুন, নিশ্চিন্ত থাকুন। ওরা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

"আমি তো একথা ভেবে পেরেশান হই যে, ওরা ইসলামের শত্রুদের পক্ষে আঁতাত করছে।"

"না, একথাও সঠিক নয়। নাগিনী কখনও কারো পক্ষে কাজ করে না। সে যা করছে তা তার নিজের স্বার্থের জন্যে করছে। আপনি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন, সে একটা অবাস্তব কল্পনার আশায় রয়েছে। সে এই লোভে এসব করছে যে, খৃস্টানরা এসবের বিনিময়ে তাকে একটি রাজ্যের সম্রাজ্ঞী বানিয়ে দেবে। আর এই আশাও সে পোষণ করছে যে, যে সন্তান সে প্রসব করতে যাচ্ছে, তাকে সে সিংহাসনের উত্তরাধিকার বানাবে। সমস্যা হলো, আমীরে উন্দলুস এই নাগিনীর চক্রান্ত ও হঠকারিতা মোটেও বুঝতে চান না। আমি তাকে ভিন্নভাবে এ ব্যাপারটি বুঝাতে চেষ্টা করছি...। আপনি আমার উপর যে দয়া করেছেন আমি এর পূর্ণ প্রতিদান দেবো। আপনি এখন থেকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত থাকুন।"

মুদ্দাসিসরার কথায় হাররানী নীরবে শাহী মহল ত্যাগ করলেন কিন্তু তার চেহারা থেকে পেরেশানী ও দুশ্চিন্তার ছাপ দূরীভূত হলো না।"

* * *

পরদিন সন্ধ্যায় হারেমের এক বিশেষ সেবিকা মুদ্দাসিসরার কক্ষে গিয়ে বলল, তার এক ভাই সম্প্রতি মিশর থেকে এসেছে এবং একটি বিশেষ ধরনের মধু এনেছে, যা মিশরের বিশেষ একটি স্থানে পাওয়া যায়। বলা হয় যে, এই মধু সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে না। আগেকার মিশরীয় ফেরাউন ও তাদের শাহজাদীরাই কেবল এই মধু পান করতো। এই মধুর বৈশিষ্ট্য হলো, মেয়েদের দেহ ও চেহারাকে চির আকর্ষণীয় রাখে এবং বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে সব সময়ের জন্য আকর্ষণীয় ও পরিপুষ্ট রাখে। এখনও ফেরাউনদের পুরনো বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষে এই মধু মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়। আপনি যদি পছন্দ করেন, তাহলে আমি চাই দুধে মেশানো এই মধু আপনাকে দেবো। খুবই অল্প। একবার মাত্র দুধে দেয়া যাবে।

মুদ্দাসিসরা এই সেবিকাকে ভালোভাবেই জানতো। মহলের মধ্যে ওর মতো চালাক ও দুষ্টু দ্বিতীয় কোন সেবিকা নেই। অঘটন ঘটন পটিয়সী সে। কিন্তু চেহারা ছবি ও চালচলন পাথরের মতো স্থির।

"নিয়ে এসো, এখনই নিয়ে এসো না।" বলল মুদ্দাসিসরা।

"সেবিকা অল্প সময়ের মধ্যেই গিয়ে একটি পেয়ালা ভরে দুধ নিয়ে মুদ্দাসিসরার কক্ষে প্রবেশ করল। মুদ্দাসিসরা তার হাত থেকে দুধের পেয়ালা নিয়ে বলল, সুলতানা এই দুধ তোমার হাতে দিয়ে কি বলেছিল? সে কি বলেছিল এই দুধ আমাকে পান করিয়ে চলে যেতে? না দুধের কার্যকারিতা দেখার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে?"

"সেবিকা ভয়ঙ্কর বিপদকে চেপে স্বাভাবিকভাবেই বলতে চেষ্টা করল এসব কি বলছেন আপনি? তারোব কন্যার এই দুধের সাথে কোন সম্পর্ক নেই...।"

"তুমি কি এই দুধ পান করানোর পুরস্কার নিয়ে নিয়েছো, না পান করানোর পর পাবে?"

শত চালাক ও বুদ্ধিমতী হলেও সে ছিল মহলের সেবিকা, আর দুধের আদলে বিষ পান করাতে চাচ্ছিল শাহী মহলের একজন বিবিকে। সে যখন বুঝতে পারল এই দুধের ব্যাপারে যে কোনভাবে জেনে গেছে মুদ্দাসিসরা, অথবা এই দুধের ব্যাপারে তার গভীর সংশয় সৃষ্টি হয়েছে, তখন এর ভয়াবহতার কথা চিন্তা করতেই আঁৎকে উঠলো তার মন। তার শরীর কাঁপতে শুরু করে দিল। মৃত্যুভয়ে ওর কাঁপুনি দেখে হেসে ফেলল মুদ্দাসিসরা।

"হু, ভয় করো না। বলতো, এই দুধ কি তোমাকে সুলতানা দেয়নি?"

"জ্বী হ্যাঁ, সেই দিয়েছে।" কাঁপতে কাঁপতে বলল সেবিকা এবং অগ্রসর হয়ে বলল, পেয়ালা আমাকে দিয়ে দিন আমি নিজেই পান করব। যে শাস্তি আমাকে ভোগ করতে হবে এরচেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল। কান্নায় ভেঙে পড়ল সেবিকা। জড়ানো গলায় বলল, কি করব! ওর কথা না মানলেও আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হতো। আর হুকুম মানতে গিয়ে আ্রো বড় শাস্তির কাজ করেছি। সে মুদ্দাসিসরার পায়ে পড়ে, মাথা তার পায়ে ঘষতে শুরু করল এবং বলল, আমার সন্তানগুলোর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আমার উপর একটু দয়া করুন। আমাকে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। চিরদিনের জন্যে আমি কর্ডোভা ছেড়ে চলে যাবো।"

"না, তুমি মহলেই থাকবে। তোমার কোন শাস্তিই হবে না...বলল মুদ্দাসিসরা। তুমি বাইরে দাঁড়াও এবং আমি ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকবে, কারো সাথে কোন কথা বলবে না।"

মুদ্দাসিসরা দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে সেবিকাকে ভীত সন্ত্রস্থ অবস্থায় রেখে বেরিয়ে গেল।

***

সুলতানা সাজ ঘরে আয়নায় তার দেহের রূপ-সৌন্দর্য ও সাজ নিরীক্ষা করছিল। মহলের বাসিন্দা ও ওই মহলের বিশেষ নারীদের দিন শুরু হতো বেলা শেষে সন্ধ্যার পর থেকে। সুলতানাও ছিল সেই রাতের কোকিলদের একজন। তার ঘরে এমন সব সুগন্ধি ও আতরের সুঘ্রাণ ছিল যার ঘ্রাণ ও সুগন্ধি সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারতো না। কয়েক রংয়ের ফানুস জ্বলছে সুলতানার

কক্ষে। দৃঢ় পদে সুলতানার কক্ষে প্রবেশ করল মুদ্দাসিসরা। সুলতানা তার আয়নায় মুদ্দাসিসরার চেহারা দেখে বিস্ময়ে মাথা ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল। মুদ্দাসিসরার ঠোঁটে রহস্যজনস হাসি।

"কি মনে করে আমার ঘরে এলে মুদ্দাসিসরা? সুলতানা মুদ্দাসিসরার দিকে অগ্রসর হয়ে বলল, এই পেয়ালায় কি?"

"তোমার জন্য দুধের মধ্যে সেই মধু মিশিয়ে এনেছি, যা শুধু ফেরাউনদের ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িঘরের মধ্যে মিশরে পাওয়া যায়। টেবিলের উপর পেয়ালাটি রাখতে রাখতে মুদ্দাসিসরা বলল, এই মধুর বৈশিষ্ট্য হলো, এই মধু পান করলে নারী চির যৌবনা হয় এবং দেহের সৌন্দর্য ও শরীর কখনও বুড়ো হয় না। হারেমের এক সেবিকার ভাই মিশর থেকে এই মধু নিয়ে এসেছে। আমি এটি পান করিনি। কারণ আমীরে উন্দলুস তোমার রূপ সৌন্দর্য পছন্দ করেন, আমি চাই তার এই আগ্রহ ও আসক্তি চিরদিন অটুট থাকুক। আমি আমার স্বামীকে সব সময় সুখী দেখতে চাই। নাও, এটি তুমি পান করে নাও, কারণ আমার নিজের দেহের প্রতি আমার কোন আগ্রহ আকর্ষণ নেই।"

সুলতানা চতুর, চালাক ও দূরদর্শী মেয়ে। সে বুঝে গেল হাটে হাড়ি ভেঙ্গে গেছে। চেহারার রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল সুলতানার। সে কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল কিন্তু তার মুখ থেকে আর শব্দ বের হল না। তার সমস্ত রূপ সৌন্দর্যে যেন কালি পড়ে গেল। সে বুঝতে পারছিল কত মারাত্মক ঘটনা সে ঘটিয়ে ফেলেছে।

মুদ্দাসিসরা দৃঢ় কণ্ঠে বলল, সুলতানা! লোভ, লালসা ও প্রতিহিংসা এক সময় মানুষকে এমন কঠিন অবস্থায় নিক্ষেপ করে যেখানে আজ তুমি এসে দাঁড়িয়েছো। তোমার চেহারা বলে দিচ্ছে, বিশেষ এই পেয়ালা এই মুহূর্তে তুমি নিজেই পান করতে উদ্যত! তার পরও কি তুমি তোমার অবস্থান বুঝতে পারছো না? আমি আমীরে উন্দলুসের বিবাহিতা স্ত্রী আর তুমি একজন রক্ষিতা। তুমি এমন এক অপরাধ করেছো, যে অপরাধ তোমার স্বপ্ন, তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তোমার ভাগ্য ও তোমার ভাবী সন্তানের ভবিষ্যতকেও ধ্বংস করে দিয়েছে।"

মাথা চক্কর দিল সুলতানার। সে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না কি করবে এবং কি বলবে। ধপাস করে পালঙ্কের উপর বসে পড়ল এবং বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মুদ্দাসিসরার প্রতি তাকিয়ে রইল।

"বল তো এই বিষ কি তুমি পাঠাওনি? তুমি যার হাতে বিষ পাঠিয়েছো, সে দীর্ঘদিন থেকে আমার সেবিকা। তার নিজের যেমন বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা আছে তার সন্তানাদিকেও তো সে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। তোমার পুরস্কারের

লোভ, তোমার প্রভাব ও প্রতাপের ভয়ে সে তোমার কথা মানতে রাজী হয়েছিল, কিন্তু আমি ওর সাথে স্নেহ মমতায় দু'কথা বলতেই ওর হৃদয়ে ভেসে উঠল কয়েদখানার যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের কথা, সারা জীবনের জন্যে যেখানে ওকে নিক্ষেপ করা হতো। মৃত্যুর হাতছানি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, তার সন্তানাদির চেহারা তখন তার হৃদয়ে মাতৃত্বের ঝড় সৃষ্টি করল, সে আমার পায়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল এবং এই বিষের গোটা কাহিনী জানাল। তুমিই বলো, তোমার অবস্থান এখন কোথায় এবং কি হতে পারে? এখানকার কোন সেবিকা কোন রক্ষিতার জন্যে কিংবা মহলের কোন নারীর জন্যে শাহী খান্দানের কাউকেই ধোঁকা দেয় না।... আমি জানি, সত্য বলার সৎ সাহস এখন তোমার যেমন নেই, মিথ্যা বলেও তুমি পার পাবে না। আমি তোমার উপরই এর ফায়সালার ভার দিলাম। যদি চাও তাহলে আজ রাতেই তোমার জীবনের শেষ রাত হতে পারে, আর চাইলে তোমার জীবন বাঁচিয়েও দিতে পারি... আফসোস! তোমার এই রূপ শেষ পর্যন্ত কি কাজে লাগল?"

পরিস্থিতির ভয়াবহতা আন্দাজ করতে পেরে সুলতানার কপাল ঘেমে ফোটা ফোটা ঘাম জমে গেল। তার সুন্দর চোখ দু'টি লাল হয়ে গেল এবং দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। হঠাৎ সে উঠে বিষের পেয়ালাটি হাতে নিয়ে বিধ্বস্থ কণ্ঠে বলল, "আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না" বিষের পেয়ালাটি সুলতানাকে মুখের দিকে নিতে দেখে মুদ্দাসিসরা এক হাত দরাজ করে সুলতানার মুখ বন্ধ করে দিল এবং অপর হাত দিয়ে তার হাত থেকে পেয়ালাটি কেড়ে নিয়ে রেখে দিল।

"তোমার এই কাজের অর্থ হবে আমি তোমাকে বিষ পান করিয়েছি।"

অনন্যোপায় হয়ে মুদ্দাসিসরার দু'হাত ধরল সুলতানা এবং মুদ্দাসিসরার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বলতে লাগল—"তুমি যদি শাহী খান্দানের লোক হয়ে থাক এবং আমার থেকে তুমি নিজেকে সত্যিই ভাল মনে করে থাক তাহলে এখন সেই উচ্চতার ও মর্যাদার প্রমাণ দাও, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দাও। ঠিকই আমি তোমাকে বিষ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিলাম। তুমি যদি একথা শাহে উন্দলুসকে বলে দাও, তাহলে তিনি কি আমাকে জীবিত রাখবেন?"

"জীবিত রাখবেন বটে তবে কয়েদখানায়।" বলল মুদ্দাসিসরা। কয়েদখানার সেই জায়গাটুকু হবে তোমার ঠিকানা যেখানে রাতের বেলায় অসংখ্য পোকামাকড় বেরিয়ে এসে কয়েদীদের কামড়াতে থাকে, কয়েদীরা কখনও ঘুমাতে পারে না।"

মুদ্দাসিসরার দু'পা জড়িয়ে ধরে সুলতানা কান্না শুরু করে দিল।

"আমি তোমাকে এই রাজমহলেই জীবিত থাকতে দেবো সুলতানা।" বলল মুদ্দাসিসরা। কারণ আমীরে উন্দলুসের তোমাকে খুব প্রয়োজন। যদিও আমার ধর্ম আমার এই অবস্থানকে গোনাহ হিসেবে চিহ্নিত করে কিন্তু আমার মন শুধু আমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে না, আমার চিন্তা, আমার দেমাগের মধ্যে সারা উন্দলুস, সারা জাতির কল্যাণের চিন্তা থাকে...। উঠ, পালঙ্কে বস। মুদ্দাসিসরার কথায় সুলতানা জানোয়ারের মত শক্ত হয়ে পালঙ্কে বসে পড়ল। সুলতানার উদ্দেশে মুদ্দাসিসরা বলতে লাগল, শোন সুলতানা! এই বিষের পেয়ালা ভেঙ্গে যাবে, এই বিষ মাটি শুষে নেবে, এরপর বহু সময় অতীত হয়ে যাবে, কিন্তু তোমার এই অপরাধ মাটি শুষে নেবে না, সময়ও এটিকে ভুলিয়ে দিতে পারবে না। এই পেয়ালার বিষ সব সময় তোমার ঠোঁটেই লেগে থাকবে, যেখানেই তুমি অসতর্ক হবে সেখানেই গায়েবী শক্তি তোমাকে গলার ভিতরে এই বিষ ঢেলে দেবে...।

তোমার এই অপরাধ আমি হজম করে নিতে পারি, তবে আমার শর্তগুলো শুনে নাও। জীবনের কোন এক সময়ে যদি তুমি কোন একটি শর্তের খেলাপ কর তাহলে বুঝতেই পার পরিণতি কি হতে পারে...! আমার প্রথম শর্ত হলো, খৃস্টানদের সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করবে। তোমার জেনে রাখা উচিত, তোমার মত আমারো কিন্তু গোয়েন্দা রয়েছে, যারা আমাকে সব ধরনের সংবাদ সরবরাহ করে। তুমি যদি এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকো যে, খৃস্টানরা তোমাকে একটি রাজ্যের সম্রাজ্ঞী বানিয়ে দেবে তাহলে মন থেকে সেই স্বপ্ন দূর করে দাও। বেঈমানদের কোন চক্রান্তকারীদের সাথেই যেন তোমার কোন ধরনের যোগাযোগ ও আঁতাত না থাকে। ইলুগাইস ও ইলয়ারোকে মন থেকে বের করে দাও।... হ্যাঁ, যদি এদের ধোঁকা দিতে পারো কিংবা ধরিয়ে দিতে পারো তাহলে এদের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারো।"

"আমি তোমার সব শর্ত মেনে নেবো, অনুরোধের সুরে বলল সুলতানা। কিন্তু শাহে উন্দলুসকে তুমি এ ঘটনা জানিও না।"

"ঠিক আছে, তাকে কিছু বলবো না...। কিন্তু এখন থেকে সুলতানের স্বাস্থ্য চেহারা সম্পর্কে কোন কথা বলবে না, আর ডাক্তার হাররানীর সাথে কোন ধরনের কথা বলার চেষ্টা করবে না। শাহী কাজে এবং আমীরে উন্দলুসের সিদ্ধান্তে কোন ধরনের দখলান্দাজী করার অপচেষ্টা কখনও করবে না। নিজেকে একজন রক্ষিতার মতোই রাখবে। আর নিজের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে চেষ্টা কর, যারয়াবকে তোমার স্বার্থে ব্যবহার করা ছেড়ে দাও।"

"কিন্তু .....মুদ্দাসিসরা! যারয়াব যে আমার প্রেমে দিন দিন দিওয়ানা হয়ে পড়েছে...।"

ঠিক আছে তুমিও তার প্রেমের দিওয়ানী হয়ে যাও, তার প্রেমে নিজেকে বিলিয়ে দাও, কিন্তু শাহে উন্দলুসকে মহলের কয়েদী বানিয়ে রেখো না...। সুলতানা! তোমার দৃষ্টি বর্তমানকে নিয়ে। তোমার বেঁচে থাকার অর্থ হলো আরাম-আয়েশে মজে থাকা। কিন্তু আমার দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে, নিজের নয় জাতি ও মিল্লাতের কল্যাণের চিন্তা আমার মাথায়। আমি সেই দিনের প্রতি দৃষ্টি রাখছি যে দিনে আজকের ইতিহাস লেখা হবে...।" আমি সেই ইতিহাসকে আলোকজ্জ্বল করতে চাই যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের কার্যক্রম দেখে তাদের ভবিষ্যত পথ নির্দেশ পেতে পাবে...। আমার কথা হয়ত তোমার বুঝে নাও আসতে পারে, কিন্তু তুমি বুদ্ধিমতী, আমার কথা বুঝার চেষ্টা কর।"

"তোমার সব কথাই আমি বুঝতে পারছি মুদ্দাসিসরা! বলল সুলতানা। আমি তোমার সব শর্তই মেনে নিচ্ছি।" কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল সুলতানা।

"আমি তোমাকে এ কথা বলছি না যে, আমি ও আমার স্বামীর মধ্যে তুমি তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে না আসো। আমার কথা এ দেশের, এই জাতির ভবিষ্যৎ, এই চাঁদতারা খচিত পতাকার ভবিষ্যৎ নিয়ে, যে পতাকা তোমার আমার বাসস্থানের উপর উড়ছে, যে পতাকা এদেশের গর্বিত সেনাবাহিনী বহন করে। সেই পতাকার মান রক্ষা নিয়ে কথা বলছি আমি...। যাও সুলতানা! আজকের মত তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।" দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে সুলতানার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল মুদ্দাসিসরা। রাতের অন্ধকারে এক সময় সেই দুধের পেয়ালা ভেঙ্গে গেল এবং বিষ মেশানো দুধ মাটি শুষে নিল। সুলতানার অবস্থা এখন তেমনই হয়ে গেল যেমনটি কোন বিষাক্ত সাপের বিষ নিঃশেষ হয়ে গেলে হয়ে থাকে।

* * *

আগের বাড়িতেই নজরবন্দী ফ্লোরা। সেই জ্ঞানী ব্যক্তি তাকে ধর্মীয় তালিম দেয়ার জন্যে রীতিমত তার কাছে আসতে লাগল। দিন যতই যেতে লাগল ফ্লোরাকে তালিমদানকারী জ্ঞানী লোকটি তালিমের সময় বাড়াতে লাগল। সে ধীরে ধীরে ফ্লোরার কাছে বেশী সময় কাটাতে লাগল। ফ্লোরা তার এই উস্তাদের কাছে নিজেকে মেলে ধরল। দু'এক দিন তাকে শুনিয়ে দিল—আপনি আসতে দেরী হলে আপনার অপেক্ষায় আমার মাথা ব্যথা করতে থাকে, আমার চোখ জ্বলতে শুরু করে। আপনার স্থানে যদি অন্য কেউ হতো, তাহলে আমি আর কখনও কথাই বলতাম না।"

ফ্লোরার উস্তাদ এখন পড়ানোর চেয়ে তার ব্যক্তিগত বিষয়েই বেশী আগ্রহী হয়ে পড়েছে। সে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ফ্লোরার সাথে এভাবে গল্প করত যেন সে ফ্লোরার বান্ধবী ও অন্তরঙ্গ কেউ। এরপর যতটুকু সময় পেত তাতে অল্পস্বল্প ধর্মীয় তালিম দিতো। ফ্লোরা শুরুতে তার মুখোমুখি বসতো, এখন তার পাশে বসতে শুরু করল। কয়েক দিন পর ফ্লোরা তার গায়ে গা লাগিয়ে বসতে শুরু করল। সে তার কিতাবের উপর এভাবে ঝুঁকে বসতো যে তার এলোচুলগুলো তার উস্তাদের চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত। এক সময় ফ্লোরা তার বাজু উস্তাদের কাঁধে রাখল। এমতাবস্থায় উস্তাদের হাত তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফ্লোরার কোমড়ে স্থাপিত হল। ফ্লোরা উস্তাদের স্পর্শে তার দিকে তাকিয়ে এভাবে একটি মুচকি হাসি দিল যে, তার অনেক দিনের বাসনা তিনি পূর্ণ করেছেন, তার তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে পানি সিঞ্চন করেছেন।

"আপনি আমাকে বলেন মনের মধ্যে আল্লাহ্‌র মহব্বত পয়দা করতে, কিন্তু আমার মন তো আপনার মহব্বতের জন্যে তরফাতে থাকে, এটা গোনাহ্‌ না তো?" বলল ফ্লোরা।

"না, না, গোনাহ্‌ হবে কেন।" বলল উস্তাদ।

ফ্লোরা তার কোমল তুলতুলে গণ্ড উস্তাদের গণ্ডদ্বয়ের সাথে স্পর্শ করল এবং একটু দূরে সরে গেল। ফ্লোরার শরীরের স্পর্শে উস্তাদ ভুলে গেল তার কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা। কারণ ফ্লোরা তার মধ্যেকার সুপ্ত আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

এরপর টানা কয়েকদিন ফ্লোরা উস্তাদের প্রতি তার আগ্রহ ও মহব্বতের আধিক্যের কথা বলতে থাকল এবং এমন হাবভাব দেখাতে লাগল যে, তার মহব্বত তার ভালোবাসায় ফ্লোরা পাগল হয়ে যাচ্ছে। ফ্লোরা এই ব্যক্তিটির মনে এক যাদুকন্যার মত প্রভাব সৃষ্টি করে ফেলল। উস্তাদের মধ্যে এখন আর সেই গম্ভীরতা ও কর্তব্যবোধের দৃঢ়তা নেই।

একদিন ফ্লোরা তার উস্তাদকে বলল, সারাদিন সে একাকী থাকে, এই একাকীত্ব তাকে পীড়া দেয় এবং ক্ষুব্ধ করে তুলে তার হৃদয়। সে উস্তাদকে বলল, একটি রশি হলে ঘরের সামনের গাছে সে দোলনা বানিয়ে দুলতে পারত। তাহলে তার সময়গুলো ভালো কাটতো। ফ্লোরার উস্তাদ তার কথা শুনে বলল—ঠিক আছে, আমি আগামীকাল একটি রশি নিয়ে আসব।

পরের দিন দ্বিপ্রহরের পর ফ্লোরার উস্তাদ যখন তার কাছে এলেন, তখন তিনি সাথে করে একটি লম্বা রশি নিয়ে এলেন। রশি দেখে প্রহরী তিন মহিলা তাকে বারণ করেছিল। তারা বলেছিল এই মেয়ে কয়েদী, সে এই রশি দিয়ে

পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু উস্তাদ তাদের বলল, আগামীকাল তোমাদের কেউ গাছে উঠে রশি বেধে দিবে, দোলনাটি তোমাদের সময় কাটানোর জন্যেও একটি ভালো ব্যবস্থা হবে।

উস্তাদের কথায় প্রহরী মহিলারাও আর দ্বিমত করল না। তারাও প্রত্যক্ষ করছিল, ফ্লোরা খুবই সাদাসিধে মেয়ে। কোন উচ্চবাচ্য করে না, দুষ্টুমী ও বিশৃঙ্খলা ঘটায় না। এমন কোনা কাজই সে করে না যে, তার উপর কোন ধরনের পালানোর সন্দেহ করা যায়।

সন্ধ্যায় ফ্লোরার উস্তাদ চলে গেল। রাত নামতেই চারদিকে ছেয়ে গেল গাঢ় অন্ধকার। ধীরে ধীরে রাত গভীর হতে থাকল। দুই মহিলা অন্য কক্ষে এবং এক মহিলা ফ্লোরার কক্ষে শয়ন করল। ফ্লোরা ঘুমাল না।

রাত দ্বিপ্রহরের কিছুক্ষণ আগে শয়ন থেকে উঠল ফ্লোরা। তার কক্ষে যে মহিলা শয়ন করেছিল সে গভীর ঘুমে অচেতন। ফ্লোরা তার বুকে বসে উভয় হাঁটু বুকের উপর রেখে দু'হাতে তার গলা চেপে ধরল। মহিলা তরফাতে শুরু করল কিন্তু শক্তিশালী যুবতী ফ্লোরাকে টলাতে পারল না। ফ্লোরা তার হাতের চাপ আরো বাড়িয়ে দিল মহিলার তরফানো দেখে। অল্পক্ষণের মধ্যেই মহিলা নিস্তেজ হয়ে গেল।

ফ্লোরা রশিটি হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে চলে এল। আঙিনায় ছিল একটি মইয়ের মতো সিঁড়ি। বাড়ির বেষ্টনী দেয়াল ছিল যথেষ্ট উঁচু। ফ্লোরা সিঁড়ি বেয়ে বাড়ির ছাদে উঠে রশিটি ছাদের রেলিং এর সাথে বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দিল এবং রশি বেয়ে নীচে নেমে এল। সে আগে থেকেই স্থির করেছিল কোথায় যাবে সে। সেই উদ্দেশে শহরের গলিপথে হারিয়ে গেল।

ফ্লোরা সেই রাতে শহরের এক বাড়িতে গিয়ে উঠল। কিন্তু কার বাড়িতে সে উঠেছিল ইতিহাসের কোথাও তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। শুধু এতটুকু জানা যায়, ফ্লোরা বন্দী হওয়ার আগে তার মায়ের সাথে কয়েকবার গিয়েছিল সেই বাড়িতে। সেই লোকটিও ছিল একজন পরিচয় গোপনকারী খৃস্টান এবং খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তি। বহু লোক তার কাছে যাতায়াত করত। ইলুগাইস যখন বেশ বদল করে কর্ডোভায় আসত, তখন এই লোকের বাড়িতেই থাকত।

সেই গুপ্তচর খৃস্টান গভীর রাতে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলে ফ্লোরাকে দেখে অবাক হল। বাড়িওয়ালা লোকটি দ্রুত ফ্লোরাকে ঘরের ভিতরে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। ফ্লোরা তাকে জানাল কিভাবে সে ফেরার হয়েছে।

“আমার ঘরে তোমাকে কতোদিন বন্দী থাকতে হবে আমি জানি না।” বলল বাড়ির মালিক। আগামীকালই আমি খবর পাঠিয়ে দেবো। কেউ এসে সুযোগ মত তোমাকে নিয়ে যাবে।”

“আমার মায়ের কি কোন সংবাদ আছে? মা কোথায় এখন?”

“তোমার ভাই বদর তোমার মা ও ছোট বোন বালাদিকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। তারা দু’তিনদিন আমার এখানে ছিল। এরপর তাদেরকে আমি অনেক দূরে পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমি কর্ডোভা থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে যেভাবেই হোক তোমার মা তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। সেই ব্যবস্থা আমি করে দেবো। আমার উস্তাদ ইলুগাইস দু’চারদিনের মধ্যে এখানে আসবে, তোমার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়ে যেতে পারে।”

ইলুগাইস! আহ্... ইলুগাইস! শিশুদের মতো খুশীতে নেচে উঠল ফ্লোরা। মা আমাকে বহুবার ইলুগাইসের কথা বলেছে। মা আমাকে বলেছে ইলুগাইস তার জীবন, যৌবন, আবেগ-উচ্ছ্বাস সবই ইসলামের পতন ও খৃস্টবাদের প্রতিষ্ঠার জন্যে উৎসর্গ করে দিয়েছে।”

ইলুগাইস এখনও খুবই সুদর্শন যুবকের মত-বলল আশ্রয়দাতা। সে জীবনে বিয়ে না করার শপথ করেছে। সে তার আবেগ-উচ্ছ্বাস, রাগ-অনুরাগ, জীবন যৌবন সবই শুধু ঈসা মসীহর জন্যে উৎসর্গ করেনি, সে স্পেনে খৃস্টবাদের পুনরুত্থানের জন্যে অকল্পনীয় কাজ করছে। স্পেনের শাসক আব্দুর রহমানের হারেমের সবচেয়ে সুন্দরী রক্ষিতা সুলতানা ও রাজ দরবারের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি যারয়াব তার একান্ত ভক্ত ও শিষ্য।”

“এই দু’জনের উপর যদি তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে তাহলে আমরা খুব তাড়াতাড়িই সফল হবো।” বলল ফ্লোরা।

“না, এদের কারো উপরই আমাদের আস্থা তেমন নেই।” বলল আশ্রয় দাতা। কারণ এরা উভয়েই মুসলমান। তাছাড়া একজন শিল্পী, অপরজন নিছকই একজন রক্ষিতা। এরা দরবারী লোক, তোষামোদী ও স্বার্থপর। এদের সাথে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে আমরা কথা বলি...। আমি তোমাকে বলছিলাম সুলতানার কথা। সুলতানা অস্বাভাবিক সুন্দরী। ইলুগাইস তার বাড়িতে একান্তে রাত যাপন করেছে, কিন্তু নিজেকে সর্বোতভাবে উপস্থাপন করেও এই ভয়ঙ্কর সুন্দরী তরুণী ইলুগাইসকে জয় করতে পারেনি।

ফ্লোরাও সুলতানার মতোই অনিন্দ্য সুন্দরী। তাছাড়া তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো সে ছিল কুমারী ও খৃষ্টবাদের জন্যে নিবেদিতা। সেও তার

সৌন্দর্যের যাদুর সফল ব্যবহার করে বিস্ময়কর ফল প্রত্যক্ষ করেছে। সৌন্দর্যের যাদু ব্যবহার করে দু'দুবার সে বন্দিদশা থেকে পালিয়েছে। দ্বিতীয়বার জ্ঞানী ব্যক্তিকেও সে ধোঁকা দিয়ে নজরবন্দী থেকে পালাতে সক্ষম হয়। এই দুই ঘটনা দ্বারা ফ্লোরা বুঝতে পেরেছিল—সৌন্দর্য এমন এক শক্তি, নারী ইচ্ছা করলে রূপ-সৌন্দর্যের যাদু ব্যবহার করে যে কোন পুরুষের জ্ঞানকে বিলোপ করে দিতে পারে এবং বীর বাহাদুরকেও দাসে পরিণত করতে পারে। সে নারীত্ব সুলভ উচ্ছ্বাস নিয়ে কখনও ভাবেনি যে সে যথার্থই রূপসী এবং কোন সুন্দর যুবকের বাহুলগ্ন হবে সে। সকল ইতিহাসবিদরাই তার রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছে কিন্তু সে কারো প্রেমে পড়েছিল কিংবা কারো প্রতি আসক্ত ছিল এমনটি কারো বর্ণনাতেই পাওয়া যায়নি। তাকে বলা হয়েছে খৃস্টবাদের জন্যে নিবেদিতা এক তরুণী। সে খৃস্টবাদের জন্যে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে উৎসাহী ছিল।

মুসলিম ইতিহাসবেত্তা ইবনে যাওজী তার রচিত "স্পেনের পরিণতি" গ্রন্থে লিখেছেন—"ফ্লোরা নিজেকে নারী ভাবতেই পারতো না। সে ছিল খৃস্টবাদের জন্যে উন্মাদ, ওকে দেখে কখনও দর্শকরা মনে করত কোন ঐশ্বরিক শক্তি বুঝি ওর মধ্যে ভর করে রয়েছে।"

মুসলমানদের মধ্যে যখন এই আবেগ ও প্রাণশক্তি ছিল তখন আরব সাগর পেরিয়েও ইসলামের সীমানা ইউরোপে বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানরা যখন নারীর প্রতি আসক্ত হতে শুরু করেছে, তখন থেকে ইসলামের মানচিত্র সংকীর্ণ হতে শুরু করে। নারীর অধিক সান্নিধ্যপ্রিয় হওয়ার পর থেকে নারীরা মুসলিম যোদ্ধাদের বুঝাতে শুরু করে যুদ্ধের ময়দানে নয় আমরা তোমাদের হারেমের মধ্যে সব সময় পেতে চাই। সেই থেকে ইসলামের বিস্তৃতি থেমে গেল, ধীরে ধীরে ইসলামের মানচিত্র সংকুচিত হতে হতে ছোট্ট থেকে ছোট্ট হয়ে এলো।

* * *

ফ্লোরা যে রাতে বন্দী দশা থেকে উস্তাদের দেয়া রশি দিয়ে পালিয়ে গেল, সেই রাতের পরের দিন সকাল বেলায় সারা শহর জুড়ে খবর ছড়িয়ে পড়ল, বন্দী মেয়েটি বন্দিদশা থেকে আবার পালিয়ে গেছে। তার ঘরে এক প্রহরী মহিলার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে এবং বাড়ির ছাদে একটি রশি ঝুলে রয়েছে।

ফ্লোরার পালিয়ে যাওয়ার কারণে অপর দুই প্রহরী মহিলাকে গ্রেফতার করে আনা হল। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানাল, ফ্লোরাকে যিনি ধর্মীয় তালিম দেয়ার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন রশি তিনি নিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের কথায় সেই জ্ঞানী ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করা হলো। গ্রেফতার হওয়ার পর জ্ঞানী লোকটি বুঝতে

পারল, আসলে ফ্লোরা তার সৌন্দর্যের চেয়ে বেশী ছিল ধূর্ত ও চালাক। সে তার উপর সৌন্দর্যের যাদু প্রয়োগ করে এবং সারল্যের অভিনয় করে পালিয়ে গেছে। অপরাধ বোধ ও নিজের দায়িত্বহীনতার যাতনায় জ্ঞানী লোকটির স্মৃতি বিভ্রম ও বিবেকবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেলে সে উন্মাদ হয়ে গেল। সে এখন কখনও তার কাপড় ছিড়ে, কখনও নিজের চেহারাই খামচে ক্ষতবিক্ষত করে। সরকারী ব্যবস্থাপনা অবশেষে আর কোন সূত্র উদ্ধার করতে না পেরে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হলো যে, এই লোকের সহায়তাই ফ্লোরা পালিয়েছে এবং একজন নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন দিতে হয়েছে। শেষতক ফ্লোরার খোঁজাখুঁজি প্রশাসনিকভাবে নিষ্প্রয়োজনীয় ভেবে ফ্লোরার বিষয়টি এখানেই শেষ করে দেয়া হয়।

ফ্লোরাকে যে ঘরে লুকিয়ে রাখা হয় সেটি ছিল একজন নিভৃতচারী খৃস্টানের বাড়ি। প্রতিবেশী ছাড়া আর কেউ সেই বাড়িওয়ালাকে জানতো না। কেউ ভাবতেও পারেনি যে, ফ্লোরার মত দৃশ্যত সহজ সরল একটি মেয়ে অবলীলায় একজন মানুষকে খুন করে রাতের আঁধারে এমন কৌশলের আশ্রয় নিয়ে পালাতে পারে এবং এই তরুণী স্পেনের খৃস্টান বিদ্রোহকে এতো তীব্র করে তুলতে পারে। এতো শক্তি জোগাতে পারে। ফ্লোরা স্পেনের খৃস্টান বিদ্রোহে ঐতিহাসিক শক্তি সংযোজন করেছিল। মুসলমানের ঘরে জন্ম নেয়া এই বিভ্রান্ত মেয়েটি যে কতো ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের কারণ হয়েছিল তার বিশদ ব্যাখ্যা অনেক দীর্ঘ। কেউ একথা কল্পনাও করতে পারেনি যে এই মেয়ের প্রতারণার শিকার হয়ে একটি জ্ঞানী লোক এখন শহর জুড়ে পাগল উন্মাদ হয়ে চেচামেচি করে। সেই জ্ঞানী লোকটি এখন কখনও হাসে, কখনও বা কাঁদে আবার কখনও চুপ করে থাকে, আবার বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। দিনে দিনে সেই পাগলের অবস্থা আরো অবনতি হতে থাকলে তার পরিবারবর্গও অতিষ্ট হয়ে ভালো হওয়ার আশা ত্যাগ করল।

কিছুদিন পর সেই পাগলের মতই আরেক নতুন পাগল দেখা গেল শহরে। সে হঠাৎ কোথাও দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে আঙুল উঁচিয়ে কি যেন দেখাত। পাগলের দেখাদেখি বহু লোক জমায়েত হয়ে সূর্যের মধ্যে অজানা জিনিস তালাশ করতে চেষ্টা করতো। বেশী লোক জমায়েত হয়ে গেলে হঠাৎ সেই পাগল সেখান থেকে উধাও হয়ে যেতো। এভাবে জায়গায় জায়গায় লোক জমায়েত করে এক সময় এই নতুন পাগল একটি গলিপথে ঢুকে একটি মোড় ঘুরে সেই বাড়ির মধ্যে বিনা অনুমতিতেই ঢুকে পড়ল। পাগল ঘরে প্রবেশ করে নিজেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। যে বাড়িতে নতুন পাগল প্রবেশ করল সেই বাড়িতেই লুকিয়ে ছিল ফ্লোরা।

পাগলবেশী লোকটিকে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়া দেখে বাড়ির মালিক দু'হাত প্রসারিত করে আবেগ ও উচ্ছ্বাসে বলতে লাগল ইলুগাইস...! আপনার অধীর অপেক্ষায় ছিলাম...। বাড়ির মালিক ইলুগাইসকে জড়িয়ে ধরল।

কিছুক্ষণ পর পাগলবেশী ইলুগাইস রূপ বদল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে নিল। বাড়ির মালিক তাকে ফ্লোরার অবস্থানের কথা জানাল এবং একথাও ব্যক্ত করল ফ্লোরা কেমন করে কিভাবে এখানে এসেছে এবং এ পর্যন্ত কি কি করেছে ও তার উপর দিয়ে কি কি মুসিবত অতিবাহিত হয়েছে। সে যে প্রধান বিচারপতির সামনেও ইসলাম ও ইসলামের পয়গাম্বর সম্পর্কে চরম কটূক্তি ও অশালীন কথাবার্তা বলেছে তাও বাড়িওয়ালা জানাল ইলুগাইসকে।

"আমাকে জলদি তার কাছে নিয়ে চলো।" ফ্লোরার সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল ইলুগাইস। "আমার তো মনে হয় এই মেয়ে কুমারী মেরীর পুনর্জন্ম।"

ফ্লোরা ও ইলুগাইস যখন একে অপরের মুখোমুখি হলো তখন উভয়েই একে অপরকে দেখে থমকে গেল এবং পরস্পরের প্রতি তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর ফ্লোরা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ইলুগাইসের দিকে। সে ইলুগাইসের পদধূলি নেয়ার জন্যে ঝুঁকতে যাবে ঠিক সেই সময় ওকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে নিল ইলুগাইস।

এরপর ফ্লোরার মুখ দু'হাতে তালুবদ্ধ করে ইলুগাইস বলল, "তুমি নিষ্পাপ মেয়ে। মেরীও তোমার মত নিষ্পাপ ছিল, যীশুও তোমার মতই সাদাসিধে মানুষ ছিলেন কিন্তু খৃস্টবাদের জন্য শূলীতে তাঁকে ঝুলানো হয়েছিল। তোমাকেও শূলীতে ঝুলানো হতে পারে, তুমিও তাদের মতই পুণ্যাত্মা হবে।"

"আমার জন্মই তো এ জন্যে।" বলল ফ্লোরা। আমি আমার নিষ্পাপত্বকে কোন কদর্যতা যুক্ত না করেই মৃত্যুবরণ করতে চাই। আপনি কি এই নিশ্চয়তা দিতে পারেন—আমার জীবন, আমার প্রাণ আমার বিশ্বাসের জন্য কোন কাজে লাগবে? আমার রক্ত কি আরব থেকে আসা শত্রুধর্মের পূজারীদের রক্তে বিষের মতো ধ্বংস ডেকে আনতে সক্ষম হবে?"

"দৃঢ় সংকল্প, অভীষ্ট লক্ষ্য ও আত্মপ্রত্যয় থাকলে কোন্ জিনিস না হয়?" ফ্লোরাকে নিজের পাশে বসাতে বসাতে বলল ইলুগাইস। তুমি প্রধান বিচারপতির জনাকীর্ণ আদালতে ওদের ধর্ম ও পয়গাম্বর সম্পর্কে অশালীন কটূক্তি ও গালিগালাজ করে যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছ, তা আমার জন্য নতুন এক পথ খুলে দিয়েছে। আমি এখন থেকে আমার আন্দোলন এ পথেই পরিচালিত

করব। আমি এমন কিছু জানবাজ যোদ্ধা তৈরী করব যারা প্রকাশ্য জনসম্মুখে দাঁড়িয়ে ইসলাম সম্পর্কে কটূক্তি ও গালিগালাজ করবে, এর ফলে তারা গ্রেফতার হবে, শাস্তি হবে তাদের। কিন্তু সেদিনই বিকেলে আরো কয়েকজন শহরের কেন্দ্রে ঠিক এমনই কাণ্ড ঘটাবে।"

"তাতে অর্জনটা হবে কি?" জিজ্ঞেস করল বাড়িওয়ালা।

"এসব লোককে যখন গ্রেফতার করে শাস্তি দেয়া হবে তখন অন্যান্য লোকদের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা জন্ম নিবে।" বলল উলুগাইস। গির্জাগুলোয় আমরা এই প্রোপাগাণ্ডা শুরু করে দেবো যে, খৃস্টানদের ধরে নিয়ে কয়েদখানায় এমন নির্মম শাস্তি দেয়া হচ্ছে যা মানুষের পক্ষে কল্পনাও করা সম্ভব নয়। আমরা আমাদের জাতিকে এভাবে উস্কে দেব, আবেগ-উত্তেজনায় সারা জাতি প্লাবনের মতো প্রচণ্ড ঝড়ের গতিতে সারা স্পেনে তুফান সৃষ্টি করবে, এই ঝড়-তুফানে ভেসে যাবে ওদের মসনদ ও প্রশাসন। প্রতি ক্ষেত্রেই আমরা বিশৃঙ্খলা ও অরাজক পরিস্থিতির জন্ম দেবো।"

"প্রশাসনের সাথে সংঘাতে যাওয়াও সহজ ব্যাপার নয়।" বলল ফ্লোরা। মুরিদার বিদ্রোহের পরিণতি তো দেখলেন, কতো লোককে গণহত্যার শিকার হতে হয়েছে! খৃস্টানদের ঘরবাড়ি বিনা অপরাধেও জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। এসব না করে আমরা কি ওদের মতো নিয়মিত সেনাবাহিনী তৈরী করতে পারি না?"

"এখনও সেই সময় আসেনি।" বলল উলুগাইস। "আমি লক্ষ্য করছি, আমাদের অনেক বেশী লোক ক্ষয় হচ্ছে, তবুও বিদ্রোহের এই রীতি আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে, বিদ্রোহকে যদি ক্ষতিকর ভেবে আমরা মুসলমানদের সুস্থিরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও অবকাশ নেয়ার সুযোগ দেই, তাহলে ওরা ফ্রান্স আক্রমণ করে ফ্রান্সের শক্তিকেই দুর্বল করে দিবে। এরূপ হলে সারা ইউরোপে ইসলামের বিস্তৃত হওয়ার গতিকে কেউ রোধ করতে পারবে না। স্পেনের ইতিহাস পড়ে দেখো, ইতিপূর্বে ফ্রান্সে কয়েকবার আক্রমণের চেষ্টা করা হয়েছে। সেই হামলার সেনাপতির নামও ছিল আব্দুর রহমান। সেও ফ্রান্সকে জয় করেই নিয়েছিল প্রায়। আমরা আবার তেমনটির পুনরাবৃত্তি হতে দেবো না।"

"আপনি কি ফ্রান্স থেকে রীতিমত সহযোগিতা পাচ্ছেন?" ইলুগাইসকে জিজ্ঞেস করল ফ্লোরা।

"বিদ্রোহগুলোতে ফ্রান্সের সহযোগিতা হচ্ছে—জবাব দিল উলুগাইস। বর্তমান স্পেন শাসক আব্দুর রহমান কিছুদিন আগেও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সেনাভিযানে বের হয়েছিল, এই খবর পেয়ে আমরা মুরিদায় বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটিয়ে আব্দুর

রহমান ও তার সেনাবাহিনীকে ফ্রান্স আক্রমণ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলাম। ফ্রান্স শুধু আমাদের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামরিক সমর্থকই নয়; আমাদের সবকিছুর কেন্দ্রস্থল।"

"এখন কি পরিকল্পনা করছেন?" জিজ্ঞেস করল বাড়িওলায়া।

"এখন আমরা তালিতায় বিদ্রোহের আয়োজন করছি। এই উদ্দেশেই আমি কর্ডোভায় এসেছি। এখানকার কয়েকজন লোকের সাথে আমাকে সাক্ষাৎ করতে হবে। আমাদের বিদ্রোহের আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। সামরিক ইউনিটগুলো কর্ডোভার সৈন্যদের উপর রাতের অন্ধকারে গুপ্ত হামলা চালাচ্ছে। ওখানকার গভর্নর মোস্তফা ওয়াসীম এখনও এসব গুপ্ত হামলাকে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে না, তারা এসব ঘটনাকে ডাকাতি ও সন্ত্রাসী ঘটনা বলে অভিহিত করছে। আমাদের অসুবিধা হলো, তালিতার অধিবাসীরা এখন বিদ্রোহের জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পারছে না। এর কারণ হলো, মুরিদার বিদ্রোহ দমনে সরকারী সেনারা খুবই নির্মমতার আশ্রয় নিয়েছিল। বিদ্রোহী নেতাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল, আর খৃস্টান নাগরিকদেরকে ঘর থেকে খুঁজে খুঁজে ধরে এনে হত্যা করে। ওখানকার বহু লোক পালিয়ে এসে তালিতায় আশ্রয় নিয়েছে। তারা তালিতাবাসীর মনে ভীতি সৃষ্টি করে দিয়েছে। ওরা এখনও বলছে—যতো কিছু পারো কর, কিন্তু কখনও বিদ্রোহ করতে যেয়ো না...।

পালিয়ে আসা লোকদের এই ভীতি সৃষ্টিকারী বর্ণনা আমাদের জন্যে সমস্যা সৃষ্টি করছে। আমাদের হাতে কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষিত যুবক রয়েছে। এরা কর্ডোভার সেনাদের টহল দল ও ছোট্ট ছোট্ট সেনা চৌকিগুলোতে আক্রমণ করে সফল হচ্ছে। আমাদের দরকার হলো, মুরিদার মতো এক সাথে তালিতার সকল অধিবাসীর বিদ্রোহ করা। ট্যাক্স ও খাযনা দিতে অস্বীকৃতি জানানো এবং গভর্নর ওয়াসীমের বাড়িতে আক্রমণ করে তাকে গ্রেফতার করে শহরের নিয়ন্ত্রণ খৃস্টানদের হাতে নিয়ে নেয়া। ফরাসী সম্রাট লুই খবর পাঠিয়েছেন, তিনি নাগরিক বেশে তার সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য আমাদের সহযোগিতার জন্যে পাঠাবেন। কিন্তু তিনি এই আশ্বাস চান যে, মুরিদাবাসীর মতো তালিতার অধিবাসীরা যাতে হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্পণ না করে। আমার জন্য মুশকিল হলো, আমি লুইকে তালিতাবাসীর প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে পারছি না।"

"হাশেম কামার কি সেখানে গেছে? সেও কি লোকদের পক্ষে আনতে পারেনি?" জিজ্ঞেস করল বাড়িওয়ালা।

"আমাদের যে সামরিক দলটি তৈরী হয়েছে তা তো তারই কীর্তি।" বলল ইলুগাইস। আমি তার নাম পরিবর্তন করার অনুমতি দেইনি। আমি তাকে

বলেছি—যে তাকে মুসলমান বুঝতে চায় সে মুসলমানই মনে করুক, তাতে কোন অসুবিধা নেই। আর খৃস্টানরা তো জেনেই গেছে সে খৃস্টান। আমি এখন এখানে এসেছি অন্য উদ্দেশে, কিন্তু ফ্লোরা তো আমাকে নতুন আর এক পথ দেখিয়ে দিল। আমি এ থেকেও ফায়দা উঠাতে চাই। এর ফায়দা হলো, কর্ডোভার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায়ই ব্যস্ত থাকবে কর্ডোভার প্রশাসন।"

সন্ধ্যার পর এক এক করে তিনজন লোক ইলুগাইসের সাথে সাক্ষাতের জন্যে এই বাড়িতে এসে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে চলে গেল।

* * *

বাড়িটি নেহায়েত ছোট্ট নয়। রীতিমত প্রাসাদের মতো এর ভিতরটা। বাইরে থেকে এর ভিতরকার অবস্থা বুঝা যায় না। বাড়িওয়ালা ফ্লোরা ও ইলুগাইসের জন্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দু'টি কক্ষে শোয়ার ব্যবস্থা করল এবং নিজেও অন্যকক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ইলুগাইস ও ফ্লোরা দীর্ঘসময় কথাবার্তা বলল। এরা উভয়েই ছিল খৃস্টবাদের পূজারী, পক্ষান্তরে স্পেন থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিতাড়নের জন্যে জীবনত্যাগী। তারা পারস্পরিক ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে কথাবার্তা বলল। ফ্লোরা ইলুগাইসকে জিজ্ঞেস করল, সে কি পছন্দমত কোন মেয়ে না পাওয়ার কারণে বিয়ে করেনি, না এই মিশনের প্রয়োজনে বিয়ে করেনি?"

"আমিও একজন মানুষ ফ্লোরা। কোন মানুষই এই দাবী করতে পারে না যে, সে তার জীবন চাহিদা, আবেগ-অনুরাগকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। অবশ্য একসময় আমিও আবেগ অনুরাগকে হত্যা করে ফেলেছি বলে দাবী করতাম, কিন্তু আসলে এই দাবী ঠিক নয়। তুমি এখনও কুমারী, তাই তোমার পক্ষে আমার কথাগুলো বুঝা মুশকিল। মানুষ জীবনকে বিলিয়ে দিতে পারে কিন্তু আবেগ অনুরাগকে সবাই দমিয়ে রাখতে পারে না। আমি ধর্মের জন্যে এতোটাই পাগল হয়ে গিয়েছি যে, আমার কাছে পৃথিবীর আর কিছুই ভালো লাগে না। এই ধর্মীয় উত্তেজনায় আমি এক সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম জীবনে কখনও বিয়ে করব না।

তিনটি মেয়ে আমাকে বিয়ে করার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু আমি বিয়েটাকে একটা শিকল মনে করতাম; ভাবতাম এরা বিয়ের নামে আমাকে শিকলে জড়িয়ে ফেলবে, আমি লক্ষ্যে পৌছতে পারব না।"

ফ্লোরা ইলুগাইসকে এমন তন্ময় হয়ে দেখছিল যে, তার এই দৃষ্টির মধ্যে যেমন ছিল ইলুগাইসের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, তেমনই ছিল মায়ামমতা। সেই সাথে ফ্লোরা ইলুগাইসকে এ ভাবেই দেখছিল যেন সে ইলুগাইসের মধ্যে নিজেকে বিলুপ্ত করে দিতে পারলে ধন্য হতো।

"আমি নিজের কষ্টের জন্য কাঁদছি না ফ্লোরা। আমি এসব বলে তোমাকে এটাই বুঝাতে চাচ্ছি যে, যে কোন মিশনের জন্যে এমন ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে যা অন্য সাধারণ দশটি মানুষ করতে পারে না। কোন মিশনকে সফল করতে হলে তোমাকে আগুন হজম করতে হবে, বিষ পান করতে হবে এবং নিজের গলা নিজেই কোন সময় টিপে ধরতে হবে। আমি এ শিক্ষা মুসলমানদের কাছ থেকে শিখেছি এবং এসবের পরিণামের বিষয়টিও ওদের কাছ থেকেই পেয়েছি।

আমি ওদের কুরআন পড়েছি এবং তাদের গবেষকদের তফসীর পড়েছি। কুরআন ও তফসীর পড়ে আমি এতোটাই প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু প্রভু হয়তো আমার দ্বারা ভিন্ন কাজ নিতে চাইলেন। আমি ইসলাম গ্রহণ না করে বরং ইসলামের বিরুদ্ধে লেগে গেলাম...।

তোমার জেনে রাখা দরকার, যতদিন পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল ততদিন ইসলামের বিস্তৃতি অব্যাহত ছিল এবং তারা যে দেশেই পদার্পণ করেছে তাদের কাজকর্ম, চালচলন দেখে সেখানকার মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। আমাদের বাপ-দাদাদের কেউ কোন সময় ওদের মধ্যে নারীর রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছিল এবং ওদের সামনে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল এবং ক্ষমতা ও দৌলতের প্রতি লিপ্সা তৈরী করে ফেলেছিল সেই থেকেই মুসলমানদের শুরু হল অধঃপতন। ইসলাম এ দেশে এখনও বিদ্যমান আছে শুধু কিছু সংখ্যক লোকের কারণে, যারা এখনও ইসলামের জন্যে জীবন ও আবেগ-অনুরাগ উৎসর্গ করে রেখেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কর্ডোভার কতিপয় সেনাপতি ও আরব বংশোদ্ভূত কিছু জানবাজ মহিলা রয়েছে। অন্যথায় ওদের শাসক, আমীর শ্রেণী ও শাসকগোষ্ঠী তো ইসলামের শিকড় অনেক আগেই কেটে ফেলেছে। আমি ওদের কাছ থেকেই শিখেছি জীবন ও আবেগের কুরবানী দিতে পারলে সাফল্য তোমার পায়ে লুটোপুটি দিতে বাধ্য...।

"ফ্লোরা! আমার আবেগ ও অনুভূতি ছিল খুবই স্পর্শকাতর। অতি শৈশবেই আমি মা-বাবা উভয়কেই হারিয়েছি। জীবনে আদর কি জিনিস তা আমি অনুভব করতে পারিনি। যখন আমি খুবই ক্লান্ত বা পেরেশান হয়ে পড়ি তখন হৃদয়টার মধ্যে খুবই মায়ামমতার তৃষ্ণা অনুভব করি, সেই তৃষ্ণা হয়তো আমার হৃদয়ের তৃষ্ণা। তখন আমি যে এতো কিছু করি সব ভুলে একটা সাধারণ মানুষের মতো হয়ে যাই, একটা শূন্যতা অনুভব করি। কিন্তু বুঝতে পারি না কিসের অভাবজনিত শূন্যতা। কখনও কখনও আমি একাকী বিছানায় হাত ফেরাতে

থাকি, কি যেন খুঁজে ফিরে আমার হাত। অবশ্য এক সময় নিজেই নিজের মনের সাথে যুদ্ধ করে আবেগকে সামলাতে সক্ষম হই এবং চিন্তা করতে শুরু করি—আমাকে এসব ফালতু বিষয় নিয়ে সময়ক্ষেপণ করলে হবে না, ইসলামের শিকড় স্পেন থেকে উপড়ে ফেলার কাজ আরো ত্বরান্বিত করতে হবে...। ওহ্! ফ্লোরা! তোমার ঘুম আসছে, যাও। তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়।"

ফ্লোরা নীরবে উঠে তার জন্যে রক্ষিত কক্ষে চল গেল।

* * *

শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল ইলুগাইস। কিন্তু ফ্লোরা ঘুমাতে পারল না। তার কানে তখনও ইলুগাইসের ধীরস্থির আবেগপূর্ণ কথাগুরো ধ্বনিত হচ্ছিল। সে ভাবতে লাগল—লোকটি কতো তৃষ্ণার্ত, কিন্তু তারপরও তার মিশন সে চালিয়ে যাচ্ছে, সে কতো ত্যাগ স্বীকার করছে। লোকটি প্রেম করতে জানে না, কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রেমের আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল ফ্লোরা এবং অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে পায়চারী করতে লাগল। তার শ্বাস ঘন হয়ে উঠছে। এমনটি জীবনে কখনও অনুভব করেনি। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে ইলুগাইসের কক্ষের দিকে রওয়ানা করল ফ্লোরা। সে দরজায় হাত রাখতেই দরজা খুলে গেল। আঙুলে ভর করে সে ইলুগাইসের বিছানার দিকে অগ্রসর হল।

অন্ধকারের মধ্যে ইলুগাইসের খাটে হোঁচট খেয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল ফ্লোরা। ফ্লোরার হাত গিয়ে পড়ল ইলুগাইসের গায়ে। হুড়মুড় করে বিছানা থেকে উঠল ইলুগাইস। ফ্লোরা দু'হাতে হাতড়িয়ে ইলুগাইসের চেহারা খুঁজে ইলুগাইসের দু'গাল তার তালুবদ্ধ করল।

"কে ফ্লোরা?" ক্ষীণ আওয়াজে বলল ইলুগাইস।

"হ্যাঁ, আমি ফ্লোরা।"

"কেন এখানে এলে?"

"তোমার ত্যাগের শ্মশানে আমার ত্যাগের বলি দিতে।" আবেগ জড়ানো স্বরে বলল ফ্লোরা। তোমাকে আমি তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মরতে দেবো না ইলুগাইস! আমি যাই হই না কেন, ভালোবাসার জন্যে তুমি কখনও তৃষ্ণানুভব করো না। আমি কখনও তোমার পায়ে শিকল পরাবো না। তোমাকে নিজের গোলাম বানাতে চেষ্টা করব না। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তুমি আমার দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করে নাও।"

"ফ্লোরাকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে নিল ইলুগাইস। ফ্লোরাকে বুকের সাথে জড়িয়ে সে অনুভব করল, যে জিনিসের অভাব সে এতোদিন অনুভব করতো, সেটি আজ রক্ত মাংসের অবয়বে তার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ। সে ফ্লোরাকে বন্ধনমুক্ত করে বলল, একটু দাঁড়াও ফ্লোরা। আমি আলো জ্বালিয়ে নেই, তোমাকে একটু দেখে নেই। তোমাকে দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছে।"

বাতির আলোয় আলোকিত হয়ে গেল গোটা কক্ষ। নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে লেখা আছে, ফ্লোরা ও ইলুগাইস এক ঘরে প্রথম সাক্ষাতেই একে অপরের কাছে নিজেদের সোপর্দ করে দিয়েছিল। ফ্লোরা ত্যাগের মহিমা প্রকাশের জন্যে বন্দীদশা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল কিন্তু ইলুগাইস ও ফ্লোরা প্রথম সাক্ষাতেই একে অন্যের প্রতি এতোটাই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল যে, বাকী জীবনটা ওরা একে অন্যকে ছাড়া বাঁচার কল্পনাও করতে পারতো না। কিন্তু ওরা বিয়ে করেনি।

ফ্লোরা ইলুগাইসকে পেয়ে তার জীবন, যৌবন, আবেগ অনুভূতি ও নারীত্ব খৃস্টবাদ ও ইলুগাইসের প্রশান্তির জন্যে নিবেদন করল। ওরা তিন চার দিন ওই বাড়িতে থাকল। এ সময়ে কতিপয় নেতৃস্থানীয় পাদ্রী ইলুগাইসের সাথে সাক্ষাৎ করল। ওদের নিয়ে নতুন এক পরিকল্পনা করল ইলুগাইস এবং চারদিন পর ফ্লোরাকে সাথে নিয়ে বেশ বদল করে কর্ডোভা ত্যাগ করল ইলুগাইস।

* * *

ইলুগাইস গোপনে কর্ডোভায় এসে এখানকার খৃস্টান নেতা ও নেতৃস্থানীয় পাদ্রীদের সাথে গোপন বৈঠক ও পরিকল্পনা করে চলে যাওয়ার পর প্রথম রবিবারের সাপ্তাহিক খৃস্টীয় উপাসনার দিনে প্রত্যেক গির্জায় পাদ্রীরা একই বিষয়ের উপর বক্তৃতার ঝড় বইয়ে দিল। কর্ডোভার সব ক'টি গির্জাতেই পাদ্রীরা বলল—যীশুকে খৃস্টবাদের দাওয়াতের জন্যে শূলে চড়ানো হয়েছিল আর এখন খৃস্টবাদের উপাসনা করার অপরাধে কর্ডোভার প্রতিটি খৃস্টবাদীকেই শূলে চড়ানোর আয়োজন চলছে। খৃস্টান হওয়ার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে এক খৃস্টান তরুণীকে। সে কাজীর দরবারে ইসলাম সম্পর্কে মন্দ বলার কারণে তাকে কয়েদখানার বদলে একটি নির্জন বাড়িতে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। এখন শোনা যাচ্ছে সেই মেয়েটি বন্দীশালায় নেই। তাকে কোথায় গায়েব করে দেয়া হয়েছে কেউ বলতে পারে না।"

"এভাবে প্রতিটি গির্জায় এই ঘটনাকে ধর্মীয় রঙ দিয়ে গির্জায় আগত ব্যক্তিদের মধ্যে ধর্মীয় উত্তেজনা ছড়িয়ে দিল পাদ্রীরা। পাদ্রীরা খৃস্টান পূজারীদের উদ্দেশে বলল, প্রত্যেক খৃস্টানের উচিত, ফ্লোরা যে আদর্শ স্থাপন করেছে, সেই

আদর্শকে অনুসরণ করা এবং তার মতই ভূমিকা পালন করা। আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে ফ্লোরার ভূমিকা পালন ছাড়া আমাদের আর কোন বিকল্প নেই। এই অপরাধে যদি আমাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, তাতেও আমাদের পিছপা হলে চলবে না।"

সেই গির্জা থেকে এই কথাও বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল, ফ্লোরাকে যে বাড়িতে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেই বাড়িতে বড় বড় বিচারক ও আমীর উমারারা নিয়মিত যাতায়াত করত। আবার একথাও প্রচার হতে লাগল যে, ফ্লোরাকে আমীর আব্দুর রহমান তার হারেমে লুকিয়ে ফেলেছে।"

এসব অপপ্রচার খৃষ্টবাদের আন্দোলনের অংশে পরিণত হলো। কর্ডোভার প্রতিটি খৃস্টান ঘরে এসব কথা পৌছে গেল। এরপর এক পাদ্রী এই অপপ্রচারে নতুন মাত্রা যোগ করল। সে বাজারে গেলে কয়েকজন মুসলমান তাকে এসব ভিত্তিহীন অপপ্রচারের কথা জিজ্ঞেস করলো। তারা বলল, "ইসলামে এমন কোন শাস্তির ব্যবস্থা নেই যে, কোন নারীকে আলাদা কোন বাড়িতে অন্তরীণ রেখে সেখানে বিচারকরা যাতায়াত করবে।"

মুসলমানদের কথা শুনে এই পাদ্রী খৃস্টবাদের প্রশংসা ও ইসলামের বিরুদ্ধে কটূক্তি শুরু করে দিল। ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে—পাদ্রী মুসলমানদের উদ্দেশে বলেছিল, আমরা ঈসাকে খোদা ও খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করি। তিনি বলে গেছেন—"আমার পরে যতো লোক নবী বলে দাবী করবে সবাই মিথ্যাবাদী।" (নাউযুবিল্লাহ) এই পাদ্রী রসূল (সা.) সম্পর্কেও কটূক্তি শুরু করে দিল।

ইসলাম ও ইসলামের পয়গাম্বর সম্পর্কে অশালীন কটূক্তি করায় মুসলমানরা পাদ্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় কোন মুরুব্বী শ্রেণীর লোক বলল—আইনকে এভাবে হাতে তুলে নেয়া ঠিক নয়, ওকে কাজীর দরবারে হাজির করা হোক। মুরুব্বী লোকের কথায় মুসলমানরা পাদ্রীকে ধরে নিয়ে কাজির দরবারে হাজির করলে কাজী তাকে বললেন, "তুমি আত্মপক্ষ সমর্থনে যা ইচ্ছা তাই বলতে পার, সে সরাসরি মিথ্যা বলল এবং দাবী করল আমি এমন কোন কথাই বলিনি।" কিন্তু বহু সাক্ষী পাদ্রীর মিথ্যা প্রমাণ করে দিল। কাজী সাক্ষীদের কথা দ্বারা অকাট্ট প্রমাণ পেয়ে পাদ্রীকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। ৮৫০ খৃস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল ঈদুল ফিতরের নামাযান্তে ইদগাহ ময়দানেই সেই পাদ্রীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হল।

* * *

একদিন পর আরেক ব্যবসায়ী একই অপরাধ করল। সে বাজারের গলিতে ঘুরে ঘুরে রাসূল ও কুরআনের কসম করছিল। মুসলমানরা তাকে বাঁধা দিল এই বলে যে, কোন অমুসলিম কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর কসম করতে পারে না। তখন ওই ব্যবসায়ী বলতে শুরু করল—তোমরা মিথ্যা বলছো, তাই আমি মিথ্যা ধর্মের কসম করছি। মুসলমানরা তাকে গালমন্দ করলে সে ক্ষমা প্রার্থনা করল কিন্তু কিছু লোক ওকে ধরে কাজীর দরবারে নিয়ে গেল। কাজীর কাছে এই খৃস্টান ব্যবসায়ী ক্ষমা প্রার্থনা করলে কাজী তাকে কয়েকমাসের কারাদণ্ড দিয়ে দিলেন।

ইলুগাইস সেই খৃস্টান ব্যবসায়ীর সাথে পরিচয় গোপন করে সাক্ষাৎ করে জনসন্মুখে একথা প্রচার করল যে, কয়েদখানায় 'তুয়েন' নামের এক ব্যবসায়ীকে শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং প্রতিদিনই তাকে প্রহার করা হচ্ছে। ইলুগাইস গির্জাগুলোতেও এই অপপ্রচার চালানোর নির্দেশ দিল। এতে খৃস্টানরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। এই অপপ্রচারে আরেক পাদ্রীও এমন কাজ করার জন্যে প্রস্তুতি নিল। সে কাজীর দরবারে গিয়ে বলল, তাকে যদি ইসলাম সত্য ধর্ম একথা স্বীকার করাতে পারে তবে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে।

কাজী তাকে বিভিন্ন দলীল দিয়ে বুঝাতে শুরু করলেন। এক পর্যায়ে কাজী যখন থামলেন, তখন পাদ্রী ইসলাম সম্পর্কে অশ্রাব্য কথাবার্তা বলতে শুরু করল, কারণ সে কাজীর দরবারেই গিয়েছিল ইসলামের অবমাননা করার জন্য। কাজী তাকে গ্রেফতার করালেন তবে ওর বিরুদ্ধে কোন দণ্ডাদেশ না দিয়ে আমীর আব্দুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে বলে দিলেন। তিনি আব্দুর রহমানকে জানালেন, "খৃস্টানরা ইসলামের অবমাননার নতুন কৌশল শুরু করেছে—এদেরকে কি দীর্ঘ মেয়াদে কারাদণ্ডাদেশ দেয়া হবে না মৃত্যুদণ্ড?"

"মৃত্যুদণ্ড!" নির্দেশ দিলেন আমীর আব্দুর রহমান। "এমন অপরাধ যেই করবে তাকেই প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে এবং তার মৃতদেহ খোলা জায়গায় মানুষের দর্শনের জন্যে কয়েক দিন ঝুলিয়ে রাখা হবে। এরপর এসব মৃতদেহ আত্মীয়-স্বজনকে না দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হবে।"

আমীরের নির্দেশে পাদ্রী আইজাকে ফাঁসী দেয়া হল। কিন্তু এই অপরাধ থামল না। দু'এক দিন পর এমনভাবে আরেক খৃস্টানকে শহরের গলিতে ইসলামের অবমাননার জন্যে গ্রেফতার করা হলো এবং প্রকাশ্যে ফাঁসী দেয়া হলো। এভাবে একমাসেই এগারোজন পাদ্রীকে ইসলামের অবমাননার অপরাধে প্রকাশ্যে ফাঁসীতে ঝুলানো হলো।

* * *

তারোব কন্যা সুলতানার গর্ভ থেকে জন্ম নিল এক পুত্র সন্তান।

“শাহে উন্দলুস আরো এক পুত্র সন্তানের জনক হলেন, “আপনাকে মোবারকবাদ” বলে মোবারকবাদ দিল যারয়াব। আরো বলল, ছেলেটি আপনার প্রতিচ্ছবি এবং তার মায়ের মতোই সৌন্দর্য পেয়েছে। আপনি কি উৎসবের আয়োজন করবেন না? জমকালো অনুষ্ঠান হওয়া উচিত। সুলতানারও খায়েশ হলো, তার প্রথম সন্তানের জন্ম উপলক্ষে এমন উৎসব হবে যে, স্পেনের মানুষ যুগ যুগ ধরে সেই অনুষ্ঠানের কথা মনে রাখবে।”

“হ্যাঁ, হওয়াতো উচিত—তবে আমি একটু ভেবে বলবো।”

“তাহলে আমি আয়োজন শুরু করে দেই।” বলল যারয়াব।

শাহী মহলে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, সুলতানার পুত্র সন্তান প্রসবে বিরাট আকারে উৎসব করা হবে। শাহী মহলের প্রতিটি উৎসব ভিন্নমাত্রা পেত। একটি হতো অপরটির চেয়ে উন্নত ও আড়ম্বরপূর্ণ। শাহী মহলের উৎসব আয়োজনে এমন বিপুল পরিমাণ উপহার উপঢৌকন দেয়া হতো যে, মনে হতো রাষ্ট্রের সকল সম্পদ বুঝি উৎসবের নর্তকী, শিল্পী ও নানাবিধ কীর্তির জন্যে তোষামোদকারী দেরকেই বিলিয়ে দেয়া হবে। উৎসবে শরবতের নামে শরাব দেদারছে পান করা হতো এবং কয়েকদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সব বন্ধ থাকত।

উৎসব আয়োজনের খবর পেয়ে মুদ্দাসিসরা প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ ও প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীমকে ডেকে পাঠাল।

“আমি যদি এ ব্যাপারে শাহেনশাহের সাথে কথা বলি তাহলে তিনি এটিকে ঈর্ষা মনে করবেন।” উভয়ের উদ্দেশে বলল মুদ্দাসিসরা। আপনারা হয়ত শুনে থাকবেন—সুলতানার ছেলে জন্ম দেয়ার কারণে শাহী মহলে রাজকীয় উৎসবের আয়োজন শুরু হয়েছে। আপনারা কি এ ব্যাপারে তার সাথে কথা বলে এই উৎসব বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে পারবেন?”

“আমরা নিজেরা কথা বলেছি। আমরা কোনমতেই এই উৎসবের পক্ষে নই।” বললেন প্রধান সেনাপতি।

“এটা কোনমতেই উৎসব আয়োজনের সময় নয়।” বললেন প্রধানমন্ত্রী। সারা শহরে চলছে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি। প্রতিদিনই কোন না কোন খৃস্টানের লাশ রাজপথে ঝুলাতে হচ্ছে।

“আপনারা যদি নিজেদের মধ্যে কথা বলে থাকেন, তাহলে আর সময় নষ্ট করে কি লাভ? আপনারা আমীরে মুহতারামের কাছে চলে যান।”

প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম ও প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ যখন আমীরে উন্দলুসের দরবারে প্রবেশ করলেন তখন সেখানে বসা ছিল যারয়াব। সে আমীরে উন্দলুসকে বলছিল, "শহরে কোন বিশৃঙ্খলা নেই, পুরোপুরি শান্তি সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা হয়েছে এবং অন্যান্য প্রদেশেও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে।"

"আমীরে মুহতারাম! আমরা ওই উৎসব সম্পর্কে কথা বলতে এসেছি, যে উৎসবের আয়োজন শুরু হয়ে গেছে।" বললেন প্রধান সেনাপতি।

"সেনাবাহিনীর মধ্যে কি উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে?" জিজ্ঞেস করল যারয়াব।

"সেনাবাহিনী যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে তৈরী হচ্ছে।" বললেন প্রধানমন্ত্রী। শহরে যে হারে আইন-শৃঙ্খলা ও শান্তি-নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার ধারা বইছে সেনাবাহিনী তো তা সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছে। এর উপর আবার বিদ্রোহের আগুন সবখানে ছড়িয়ে পড়ছে।"

"আমীরে মুহতারাম! আমরা আপনার কাছ থেকে এ নির্দেশ নিতে এসেছি যে, সেনাবাহিনী উৎসবের প্রস্তুতি নেবে না তালিতা যাওয়ার প্রস্তুতি নেবে? আজ না হোক কাল ঠিকই সাহায্যের পয়গাম আসবে।"

"কিন্তু উৎসবে কতোদিন আর লাগে?" বলল যারয়াব। "কয়েকদিনের প্রস্তুতি আর একদিনের অনুষ্ঠান।"

"পতাকার পতন ঘটতেও আর তত সময় লাগে না যারয়াব।" প্রধান সেনাপতি বললেন।

"সেই সালতানাতের উড্ডীন পতাকার পতন ঘটতে তেমন সময় লাগে না, যে সালতানাতের প্রধান পরামর্শক একজন নৃত্য শিল্পী।" বললেন প্রধানমন্ত্রী। আপনার কি জানা নেই, শহরের আইন-শৃঙ্খলার কতটুকু অবনতি ঘটেছে?"

"আমীর আব্দুর রহমানের চেহারায় দেখা দিল দোদুল্যমানতা। তিনি কিছুটা পেরেশান হয়ে পড়লেন। "আমাকে প্রকৃত ঘটনা বলো। একটু আগে যারয়াব আমাকে বললো—সবকিছুই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।" কিছুটা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন তিনি।

প্রতিদিনই রাজপথে কোন না কোন খৃস্টানের মৃতদেহ ঝুলাতে হচ্ছে।" বললেন প্রধানমন্ত্রী। অথচ ইসলামের অবমাননা করা এসব লোকগুলোর মোটেও মূল কাজ ছিল না, এ সবকিছুই একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ। এই ষড়যন্ত্র যদি নিয়ন্ত্রণে আনা না যায় তাহলে দেশের সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দিবে।

"এসব বিদ্রোহকে আমরা তাৎক্ষণিকভাবেই দমাতে পারবো।" বললো যারয়াব।

"বিদ্রোহ নাচগান ও উৎসব আয়োজন দিয়ে দমানো যায় না যারয়াব!" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন প্রধান সেনাপতি। আপনার পক্ষে অনুধাবন করাও সম্ভব নয়, বিদ্রোহ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পিছনে কোন ধরনের মেধা ও কৌশল কাজ করে থাকে...। "আমীরে মুহ্তারাম! আমরা আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি—স্পেনের মাটি এখন বিদ্রোহ ও চক্রান্তের উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়েছে।"

"এসব বিদ্রোহ ও সন্ত্রাসের প্রধান কারণ হলো আমরা যাতে স্পেনের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়েই ব্যস্ত থাকি।" বললেন আব্দুর রহমান। আর ওই দিকে ফ্রান্স সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হতে থাকবে, যাতে করে এক সময় ওরা আমাদের উপর আক্রমণ করে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আমার মাথা থেকে ফ্রান্স আক্রমণের কথা উবে যায়নি। ফ্রান্সকে দখল করে ইসলামী সালতানাতের মধ্যে শামিল করে নেয়া ছিল আমার উপর অর্পিত অন্যতম কর্তব্য। এই কর্তব্য আমাকে পালন করতেই হবে...। কিন্তু উৎসবে যদি অনুষ্ঠান করা হয় তাহলে কি আর ক্ষতি হয়ে যাবে?"

"না, কিছুই হবে না।" বললেন প্রধানমন্ত্রী। খাযানার কিছু অংশ শূন্য হয়ে যাবে, আর লোকেরা কয়েকদিন উৎসবের নেশায় বুদ হয়ে থাকবে। আমরা আপনাকে বলতে চাই যে, হারেমে একের পর এক শিশু জন্ম নেবে, আর আমাদের এই উৎসব ও পুরস্কারের অব্যাহত আয়োজন সবাইকেই ডুবিয়ে ছাড়বে। এ অবস্থায় আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি মুদ্রা খুব হিসেব করে খরচ করা দরকার।

"এই উৎসব আমাদের জন্যে কোন মর্যাদার বিষয়ও নয় আমীরে মুহতারাম।" বললেন প্রধান সেনাপতি। আমাদের কাজ, মর্যাদা ও সম্মানের সহায়কও নয় এই উৎসব। আমাদেরকে তো আগামী প্রজন্মের জন্য এমন একটি নিদর্শন রেখে যাওয়া উচিত, যে নিদর্শন স্পেনের সীমানাকে আরো দূর পর্যন্ত নিয়ে যাবে—কিন্তু আমরা ভবিষ্যতের জন্যে কি নিদর্শন রেখে যেতে পারছি? আমীরে মুহতারাম! এই ছেলে তো এমন এক মহিলার পেটে জন্ম নিয়েছে, যে আপনার বিবাহিতা স্ত্রী নয়। যেহেতু কিছুদিন যাবত আমাদের এখানে এই রীতি চালু হয়ে গেছে যে, আমাদের শাহী হারেমে অবিবাহিতা মহিলাদেরও রাখা হচ্ছে, এজন্য এটি আমাদের শাহী খান্দানের সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটিকে একবার ভেবে দেখুনতো এটিকে আমাদের শত্রুরা কিভাবে দেখবে? ওরা বলবে, আমীরে উন্দলুস তার নাজায়েয সন্তানের জন্মের উৎসব পালন করছে। ভবিষ্যত প্রজন্ম আমাদের এ উৎসবকে কি বলবে?"

"আমীরে মুহ্তারাম! দেশের প্রকৃত চিত্রের ধারণা আপনাকে শুধু আমরাই দিতে পারি।" বললেন প্রধানমন্ত্রী। আপনার প্রিয় ব্যক্তিদের মত ও পরামর্শই যদি আপনার বেশী ভালো লাগে তাহলে আপনি তাদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিন, আমরা আমাদের উপর অর্পিত কর্তব্য পালনে ত্রুটি করতে পারবো না। আমরা আমাদের ঈমান নষ্ট করতে পারব না, আমাদের আযাদীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন।"

এবার আমীর আব্দুর রহমানের চেহারা কিছুটা পরিষ্কার হয়ে উঠল। এতোক্ষণ তিনি দ্বিধান্বিত ছিলেন। তিনি সঙ্গীত ও সুন্দরী নারীর প্রতি খুবই আসক্ত ছিলেন যা আগে বহুবার বলা হয়েছে। এটিই ছিল তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। এই দুর্বলতা যখন তার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠতো তখন তিনি সম্পূর্ণ ভুলে যেতেন—স্পেনের ভবিষ্যৎ কতো অবনতির দিকে যাচ্ছে, স্পেনের মুসলমানরা দিনদিন কতো ভয়ঙ্কর শত্রুদের আক্রমণের চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের মুখে পতিত হয়েছে।

আব্দুর রহমানের অপর দুর্বলতা ছিল তিনি তোষামোদকারীদের পছন্দ করতেন। এটা কমবেশী প্রায় শাসকের মধ্যেই থাকে। মানুষ বাস্তবতা ভুলে গিয়ে যেভাবে মদের নেশার মধ্যে স্বস্তি খুঁজে, শাসকরাও এভাবে কঠিন বাস্তবতাকে এড়িয়ে থাকার জন্যে তোষামোদকারীদের কথায় স্বস্তি তালাশ করে। কেননা, তোষামোদকারীদের কথায় থাকে দারুণ মুগ্ধকর ধোঁকা ও প্রতারণা। তোষামোদকারীদের কথার প্রত্যেক জিনিসেই থাকে সৌন্দর্য, সেখানে কোন অসুখ, অসুবিধা, দ্বিধা-বিপত্তি থাকে না।

তোষামোদপ্রিয় আব্দুর রহমান যখন স্বপ্নিল বেড়া থেকে বেরিয়ে আসতেন তখন তাকে একটি খোলা তরবারীর মতোই তীক্ষ্ণধার মনে হতো। সে সময় তিনি হয়ে উঠতেন ইসলামের জন্যে নিবেদিত প্রাণ এক সিপাহসালার। তার শত্রুরা তার এই যোগ্যতাকেই ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্যে সব সময় সুন্দর ও আকর্ষণীয় পদ্ধতির প্রয়োগ করতো।

প্রধানমন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি আজ তার সাথে যেভাবে কথা বলেছিলেন, এটা তার জীবনে কোন নতুন ঘটনা নয়। তিনি এদের চেয়ে বোধ ও জ্ঞানে কোন অংশে কম ছিলেন না, কিন্তু সুলতানা ও যারয়াব তার যোদ্ধাস্বত্তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। সেনাপতিবৃন্দ ও প্রধানমন্ত্রী বুঝে গিয়েছিলেন যে, আমীরে উন্দলুসকে এমন কঠিন কথা ও আকর্ষণীয় বাক্যাবলী দিয়েই কেবল জাগ্রত করা সম্ভব। তারা তাই তাকে সচেতন করার জন্য এই কৌশলই প্রয়োগ করতেন।

তারা দু'একবার এ বিষয়েও চিন্তা করেছিলেন যে, যারয়াব ও সুলতানাকে গায়েব করে দিবেন। কিন্তু তারা সাথে সাথে এই চিন্তাও করলেন যে, সুন্দরী নারী ও সঙ্গীত আমীরের স্বত্তার মধ্যে ঢুকে গেছে। এ দু'টি উপাদান তার থাকতেই হবে, না হয় তার অবস্থা হবে নেশাগ্রস্থ মানুষের মতো। তখন আর সে কারো কথাই শুনতে চাইবে না। তখন সেটি স্পেনের জন্যে আরো ক্ষতির কারণ হতে পারে।

আমীর আব্দুর রহমান উঠে কক্ষে পায়চারী করতে লাগলেন এবং জানতে চাইলেন—"তালিতার কি খবর? যারয়াব তুমি যেতে পারো, উৎসব হবে না।"

তালিতার খবর মোটেও আশাব্যঞ্জক ছিল না। তালিতাও ছিল মুরিদার মতো দূরবর্তী একটি প্রদেশ। আব্দুর রহমানের পিতা আল হাকামের সময় একবার খৃস্টানরা সেখানে বিদ্রোহ করেছিল। সেই বিদ্রোহ দমনে আল-হাকাম কঠোর নীতি অবলম্বন করেছিলেন। হাজার হাজার খৃস্টান তখন নিহত হয়েছিল। হাশেম আগে ছিল খৃস্টান, পরবর্তীতে সে মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে ব্যাপক অগ্নিসংযোগের ফলে হাশেমের ঘরও পুড়ে গিয়েছিল। আগুন থেকে বাঁচার জন্যে তার স্ত্রী ও সন্তান বাইরে বেরিয়ে এলে পলায়নরত মানুষের পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা যায়। এরপর হাশিমের ফরিয়াদ প্রশাসনের কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণে সে পুনরায় খৃস্টান হয়ে যায় এবং খৃস্টবাদের উত্থানের গোপন ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়।

এ লক্ষ্যে সে কর্ডোভা গিয়ে লোহার কাজ শুরু করে এবং তার বাসস্থানকে সে খৃস্টান চক্রান্তকারীদের গোপন আখড়ায় পরিণত করে। সে-ই প্রথমবার ফ্লোরাকে আশ্রয় দিয়েছিল এবং এক পাদ্রীর কাছে হস্তান্তর করেছিল। এই হাশেম ছিল এমনই এক কৌশলী লোক, যে কোন কঠিন মনের মানুষকেও সে মোমের মতো গলিয়ে ফেলতে পারতো তার কথার যাদুবলে। সে কথা বলে মানুষকে হাসাতে পারতো, আবার কাঁদাতেও পারতো।

কিন্তু এই লোহার কারিগর হাশেমই হয়ে গেল তালিতার খৃস্টানদের প্রধান নেতা। তার কথায় তালিতার হাজারো খৃস্টান অধিবাসী জীবন দেয়ার জন্যে তৈরী হয়ে গেল। হাশেম পরিণত হলো ইলুগাইসের ডান হাতে।

তালিতাবাসী এর আগে একবার বিদ্রোহ করেছিল। তখন তাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখন সেই বিদ্রোহীদের বংশধররা বড় হয়েছে। কিন্তু মুরিদার যে বিদ্রোহীরা প্রাণ নিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছিল ওরা সেখানকার মানুষের উপর কর্ডোভার সেনাদের ভীতি ছড়িয়ে দিয়েছিল। এজন্য সেখানকার লোকেরা বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গ দিতে দ্বিধা করছিল। হাশেম কামার কর্ডোভা থেকে তালিতা চলে

এসে একটি সামরিক দল তৈরী করে সেনাবাহিনীর টহল দল ও ছোট্ট ছোট্ট চৌকীগুলোতে রাতের অন্ধকারে গুপ্ত হামলা শুরু করে দিল। দেখতে দেখতে এই সেনাদলের সদস্যদের সংখ্যা বাড়তে লাগল।

হঠাৎ তালিতায় এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, তালিতার কবরস্থানে রাতের বেলায় এক দরবেশকে দেখা যায়, সেই দরবেশ চিৎকার করে বিভিন্ন কথা বলে। সে বলে, "খৃস্টের পূজারীরা! জেগে ওঠ! তোমাদের দিকে ভয়াবহ কেয়ামত এগিয়ে আসছে...। তালিতা রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে।"

লোকজন বলাবলি করতে লাগল, নিশ্চয়ই এটা কোন রাহেব যীশুর ভক্তের প্রেতাত্মা হবে, সে নিশ্চয়ই ঐশ্বরিক পয়গাম দিচ্ছে। ধীরে ধীরে এ আলোচনা গির্জায়ও ঠাঁই পেল। এ সম্পর্কে পাদ্রীরা বলতে লাগল—"এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে, এদের কাছ থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এ ধরনের প্রেতাত্মারা মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়।"

এর কয়েকদিন পর প্রচারিত হলো, আরেকটি পুরনো কবরস্থানে প্রদীপের আলো ভেসে বেড়ায় এবং আওয়াজ শোনা যায়—"হে লোক সকল! ঘুম ত্যাগ কর। জেগে ওঠ এবং জেগে থাক। এই মহা বিপদকে রুখো, যে বিপদ তোমাদের দিকে ধেয়ে আসছে।"

খৃস্টানরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস না করলেও মৃতদের আত্মার আবির্ভাবে বিশ্বাস করে যা অনেকটা পুনর্জন্মের মতোই। তারা বিশ্বাস করে প্রেতাত্মার মধ্যে যেগুলো ভাল তারা মানুষের উপকার করে আর যেগুলো খারাপ সেগুলো মানুষের ক্ষতি করে। তাই তারা দল বেধে রাতের বেলায় কবরস্থানে যেতে শুরু করল। কবরস্থানটি ছিল অনেক বড়। এর মধ্যে দু'টি ঘরও ছিল এবং জায়গাটি ছিল খুবই নীরব-নিস্তব্ধ, অন্ধকারাচ্ছন্ন। গাছ-গাছালীও ছিল প্রচুর। লোকজন কবরস্থানের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রদীপের আলোর উড়াউড়ি এবং ভেসে আসা আওয়াজ শুনতো।

একরাতে বহু লোক জমায়েত হয়ে গেল। সেইদিনের ঘটনা গির্জাগুলো থেকে মুখে মুখে সারা শহরে প্রচার করা হল যে, আজ রাতে প্রেতাত্মা পয়গাম শুনাবে। রাতের বেলায় বহু লোক কবরস্থানে জড়ো হলো। তালিতার সেনাবাহিনী ছাউনীতে আরাম করছে, আর সেখানকার গভর্নর ওয়াসীম সীমান্তের ফাঁড়িগুলো পর্যবেক্ষণ করতে তালিতার বাইরে গেছেন। খৃস্টানদের এই কাণ্ড কোন সরকারী লোকের দেখা হয়নি।

কবরস্থানের নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ, সেই সাথে এক ধরনের ভয় ভয় পরিবেশ, উপস্থিত সকল মানুষ নীরব নিশ্চুপ। হঠাৎ কবরস্থান থেকে একটি

পুরুষালী কণ্ঠ ভেসে এলো—"যীশুর পূজারীরা! তোমরা তোমাদের ধর্মকে অন্তরের গভীরে লালন কর। মনে মনে কুমারী মেরীকে স্মরণ কর এবং এদিকে দৃষ্টি রাখো।" একথা শুনে মানুষজন একটি ধর্মীয় সঙ্গীত গুনগুনিয়ে গাইতে শুরু করে দিল—তাতে উপস্থিত লোকদের মধ্যে একটা অন্যরকম পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেল। হঠাৎ একটি আলো কবরস্থান থেকে উপরের দিকে উঠতে লাগল, সেই সাথে একটি সাদা ধোঁয়া মেঘের মতো উপরে উঠতে লাগল। এরপর সেই মেঘ হাল্কা হতে লাগল। মেঘ যতই হালকা হতে লাগল সেই মেঘের মধ্য থেকে একটি নারীর মূর্তি বিকশিত হতে লাগল। আগুনের আলোটি আরো উপরে উঠে গেল। দর্শকরা দেখতে পেল—মেঘের জায়গায় একটি সুন্দরী নারীমূর্তি উদিত হয়েছে, তার মাথায় একটি রুমাল বাধা এবং চুলগুলো ছড়ানো।

মানুষের মধ্যে নেমে এলো পিনপতন নীরবতা। অনেকেই হাঁটু গেড়ে বসে করজোড় করে ফেলল। মূর্তি বলল, "তোমাদের কৃত অপরাধের প্রতিদান দাও—যাও, সবাই মিলে খোদার পুত্রের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা কর। তা যদি না কর, তাহলে আমি তোমাদের জন্যে বিপদ হয়ে দেখা দিব।"

এই কুমারী মূর্তিটি ছিল ফ্লোরা।

এক পর্যায়ে আগুন নিভে গেল। কবরস্থান অন্ধকার হয়ে গেল। পরদিনই তালিতায় শুরু হল বিদ্রোহ।

* * *

৮২৫ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। এক রাতে আমীর আব্দুর রহমান তার আপন কক্ষে গভীর আবেশে অর্ধশায়িত। যারয়াবের বিশেষ যন্ত্রসঙ্গীত তাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন এক সঙ্গীতের সুর তুলেছে যারয়াব তার বেহালায়। সেই সাথে যারয়াবের কণ্ঠেও ধ্বনিত হচ্ছিল নতুন রচিত এক আনকোড়া গান। যারয়াব সর্বদা সময় ও পরিস্থিতি বুঝে সেই সময়ের উপযোগী করে গান রচনা করতো এবং সময়ের সাথে ও আব্দুর রহমানের মেজাজ বুঝে বেহালায় সুর তুলতো। যারয়াব বুঝতো ও জানতো আব্দুর রহমানের মেজাজ কখন কিভাবে মুগ্ধ করা যায়।

তারোব কন্যা সুলতানা আব্দুর রহমানের পাশে এভাবে উপবিষ্ট ছিল যেন সে আব্দুর রহমানকে কোলে শুইয়ে রেখেছে। আব্দুর রহমান যখন সুলতানার দিকে তাকাতেন, তখন সুলতানার ঠোঁটের মুচকি হাসি আরো বেশী নেশা জাগাতো। তার চোখের চাহনীতে ছিল আরো তীব্র নেশা জাগানিয়া ভাব। সদ্য একটি সন্তান প্রসবের পরও সুলতানার দেহের রূপ-সৌন্দর্য এতটুকুও ম্লান হয়নি বরং পূর্বের চেয়েও সে হয়ে উঠেছিল আরো বেশী দীপ্তিময়, আরো বেশী আত্মপ্রত্যয়ী।

ইত্যবসরে দরজাটি আস্তে করে খোলার শব্দ হলো এবং রেশমী পর্দাটি একটু দোল খেল। সুলতানা খোশ মেজাজেই এদিকে তাকাল। আব্দুর রহমান আবেশ জড়ানো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন কে?

সুলতানা উঠে গিয়ে জবাব দিল, দ্বাররক্ষী। সে বলছে তালিতা থেকে বিশেষ দূত এসেছে। কি নাকি জরুরী পয়গাম আছে।

সঙ্গীতের মূর্ছনা ও আবেশে ছেদ পড়ল। কক্ষে নেমে এল নীরবতা। আমীর আব্দুর রহমান আড়মোড়া ভাঙলেন।

"আমীরে উন্দলুস! বলল যারয়াব। দূত তো সকালেও আপনার সাথে সাক্ষাত করতে পারবে। খুব বেশী জরুরী পয়গাম হলে এক দু'ঘন্টা পরেও আসতে পারে। আমীরে উন্দলুসতো আর কারো কাছে জিম্মী নন।"

"আগামীকাল সকালে দেখা করতে বলে দাও।" মাথা দুলিয়ে বললেন আমীর আব্দুর রহমান।

"দূতকে বলে দাও, আগামীকাল সকালে সে যেন আমীরে উন্দলুসের সাথে সাক্ষাত করে।" বলল যারয়াব।

দারোয়ান ও দূত উভয়ের কথা শুনে চলে গেল। যারয়াব ও সুলতানা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল। উভয়ের ঠোঁটেই তখন রহস্যপূর্ণ হাসির রেখা। আবার কক্ষ ঝুমঝুম করে উঠল বেহালার সুরে।

কিছুক্ষণ পর একটু শব্দ করেই খুলে গেল দরজা এবং পর্দাটি দূরে সরে গেল। আমীরে উন্দলুস, যারয়াব ও সুলতানা সবাই দরজা খোলার শব্দে পর্দা সরে যাওয়ার আভাসে চকিতে এদিকে তাকাল। তাকানোর সাথে সাথে যারয়াব ও সুলতানার চেহারা অন্য রকম হয়ে গেল। কারণ এখন যে ব্যক্তিটিকে তারা দেখল সে ছিল আব্দুর রহমানের যুবক সামর্থবান ছেলে উমাইয়া। বিশ/বাইশ বছরের উমাইয়া ছিল ডিপুটি সেনাপতি।

"আমি কি আপনাকে শ্রদ্ধেয় আব্বাজান বলব, না সম্মানিত আমীরে উন্দলুস বলব?"

"কি ব্যাপার হঠাৎ করে তোমার আবার কি হলো উমাইয়া?" বসতে বসতে বললেন আব্দুর রহমান। তোমাকে বেশ ক্ষুব্ধ মনে হচ্ছে?"

"তালিতার বিদ্রোহীদেরকে কি এ সংবাদ পাঠাবো যে, তারা যাতে আগামীকালের পর বিদ্রোহ করে কারণ এই মুহূর্তে আমীরে উন্দলুস গান বাজনায় লিপ্ত রয়েছেন? তালিতা থেকে যে দূত সংবাদ নিয়ে এসেছিল তাকে আগামীকাল এসে সংবাদ দিতে কে বলেছে?"

"আরবের মাটি তো এমন বেআদব ছেলে জন্ম দেয় না। কি ব্যাপার তুমি কি আদব কায়দা ভুলে গেলে নাকি?"

"এ সময়ে আমার পক্ষে আপনাকে সম্মান দেখানো সম্ভব নয়। বলল উমাইয়া। এখন আমার আদাব দেখাতে হবে দুশমনদের। শত্রুদের সম্মুখে সামরিক আদাব দেখানোর সময় এটি আব্বাজান...! আমি সম্মানিত পিতার সাথে বেআদবী করছি এ নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমি ভবিষ্যত জাতি ও ইসলামের মহান মর্যাদার সাথে বেআদবী করতে পারব না। আমি একথা মোটেও সহ্য করতে পারব না—আপনার অবর্তমানে মানুষ আমার দিকে আঙুল নির্দেশ করে যখন বলবে, ঐ লোকটির পিতা স্পেন সালতানাতকে ডুবিয়ে গেছে। নাচগানে মগ্ন থেকে স্পেনের শিকড়গুলোকে কেটে গেছে।"

"কি বলতে চাও তুমি?" গর্জে উঠলেন আব্দুর রহমান। উমাইয়া হনহন করে বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে। একটু পরে ফিরে এল সাথে এক লোককে নিয়ে। লোকটির গায়ে পরিধেয় কাপড়ে ধুলোবালির আস্তরণ, উস্কোখুস্কো চুল, উদ্ভ্রান্ত চেহারা। দেখেই বোঝা যায় শ্রান্ত ক্লান্ত। উমাইয়া যারয়াব ও সুলতানার উদ্দেশে বলল, তারা যেন কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

"শ্রদ্ধেয় আব্বাজান! বলল উমাইয়া। এই দূত তালিতা থেকে এসেছে। সে প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে আমার কাছে গিয়ে জানিয়েছে, আমীরে উন্দলুস একটি জরুরী পয়গাম শুনতে অস্বীকার করেছেন। এই দূত দ্রুত পৌঁছানোর জন্যে দিনরাত একটানা ঘোড়া হাঁকিয়েছে। একটানা দৌড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে একটি ঘোড়া পথিমধ্যে মারা গেছে। এরপর এক পথিকের কাছ থেকে একটি ঘোড়া নিয়ে সে রাতদিন একটানা অবিরাম সফর করে আপনার কাছে বিশেষ পয়গাম নিয়ে এসেছে। আপনি তার কাছ থেকেই শুনুন কি পয়গাম এনেছে সে... ।"

তালিতায় খৃস্টানরা বিদ্রোহ করেছে, বলল দূত। প্রথমদিকে ওরা আমাদের দূরবর্তী ও কম সেনাদলের ছোট্ট ছোট্ট সেনা চৌকিগুলোতে আক্রমণ করে হত্যা ও লুটতরাজ করতো। ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর রসদপত্র চলাচলকারী দলের উপরও হামলা করতে শুরু করে। এরপর সেনাবাহিনীর টহল দলগুলোর উপর চলতে থাকে গুপ্ত হামলা। ওদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি কিন্তু দেখা গেল এই ধরনের গুপ্ত হামলা দিন দিন বাড়তেই থাকল। কিছুদিন পর খৃস্টান কবরস্থানে কি ভেলকিবাজী দেখানো হলো। এই ভেলকিবাজীর পর তালিতার খৃস্টানদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল এবং ওরা সবাই মিলে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে বসল। অবশ্য এখনও ওরা রাতের আঁধারেই আক্রমণ সীমাবদ্ধ রেখেছে। অবস্থা যা তাতে আমরা বুঝতে পেরেছি, কোন প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ সেনাবাহিনীর

লোকেরা ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। অবশ্য তালিতা শহরের বাইরের পল্লীর লোকেরা এখনও কিছু না বুঝে আমাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণে শরীক হয়নি...।

আমরা জানতে পেরেছি, হাশেম কামার নামের এক ব্যক্তি বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিন্তু তার অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। আরো জানা গেছে, ফ্লোরা নামের এক কুমারী মেয়ে রয়েছে ওর সাথে। সে নাকি নিজেকে দ্বিতীয় মরিয়ম বলে অভিহিত করে। শহরের খৃস্টানরা সবাই সশস্ত্র অবস্থায়। সীমিত সংখ্যক সৈন্যের দ্বারা বিদ্রোহীদের কাবু করা সম্ভব হচ্ছে না। ওরা সেনাবাহিনী দেখলেই পালিয়ে যায় এবং লুকিয়ে থাকে, আবার সুযোগ পেলেই সেনাবাহিনীর উপর আঘাত হানে।"

"বিদ্রোহীরা কি সরকারী ট্রেজারী লুটের কোন চেষ্টা করেছে?" জিজ্ঞেস করলেন আব্দুর রহমান।

"জ্বী-না। তারা এ ধরনের কোন চেষ্টা এখনও পর্যন্ত করেনি।"

"ওরা কি নিয়মিত সেনাদের মতো জোটবদ্ধ?"

"জ্বী-না। ওদের কার্যক্রম অনেকটাই সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের মতো।"

আমীর আব্দুর রহমান আরো কিছু কথা দূতকে জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে তুমি যাও। এরপর দারোয়ানকে ডেকে বললেন, প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ ও প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীমকে এক্ষুণি আমার কাছে আসতে বল।

* * *

তালিতা থেকে দুই তিন মাইল দূরে ছিল একটি ঘন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ী এলাকা। মাঝে মধ্যে খাদা-খন্দকও ছিল। এই এলাকায় এমন কিছুটা জায়গাও ছিল যেখানে যাতায়াত ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। পাহাড়ের মাঝে মাঝেই ছিল গভীর গর্ত ও সুড়ং-এর মত। এসব সুড়ং ও গর্তের মতো একটি জায়গা ছিল আলোময়। সেখানে অনেকগুলো তেলের বাতি ও লন্ঠন জ্বালানো। মূলত সেই দুর্গম পাহাড়ের গর্তের মধ্যেই হাশেম কামার আস্তানা গেড়েছিল। হঠাৎ সেই আলোকিত গর্তে প্রবেশ করল এক লোক। তাকে দেখে আরো কয়েকজন একত্রিত হলো। এদের মধ্যে ছিল একজন যুবতী। তার নাম ফ্লোরা।

"বিদ্রোহীদের মনোবল চাঙ্গা আছে তো?" জিজ্ঞেস করল ফ্লোরা। কি খবর এনেছো?"

"খবর আমাকে শুনতে দাও তো ফ্লোরা! বলল হাশেম কামার। তুমি তো এখনও অনেক ছোট। বিদ্রোহ ও যুদ্ধে আবেগ নয় বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হয়। হাশেম আগন্তুককে বলল, বল কি সংবাদ নিয়ে এসেছো?"

"সব কাজ ঠিক মতোই হচ্ছে।" বলল আগন্তুক। আপনার কথা মতো প্রতিটি ঘরে ঘরে সংবাদ পৌঁছে দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে জরুরী খবর হলো, মুসলমানদের এক দূত কর্ডোভায় পাঠিয়ে দিয়েছে। সংবাদ পেলে কর্ডোভা থেকে সৈন্য আসবে। অবশ্য এর আগে তালিতার সেনাদের আমরা শেষ করে দিতে পারব কিন্তু যদি কর্ডোভা থেকে সৈন্য আসে তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে।"

"সেনাবাহিনীর মতো আমাদেরকেও দলবদ্ধ হতে হবে। বলল হাশেম কামার। আমরা ঘরে ঘরে এই সংবাদ পৌঁছে দিয়েছি যে, সবাই যাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরী থাকে এবং নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথেই যেন বেরিয়ে আসে।"

"হাশেম কামার গুহায় তার অন্যান্য সাথীদেরকে বলল—তারা যেন তালিতার বাইরের লোকদেরকে তৈরী রাখে যাতে কর্ডোভার সৈন্যদেরকে তালিতার বাইরেই রুখে দেয়া যায়।"

কয়েকদিনের মধ্যে তালিতায় রীতিমত একটি খৃস্টান সেনাবাহিনী তৈরী হয়ে গেল। তালিতার সরকার নিয়োগকৃত গভর্নর ছিলেন মুহাম্মদ বিন ওয়াসীম। তার সৈন্যসংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। এই সেনাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল শহরের নিরাপত্তা রক্ষা। তাছাড়া তাদের অন্য দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় গুপ্ত হামলাকারীদের চক্রান্ত রোধ করা। গভর্নর সংবাদ পেলেন, তালিতার বাইরে খৃস্টানরা রীতিমত সেনা ইউনিট তৈরী করে ফেলেছে যারা তালিতা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এরা যদি তালিতায় হামলা করেই বসে তাহলে তালিতার খৃস্টানরা ওদের সাথে যোগ দিবে আর তালিতা বিদ্রোহীদের দখলে চলে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হবে।

মুহাম্মদ বিন ওয়াসীম একটি সেনা ইউনিটকে প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন। এই ইউনিটের কমান্ড গভর্নর নিজের হাতে নিয়ে নিলেন এবং যেদিকে বিদ্রোহীদের সেনা অবস্থানের সংবাদ পেলেন সেদিকে অভিযানের নির্দেশ দিলেন।

মুহাম্মদ বিন ওয়াসীম ভেবেছিলেন তিনি বেসামরিক বিদ্রোহীদের দমনাভিযানে বের হয়েছেন। তিনি যখন বিদ্রোহীদের মুখোমুখি হলেন, তখন দেখলেন বিদ্রোহীরা সংখ্যায় তেমন উল্লেখ করার মতো বেশী নয়, তাই তিনি নির্দেশ দিলেন এদের একজনও যাতে জীবিত ফিরে যেতে না পারে। বিদ্রোহীরা কিছু সময় দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করে পিছনে সরতে শুরু করল। এমতাবস্থায় আকস্মিকভাবে এরা সরকারী সেনাদের উপর তীব্র আক্রমণ করে বসল দুই প্রান্ত থেকে। অবস্থা বেগতিক দেখে বিন ওয়াসীম সেনাদের পিছনে সরে আসার নির্দেশ দিলেন।

অবশেষে বিন ওয়াসীম জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারলেন বটে কিন্তু তার সেনাদের অর্ধেকই নিহত হলো। আর অর্ধেক বিক্ষিপ্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এর

আগেই তিনি কর্ডোভায় এই বলে দূত পাঠিয়েছিলেন যে, এখানে খৃস্টান বিদ্রোহীরা ছোট্ট ছোট্ট দলে বিভক্ত হয়ে সেনা চৌকি টহল সেনাদের উপর গুপ্ত হামলা করছে। কিন্তু এর পরবর্তী পরিস্থিতি আরো শোচনীয় হয়ে পড়বে তা তিনি আন্দাজ করতে পারেননি।

* * *

বিন ওয়াসীমের সেনাদের মধ্য থেকে দুই পলায়নপর সেনার পশ্চাদ্ধাবন করছিল চার বিদ্রোহী। পশ্চাদ্ধাবনকারীদের দলভারী দেখে এ দুই সেনাসদস্য পাহাড়ের ঘনজঙ্গলে ঢুকে পড়ল নিজেদের আড়াল করার জন্যে। বিদ্রোহীরা চলমান অবস্থায়ই ওদের উপর তীর বর্ষণ করছিল কিন্তু ওদের কোন তীরই সেনাদের গায়ে লাগেনি।

কিন্তু সেনা দু'জনের সংশয় হলো তাদের পক্ষে অশ্ব নিয়ে লুকানো সম্ভব নয়। তাই তারা ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ার জন্যে পায়দল ছুটতে শুরু করল। তবুও তারা আওয়াজ পাচ্ছিল পশ্চাদ্ধাবনকারীদের। জীবন বাঁচাতে ওরা পা পা করে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পড়ল। উপর থেকে তারা দেখতে পাচ্ছিল নীচে ওদের খোঁজাখুঁজি করছে শত্রু বিদ্রোহীরা। সেনা দু'জন শুনতে পেল বিদ্রোহীরা বলছে—"যে করেই হোক, ফেরারী সেনাদের খুঁজে বের করে মেরে ফেলতে হবে; এরা যদি আমাদের হেড কোয়ার্টার দেখে ফেলে তাহলে বিপদের কারণ হতে পারে।"

সেনা দু'জন তখন জীবন বাঁচানোর চিন্তায় বিভোর। কিন্তু তাদের কানে যখন আওয়াজ এলো যে, "এরা না আবার হেড কোয়ার্টার দেখে ফেলে" শুনে একজন অপরজনকে বলল—"দোস্ত! এরা হয়ত সেই জায়গার কথাই বলছে, যে জায়গায় বিদ্রোহীদের নেতা থাকে এবং এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়।"

"শুনতে পেলাম, ওদের কথিত কুমারী মরিয়মও নাকি হেডকোয়ার্টারেই থাকে।" বলল অপরজন।

"কমান্ডার বলেছিল, বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে হাশেম কামার নামের এক খৃস্টান। সে নাকি এক ভয়ানক সুন্দরী কুমারীকে সাথে রেখেছে। ওই কুমারীকে এরা মরিয়মের মতোই পবিত্র বলে জানে।"

"দোস্ত! আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে চলো সেই জায়গাটি খুঁজে দেখি। যদি মরতেই হয় তাহলে একটা কিছু করেই মরি না কেন। এরা যদি নিজেদের ধর্মের জন্যে ধোঁকাবাজী করতে পারে, তাহলে আমরা কি নিজ ধর্মের জন্যে এদের ধোঁকার মূলোৎপাটন করতে পারবো না? বিদ্রোহীরা কিন্তু আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে আমরা আরো সামনে চলে গেছি কি-না!"

"তাদের পিছনে যে অশ্বারোহী বিদ্রোহী তালাশ করছিল, সে ওদের খোঁজে আরো সামনে চলে গেল। সেনা দু'জনের পক্ষে এখন পালানোর পথটা পরিষ্কারই ছিল কিন্তু তারা এখন আর জীবন বাঁচানোর দিকে অগ্রসর হলো না। তারা বিদ্রোহীদের আস্তানা খুঁজে বের করার লক্ষ্যে সামনে অগ্রসর হওয়া বিদ্রোহীর পথেই লুকিয়ে লুকিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। হঠাৎ তারা উপর থেকে নীচে বিদ্রোহীদের আওয়াজ শুনতে পেল। সেনা দু'জন নীচে উঁকি দিয়ে দেখতে পেল, যে বিদ্রোহীরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছিল এরা সবাই এখানে। বিদ্রোহী চারজনের একজনকে সেনারা বলতে শুনল—"সবাই একসাথে যেয়ো না। একজন একজন করে ছড়িয়ে পড়, যে করেই হোক ওদের খুঁজে বের করতেই হবে।"

সেনা দু'জন যেখানে লুকিয়ে ছিল এখানে এসে পাহাড় শেষ হয়ে গেছে। এরপর অনেকটা জায়গা সমতল। এরপর আবার পাহাড়। বিদ্রোহীরা এখান থেকেই চারজন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ওদের সবকিছুই প্রত্যক্ষ করছিল সেনা দু'জন। ওরা যখন জায়গা ছেড়ে চলে গেল, তখন ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল দুই সৈনিক। এরা কিছুক্ষণ সমতল আবার উপরে, আবার নীচে এভাবে চলতে চলতে এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছল, যেখান থেকে আর কোন চলার পথ নেই, খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে নিচের দিকে তাকাল ওরা। হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল নিচে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে। এরা একটি গুহা থেকে বেরিয়েছে।

এক সেনা বলল—"দোস্ত! মনে হয় এটিই হবে হেড কোয়ার্টার। নয়তো এমন গভীর জঙ্গলে এখানে বিচ্ছিন্ন কোন লোক থাকার কথা নয়।"

এমন সময় তাদের কানে ভেসে এলো অশ্বখুরের আওয়াজ। তারা চকিতে এদিক সেদিক তাকিয়ে নিচেই দেখতে পেল, কয়েকজন অশ্বারোহী শ্লোগান দিয়ে উল্লাস করছে আর বলছে—"সেনাদের পরাজিত করে পালাতে বাধ্য করেছি। ওদের অর্ধেকই খতম করে দিয়েছি। এবার দেখুক, যুদ্ধ কাকে বলে।"

ওদের উল্লাস ধ্বনি শুনে গুহা থেকে আরো কয়েকজন বেরিয়ে এল। তারাও উল্লাসে নাচতে লাগল। সেনা দু'জন এই অবস্থা দেখে চোখাচোখি করল—চোখের ইশারায়ই তারা একমত হলো যে, এটাই বিদ্রোহীদের হেড কোয়ার্টার বই আর কিছু নয়। এখানে আর দেরী না করে তারা অতি সন্তর্পণে চলে আসার জন্যে পা বাড়াল। একটু পথ অগ্রসর হয়ে তারা কিছুক্ষণ থামল যাতে অন্ধকার আরো গাঢ় হয় আর তাদের ধরা পড়ার আশঙ্কা কমে যায়।

* * *

কর্ডোভা থেকে তখনও পর্যন্ত কোন সাহায্য পৌছায়নি। বিন ওয়াসীম তার কক্ষে অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন। এই অনভিপ্রেত পরাজয় তার জন্যে ভীষণ লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। "হু" এখনও পর্যন্ত দূতও ফিরে এলো না। বিলাসী শাসক হয়তো জায়গীর কন্যা সুলতানাকে বগলদাবা করে যারয়াবের গানে মগ্ন।

কর্ডোভা থেকে সাহায্য আসার আগে আমরা খৃস্টান নেতাদের ডেকে ওদের সাথে এ ব্যাপারে কথা তো বলতে পারি।" বলল এক কমান্ডার। আমরা ওদের জিজ্ঞেস করতে পারি এরা চায় কি?"

"ওরা যদি বলে তালিতা প্রদেশ আমাদের হাতে দিয়ে দাও, তাহলে কি তোমরা ওদের কথা মানবে?" তোমরা কি বলতে চাও যে, আমি পরাজিত হয়ে ওদের সাথে সন্ধিচুক্তি নিয়ে দর কষাকষি করব? বললেন গভর্নর বিন ওয়াসীম।

তোমরা তো দেখছি কুরানের নির্দেশের ব্যতিক্রম করতে চাচ্ছো। কুরআন বলেছে—"যে পর্যন্ত কুফরের শিকড় উপড়ে না যায়, কুফর সম্পূর্ণ দমন না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত রাখ।" আমরা তো কুফরী ফেতনা আরো বাড়ানোর সুযোগ দিতে পারি না।

"বিদ্রোহীদের সাথে কোন ধরনের সমঝোতা করার কথা বলছি না আমি।" বলল কমান্ডার। আমি বোঝাতে চাচ্ছিলাম, কর্ডোভার সাহায্য আসা পর্যন্ত আলোচনার বাহানা করে কালক্ষেপণ করতে যাতে আলোচনার কারণে ওরা আগ্রাসন বন্ধ রাখে।"

"কৌশলের আশ্রয় নিয়েও যদি আমরা কোন ধরনের আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করি তাহলে দেখবে, আমাদের আমীর এটিকেই আদর্শ বানিয়ে নেবে।" বললেন গভর্নর বিন ওয়াসীম। কারণ দুশমনের সাথে মিত্রের প্রস্তাব দিয়ে বিলাসী ও আরাম আয়েশে থাকার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। কারণ দুশমনের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে জাতিকে ধোঁকা দেয়া সহজ। ইত্যবসরে দারোয়ান গভর্নরের কক্ষে প্রবেশ করে বলল—"বাইরে এক কমান্ডার আপনার সাথে দেখা করতে চায়।"

"তাতে আবার অনুমতির কি প্রয়োজন? তাকে ভিতরে আসতে বল। কেউ আমার সাথে দেখা করতে এলে সরাসরি ভিতরে পাঠিয়ে দেবে। এতো পূর্বানুমতির প্রয়োজন পড়বে না। জেনে রেখো, আমরা রাজা বাদশা নই।"

কমান্ডার রক্তমাখা শরীর নিয়ে গভর্নরের কক্ষে প্রবেশ করল।

"তুমিও আহত?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন গভর্নর।

"আমি আপনাকে আমার আঘাত দেখাতে আসিনি সম্মানিত গভর্নর। একজন সেনাসদস্য নিয়ে আমি একটি আক্রান্ত চৌকির সাহায্যে বের

হয়েছিলাম। এমতাবস্থায় বিদ্রোহীদের সাথে আমাদের সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষে আমার সেনারা জীবনপণ লড়াই করে প্রায় ৬০ জনের মতোই শহীদ হয়েছে। কিন্তু তারা শতাধিক শত্রুকেও নিধন করেছে। যাক আমি আমার সেনাদের ও আমার বাহাদুরীর কাহিনী বলতে আসিনি। আমি বলতে এসেছি, শতাধিক লাশ ফেলেও বিদ্রোহীরা সেই চৌকিতে পৌছে গেল, আমরা যে চৌকির সাহায্যের জন্যে অগ্রসর হচ্ছিলাম।

"চৌকিটি কি বাঁচানো সম্ভব হয়েছে?"

"না, গভর্নরে মুহতারাম। চৌকি বাঁচানো সম্ভব হয়নি। বলল কমান্ডার। কারণ চৌকিটি ওদের একদল আগেই ঘিরে রেখেছিল এবং চৌকিটি ওরা দখলে নিয়ে ফেলেছিল...। আমি শুধু আপনাকে বলতে এসেছি, বিদ্রোহীরা কিন্তু সংখ্যায় অনেক। ওদের বিপরীতে আমাদের সেনাবাহিনীর সংখ্যা মোটেও সন্তোষজনক নয়। আর আমি দ্বিতীয় যে কথা বলতে এসেছি তা হলো—তালিতার পাশের পাহাড়ী এলাকাটায় একটা কিছু রয়েছে। জানতে পেরেছি, বিদ্রোহীদের হেড কোয়ার্টার সেখানেই রয়েছে। ওখান থেকেই বিদ্রোহীদের পরিচালনা করা হয়। আমি এও জানতে পেরেছি যে, হাশেম কামার ও ফ্লোরা নামের এক তরুণী খৃস্টানদের দিকদর্শন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আমার মনে হয় এরাও সেই পাহাড়েই লুকিয়ে রয়েছে। আমার পরামর্শ হলো, একটা জানবাজ সেনা ইউনিট তৈরী করে এদের ধরা ও আস্তানা গুড়িয়ে দিতে হবে।"

"এই পাহাড়ী এলাকা সম্পর্কে আমি অবগত।" বললেন গভর্নর। সেখানে কাউকে খুঁজে বের করা খুবই কঠিন ব্যাপার। আগে দু'একজনকে পাঠাতে হবে যাতে তারা ওদের আস্তানা খুঁজে বের করতে পারে। ওদের আস্তানা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া গেলে আমি জানবাজ দল পাঠাতে পারবো।"

"আমি আগেই আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি সম্মানিত গভর্নর। আপনি সম্ভব অসম্ভব নিয়ে কথা বলছেন। অথচ আমাদেরকে এখন অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হবে। কর্ডোভার সাহায্যের অপেক্ষায় থাকার সময় আমাদের হাতে নেই। নিজেদের সামর্থের উপরই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। বিদ্রোহীদের আস্তানা ধ্বংস করতে না পারলে এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হবে না। জীবন দিতে হয় আমরা জীবন দেবো...। কিন্তু এ জন্যে আপনার কালক্ষেপণ করা মোটেও ঠিক হবে না...।" বলল কমান্ডার।

কথা শেষ করতে না করতেই শরীরটা একটা ঝাকুনি খেল আহত কমান্ডারের। একদিকে কাত হয়ে পড়ে গিয়ে নিস্তেজ হয়ে গেল সে।

গভর্নর বিন ওয়াসীম ও তার সাথী কমান্ডার আহত কমান্ডারের শরীরে হাত দিয়ে দেখলেন, শক্ত কাপড়ে বাঁধা তার পেট। কাপড় একটু খুলতেই তার ভূড়ি বেরিয়ে এল। পুরো পেট তরবারীর আঘাতে কেটে গিয়েছিল কমান্ডারের। কাটা পেট কয়েক পরত কাপড়ে বেধে সে গভর্নরকে অবহিত করণের মহান দায়িত্ব পালনের জন্যে এ পর্যন্ত এসেছিল। অর্পিত দায়িত্ব পালন করে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

হায়! জানবাজ এই যোদ্ধা আসলে এখানে আসার আগেই হয়ত মৃত্যুবরণ করেছিল। এখানে এসেছিল তার রূহ। প্রবল আত্মশক্তি ও মহান সৈনিকের দায়িত্ব সে জীবন দিয়ে পালন করে গেছে। সে আমাদের সজাগ করে গেছে জীবনের বিনিময়ে...। কিন্তু এই জাতির কর্ণধার ও শাসকদের প্রাসাদে এই জীবনত্যাগী যোদ্ধাদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ কোন মূল্য পায় না। এখনও পর্যন্ত কর্ডোভা থেকে না এলো কোন সাহায্য, না ফিরে এলো সংবাদবাহী দূত। কে জানে আমাদের আয়াসী আমীর হয়তো এখানকার অবস্থা বুঝতেই চাচ্ছে না...। ঠিক আছে সে না বুঝুক...আমরা বুঝি। ওর রাজত্ব নিয়ে ও বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত থাকুক, কিন্তু শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও দেশকে দ্বিখণ্ডিত ও বিপন্ন হতে দেবো না। আমরা আমৃত্যু আমাদের কর্তব্য পালন করে যাবো, মৃত্যুবরণ করলেও কর্তব্য পালন করতে করতেই মরব...। কিন্তু হাশেম কামারের আস্তানা কে খুঁজে বের করবে?"

গভর্নর বিন ওয়াসীম আসমানের দিকে দু'হাত তুলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কান্নজড়িত কণ্ঠে তিনি মহান প্রভু আল্লাহ্‌র কাছে করজোড় নিবেদন করলেন—"হে প্রভু!... তোমার নামের উপরে...তোমার সাহায্য কামনায়... আমাদের ভুলে যেয়ো না প্রভু!"

* * *

কর্ডোভার শাসকরা এই জানবাজ যোদ্ধাদের ভুলে গেলেও আল্লাহ্ ভুলে যাননি। যে আব্দুর রহমান ক'দিন আগেও ফ্রান্স অভিযানে বেরিয়েছিল, যে আব্দুর রহমানই একদিন মুরিদার বিদ্রোহ দমন করেছিল সেই আব্দুর রহমান তালিতার বিদ্রোহের সংবাদ পেয়েও এমন নিষ্ক্রিয় থাকতে পারল! একথা ভেবে দুঃখ-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লেন বিন ওয়াসীম।

আব্দুর রহমান মুরিদার বিদ্রোহ দমন শেষে প্রাসাদে ফিরে এসে আবার পূর্বের মতোই যারয়াব ও সুলতানার পাতা ফাঁদে আটকে গেলেন। তালিতার দূতের সংবাদকে তিনি কোন গুরুত্বই দিলেন না। শাহজাদা উমাইয়া তাকে ঘোর থেকে জাগাতে সক্ষম হলেও উমাইয়ার চালটি ছিল ভুল। তার চেয়েও বেশী ভুল

ব্যাখ্যা করে নিয়েছিলেন আব্দুর রহমান। তিনি প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম ও প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহকে ডেকে পাঠালেও তাদের কথা বলতে দেননি। তিনি বললেন—

"আমি বিন ওয়াসীমকে জানি। অল্পতেই ভড়কে যায়। এখন তালিতা-বাসীদের মধ্যে বিদ্রোহ করার ক্ষমতা নেই। আমার মনে হয় কিছু সংখ্যক ডাকাত দল রাতের আঁধারে হামলা করছে। আপনারা কি বলতে চান যে, বিপুল সংখ্যক সেনা এখন আমি তালিতায় পাঠিয়ে দেবো? আপনারা তো জানেন, কর্ডোভার অবস্থাও ভালো যাচ্ছে না। এখানে প্রতিদিনই নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।"

"ডাকাত দল হলে তো বিন ওয়াসীমের ভড়কে যাওয়ার কথা নয়।" বললেন সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহ। কিন্তু যে কোন পরিস্থিতিতেই আমাদের কোন ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না। আমাদের উচিত, অল্প সংখ্যক সেনা হলেও সেখানকার পরিস্থিতি সামলানোর জন্যে পাঠানো দরকার।"

এদিকে বিন ওয়াসীমের কক্ষ থেকে কমান্ডারের শবদেহ সরিয়ে নেয়া হলো। তিনি অল্প সংখ্যক সৈন্যকেই বেশী সক্রিয় করার চিন্তা করছিলেন। এরই মধ্যে তার কাছে কয়েকটি সংবাদ এলো—যার সার কথা হলো, তালিতা শহর কার্যত বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। বস্তুত পরিস্থিতি এমন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াল যে, বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব পর্যায়ে চলে যাচ্ছিল।

গভর্নর বিন ওয়াসীম চরম চিন্তা ও দুর্ভাবনায় তার কক্ষে পায়চারী করছিলেন। এমতাবস্থায় তার কক্ষে প্রবেশ করল কর্ডোভার দূত। ইতিহাস লিখেছে—আমীর আব্দুর রহমান দূতকে এই বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, "কি হলো তোমার, বিপুল সংখ্যক সেনা থাকার পরও তুমি ক'জন ডাকাত ও লুটেরাদেরকে শায়েস্তা করতে পারছো না? কয়েকশ বিদ্রোহী আর ডাকাত মিলে যদি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েই থাকে, তবে তুমি এদের মোকাবেলায় কোন নিষ্কর্মা সিপাহীদের পাঠাচ্ছো যে, এরা ডাকাতদের মোকাবেলায় দাঁড়াতেই পারছে না? এখন থেকে নিজেই বের হও এবং এসব সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের ধরে শায়েস্তা করো।"

আমীর আব্দুর রহমানের পয়গাম পড়ে গভর্নর বিন ওয়াসীমের রক্তে আগুন ধরে গেল। তালিতার বাস্তব অবস্থা তো এমনই ভয়ঙ্কর ছিল যে, গভর্নর যদি তার সহকর্মীদের নিয়ে বিদ্রোহীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেও বসতেন, তাহলে তাকে দোষ দেয়ার অবকাশ ছিল না। কিন্তু কর্তব্য পালনের গুরুদায়িত্ব তাকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে দেয়নি। তিনি জীবনের অন্তিম সিদ্ধান্ত নিতে সংকল্প করলেন।

তিনি যখন জীবনের চরম ও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন ঠিক সেই মুহূর্তে তার কক্ষে প্রবেশ করল দু'জন সৈনিক।

সৈনিকদের দেখেই তিনি বললেন, "তোমরা কি খবর নিয়ে এসেছো? আমাদের আর ক'টি চৌকি ধ্বংস হয়েছে? বিদ্রোহীরা কতদূর অগ্রসর হয়েছে?"

"এ ব্যাপারে আমরা কিছুই বলতে পারবো না সম্মানিত গভর্নর! সে রাতের হামলা থেকে আমরা যখন পালাচ্ছিলাম, তখন চার বিদ্রোহী আমাদের তাড়া করছিল। আমরা ওদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে পাহাড়ী এলাকায় লুকিয়ে পড়লাম। আমরা যেখানে লুকিয়ে ছিলাম, আমাদের একটু নিচেই বিদ্রোহীরা এসে থামল। আমরা ওদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলাম। ওদের কথা শুনে বুঝতে পারলাম, সেখানেই কোথাও ওদের গোপন কোন কিছু রয়েছে। ওরা যখন জায়গা ছেড়ে চলে যেতে লাগল, আমরা সেখান থেকে পালানোর চিন্তা না করে ওদের রহস্য উদ্ধার করার সিদ্ধান্ত নিলাম। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও আমরা ওদের গোপন আস্তানা দেখে এসেছি...।"

"কি দেখেছো তোমরা?"

"আমরা একটি গুহার ভিতর থেকে কয়েকজন যুবক ও একজন বয়স্ক লোককে বের হতে দেখেছি। এর পরপরই দেখতে পেলাম সেখান থেকে একটি সুন্দরী তরুণীও বেরিয়েছি।"

"ঠিক আছে ওরাই, তোমরা যা দেখেছো ঠিকই দেখেছো। তোমরা জানো না, কত বড় রহস্য উদ্‌ঘাটন করে এসেছো তোমরা। সেটাই বিদ্রোহীদের কেন্দ্রীয় আস্তানা। আমি ওদের আস্তানা গুড়িয়ে দেবো।"

তাৎক্ষণিকভাবে বিন ওয়াসীম তার অধীনস্থ সকল কমান্ডারকে ডেকে বললেন, "তোমরা আমাকে মাত্র পনেরোজন জানবাজ যোদ্ধা দাও। যারা জানবাজ এবং মেধাবী গকে।"

অল্পক্ষণ পরেই পনেরোজন জানবাজ সিপাহী গভর্নরের কাছে হাজির হল। তিনি প্রত্যেক সিপাহীকেই গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে বললেন—"এই দুইজন তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। তোমাদেরকে পাহাড়ের মাঝে একটি বিদ্রোহী আস্তানায় গেরিলা অভিযান চালাতে হবে। ওখানকার কাউকেই পালাতে দেয়া যাবে না এবং জীবিত ধরারও কোন দরকার নেই। ওখানে একটি যুবতী মেয়ে আছে, সেটিকে আমাদের জীবিত ধরে আনতে হবে, খৃস্টানদেরকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, তোমাদের যে কুমারী মেরীকে তোমরা কবরস্থানে পয়গাম দিতে দেখেছো। দেখো, আমরা ওকে সশরীরে ধরে এনেছি।"

তিনি নির্দেশ দিলেন, সকল সেনাকে একই স্থানে জমায়েত হতে বল। এর দ্বারা গভর্নর চাচ্ছিলেন, তালিতার বিদ্রোহীদের মধ্যে এই বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিতে যে, কর্ডোভার সেনারা পালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে—অপরদিকে তিনি চাচ্ছিলেন চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতির ব্যবস্থা করতে।

রাতের অন্ধকারে সেই পনেরোজন জানবাজ সিপাহী সংবাদবাহী দুই সৈনিকের অনুগামী হয়ে পাহাড়ের অভিযানে বেরিয়ে পড়ল। তারা পাহাড়ী এলাকায় এক সাথে প্রবেশ না করে একজন অপরজন থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বিচ্ছিন্নভাবে প্রবেশ করল।

"ওহে, ওখানে কে?" অভিযাত্রীদলের কমান্ডার পাহাড়ী এলাকায় প্রবেশ করেই শুনতে পেল এই আওয়াজ।

কমান্ডার যেখানে ছিল সেখানেই ঠাঁয় দাঁড়িয়ে গেল। হুমকিদাতা এগিয়ে এলো তার দিকে। হঠাৎ হুমকিদাতার ঘাড় চেপে ধরে একজন ওর বুকে খঞ্জর বিধিয়ে ফেলল। ঝটিকা হামলাকারী সেনারা ওকে টেনে হেঁচড়ে একটি গর্তে ফেলে দিয়ে সবাই পরস্পর থেকে দূরে দূরে থেকে সামনে চলতে লাগল।

দু'টি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় ওদের দিকে আবার হুমকির আওয়াজ ভেসে এলো। সবাই গাছ-গাছালী ও ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল, সামনের দিকে এগিয়ে গেল মাত্র দু'জন।

"তোমরা কে ভাই! আমি আহত ভাই, একটু পানি তালাশ করছিলাম।"

কথা শুনে হুমকিদাতা এগিয়ে এল। প্রতিপক্ষ এগিয়ে আসতে শুরু করলে দু'জনের একজন গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল এবং প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে থাকল অপরজন। লোকটি যখন এগিয়ে এলো তখন গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সেনা আকস্মিকভাবে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দ্রুত ওর বুকে দু'বার খঞ্জর বিদ্ধ করে ওকে ধরাশায়ী করে ফেলল।

"বুঝা যাচ্ছে, পাহারা খুবই জোরদার।" বলল কমান্ডার।

"আমরা একটু সামনে গিয়ে এপথ থেকে সরে যাবো।" বলল পথ প্রদর্শক এক সৈনিক। আমাদের কিন্তু খুবই কষ্ট করে সামনে অগ্রসর হতে হবে। সর্বাবস্থায় আমাদেরকে কিন্তু নীরব থাকতে হবে, বলল অপর পথ প্রদর্শক সৈনিক।

হাশেম কমান্ডারের আস্তানাটি একটি দুর্ভেদ্য দুর্গের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। ঝটিকা অভিযাত্রীরা একটি পাহাড়ের উপরে উঠে কিছুক্ষণ সামনে অগ্রসর হলেই দেখতে পেল অন্ধকারের মধ্যে টিমটিমে আলোর ঝিলিক। ঝটিকা

দলের দুই সৈনিক পা টিপে টিপে সামনে অগ্রসর হয়ে দেখতে পেল দু'জন লোক আগুন জ্বালিয়ে হাত পা গরম করছে।

ধীরে ধীরে ওদের কাছে গিয়ে ঝটিকা অভিযানের সদস্যরা ওদের কিছু বুঝে উঠার আগেই হত্যা করে ফেলল। এরপর তারা পাহাড় থেকে নিচে নেমে আরেকটি পাহাড়ের উপরে উঠে গেল। সেই পাহাড় থেকে নিচে নামার সময় ওদের পা নানা লতাগুল্মে আটকে যেতে লাগল। পথপ্রদর্শক সৈনিকদ্বয় বলল এখানে হয়ত ভালো রাস্তা আছে, কিন্তু আমরা সেটি চিনি না, তাই এই চেনা পথেই আমাদের যেতে হবে। পাহাড় থেকে নিচে নামার পথটি ছিল যেমন খাড়া তেমনি কাটাযুক্ত লতাগুল্মে ভরপুর। ঝটিকা অভিযানকারীরা একে অপরকে ধরে শিকলের মতো করে নিচের দিকে নামতে শুরু করল। ঠাণ্ডায় তাদের শরীর জমে যাওয়ার উপক্রম হলো কিন্তু তারা অভিযানে বিরতি দিল না। একটু অগ্রসর হলেই তাদের কানে ভেসে এলো কয়েকজনের কথা বলার শব্দ। তখন তারা থেমে গিয়ে মাত্র একজন হামাগুড়ি দিয়ে সামনে অগ্রসর হল।

সে ফিরে এসে জানাল, "আমি ওদের কথা খুব কাছ থেকে শুনে এসেছি। গুহার মুখটি বেশ চওড়া। তবে ফ্লোরা নামের মেয়েটি এখানে নেই। আজ বিকেলেই সে শহরের কোন গির্জায় চলে গেছে। গুহার ভিতরে অনেক লোক। মনে হয় ওরা শরাব পান করছে। কারণ শরাবের গন্ধ পাচ্ছিলাম আমি।"

কমান্ডারের নির্দেশ মত সবাই একসাথে অগ্রসর হতে লাগল। তিনজন তীরন্দাজ সেনাকে গর্তের সম্মুখ ভাগের দিকে নজর রাখতে নির্দেশ দিল কমান্ডার, যাতে বিদ্রোহীরা কেউ পালিয়ে যেতে চাইলে তীরবিদ্ধ করতে পারে।

দুই বিদ্রোহী ছিল গুহার বাইরে। ওরা পাহারায় নিয়োজিত ছিল। কিন্তু এরা গুহার ভিতরের অবস্থা দেখতে পাচ্ছিল না। ভিতরের বিদ্রোহীরা মদ পানে লিপ্ত ছিল। আর বিদ্রোহের সাফল্যের ব্যাপারে কথাবার্তা বলছিল।

হঠাৎ করে দুই প্রহরীর গায়ে বিদ্ধ হলো দুটো তীর। ওরা ভয়ার্ত চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল। ওদের চিৎকারে গুহার ভিতর থেকে দৌড়ে এলো আরো দু'জন। ঝটিকা বাহিনীর তীরন্দাজদের দ্বারা তীরবিদ্ধ হয়ে এরাও কাতরাতে লাগল। গুহার ভিতরের সব বিদ্রোহীরা উঠে ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গেল।

গুহার ভিতরটি ছিল যথেষ্ট ফাঁকা। গুহার ভিতরে দেয়ালে বড় বড় পাথরের আড়ালে ইচ্ছে করলে একেকজন লুকিয়ে পড়ার মত আড়াল ছিল। কিন্তু গুহা মুখের তীরন্দাজ ঝটিকাবাহিনীর সদস্যদের ছুড়া তীরে ওদের অনেককেই বিদ্ধ করল।

এরপর বিদ্রোহীরা গুহার ভিতর থেকে বাইরের দিকে তীর ছুড়তে শুরু করল। ভিতরের লোকগুলো গুহার বাতিগুলো নিভিয়ে দেয়ার অবকাশ পেল না। আকস্মিক হামলার কারণে বাতিগুলো যে নিভিয়ে দেয়া উচিত তা ভাবতেও সময় পায়নি বিদ্রোহীরা। এমতাবস্থায় কিছুক্ষণ ভিতর ও বাইরে থেকে তীরযুদ্ধ চলল। এমতাবস্থায় কয়েকজন জানবাজ যোদ্ধা হামাগুড়ি দিয়ে গুহার ভিতরে চলে গেল। সৈনিকদের ভিতরে আসতে দেখে গুহার বিদ্রোহীরা এদের প্রতি তীর ছুড়তে চাইলে বাইরে থেকে বিদ্রোহী তীরন্দাজদের লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করল সৈন্যরা।

চারজনের দেখাদেখি আরো চার সৈন্য হামাগুড়ি দিয়ে গুহার ভিতরে চলে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে তীর ছুড়া বন্ধ করে ভিতরের বিদ্রোহীরা বর্শা ও তরবারী নিয়ে সম্মুখ মোকাবেলায় প্রবৃত্তি হলো। তখন দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হল বর্শা ও তরবারী যুদ্ধ।

বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না এই মোকাবেলা। ভিতরের সব বিদ্রোহী নিহত নয়তো আহত হয়ে কাতরাতে লাগল।

অভিযানকারী সৈন্যদেরও দু'জন শহীদ হয়ে গেল এবং তিনজন মারাত্মকভাবে আহত হল। ঝটিকাবাহিনীর কমান্ডার আহত বিদ্রোহীদের কাছে জিজ্ঞেস করল হাশেম কামার কোথায়? সে একটি পড়ে থাকা মরদেহের প্রতি ইঙ্গিত করে দেখাল। ততোক্ষণে হাশেম কামার কাতরাতে কাতরাতে মরে গেছে। সৈন্যরা হাশেম কামারের মরদেহ টেনে গুহার বাইরে নিয়ে এল এবং ফ্লোরার ব্যাপারে জানতে পারল সে দিনের বেলায়ই বাইরে চলে গেছে।

* * *

রাত অর্ধেক পেরিয়ে গেছে। গভর্নর বিন ওয়াসীমের চোখে ঘুম নেই। তিনি অস্থির সময় কাটাচ্ছেন। আর কখন কোন দিক থেকে নতুন কোন দুঃসংবাদ আসে কি-না এ চিন্তায় বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তার কক্ষে আরো তিন কমান্ডার এবং বাইরে তার সেনাবাহিনী পূর্ণ রণ প্রস্তুতিতে সজ্জিত।

এমন সময় খবর এলো, ঝটিকা অভিযানের চার সেনা ফিরে এসেছে। তিনি দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাইরে এসে দেখলেন অভিযানের দশ সেনা ও দুই পথ প্রদর্শকও বাইরে দাঁড়ানো। তাদের সামনে দুই জানবাজ শহীদের শবদেহ ও আহত তিন সৈনিক। ওদের একপাশে একটি মরদেহ।

"ওইটি কি হাশেম কামারের লাশ?" জিজ্ঞেস করলেন বিন ওয়াসীম।

"হ্যাঁ, এই বদমাশটিই ছিল হাশেম কামার।" জবাব দিল কমান্ডার।

"এ লাশ শহরের প্রধান ফটকে ঝুলিয়ে দাও।" নির্দেশ দিলেন গভর্নর। যাতে শহরের সকল বিদ্রোহী ও খৃস্টানরা দেখতে পারে। রাতের অন্ধকার থাকতেই এ কাজ সেরে ফেল। এরপর ফ্লোরা কোথায় আছে দেখা যাবে।"

তখনই কয়েকজন ডোমকে ডাকা হলো। হাশেম কামারের মরদেহ একটি ঘোড়ার গাড়িতে উঠিয়ে দেয়া হলো। তাদের সাথে খৃস্টান বেশ ধরে কয়েকজন অভিজ্ঞ ঝটিকা বাহিনীর সদস্যকেও পাঠানো হলো। তারা খৃস্টানের বেশ ধরে শহরের অলি গলি দিয়ে যাওয়ার সময় বললো—তারা খৃস্টান, বাইরে থেকে এসেছে। এদের লাশ ঝুলানো ছাড়াও অপর দায়িত্ব ছিল, তারা ছদ্মবেশে খৃস্টানদের মধ্যে এ সংবাদ ভোর হতেই ছড়িয়ে দেবে যে, রাতে কর্ডোভা বাহিনী হাশেম কামারকে হত্যা করে তার মরদেহ শহরের প্রধান ফটকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। কর্ডোভা থেকে বিশাল সেনাবাহিনী তালিতায় এসেছে। তবে এটা জানা সম্ভব হয়নি, ওরা কোথায় তাঁবু ফেলেছে।

* * *

বিদ্রোহীরা রীতিমত সেনা ইউনিট তৈরী করে ফেলেছিল। বিদ্রোহী সেনাদের অর্ধেক থাকতো শহরের বাইরে আর অর্ধেক শহরের ভিতরে। কর্ডোভার সৈন্যদের কাছে এ সংবাদও এলো যে, বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে ফ্রান্স থেকে কয়েকজন সেনা কমান্ডার এখানে এসেছে এবং বহু ফরাসী সৈনিকও বিদ্রোহীদের সাথে রয়েছে। বিন ওয়াসীম বিদ্রোহীদের সাথে যে কয়টি মোকাবেলা করেছেন তাতেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বিদ্রোহীরা কোন অভিজ্ঞ লোকের নিয়ন্ত্রণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে, তাতে আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণের পদ্ধতি ও কৌশল থেকে তা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। যদ্দরুন বিদ্রোহীরা যে কয়টি ক্ষেত্রে কর্ডোভার সৈনিকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারাই বিজয়ী হয়েছে এবং সরকারী সেনাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।

* * *

বেলা উঠার সাথে সাথেই সারা শহর জুড়ে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, আমাদের প্রধান উপদেষ্টা ও বিদ্রোহের নেতা হাশেম কামারের মরদেহ শহরের প্রধান ফটকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। রাতের অন্ধকারে যারা শহরের প্রধান ফটকে হাশেম কামারের মরদেহ ঝুলিয়ে রাখতে গিয়েছিল এরা দেখল শহরের প্রধান ফটক বিদ্রোহীদের দখলে। সেখানে সশস্ত্র বিদ্রোহীরা পাহারা দিচ্ছে, বিধায় তারা পাশের একটি গাছের সাথে হাশেম কামারের মরদেহ ঝুলিয়ে দিয়ে তড়িঘড়ি সেখান থেকে সরে পড়ল। ফ্লোরার ব্যাপারেও শহরে এ সংবাদ ছড়িয়ে দেয়া হলো

যে, ফ্লোরা মারা পড়েছে এবং তার প্রেমিক তার মরদেহ নিয়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। এর সাথে এ সংবাদও ছড়িয়ে পড়ল যে, ফ্লোরা সতী ছিল না, সে বিয়ে না করেই এক লোকের সাথে স্বামী-স্ত্রীর মতো দিন যাপন করতো। এর পাশাপাশি এ কথাও প্রচার হলো যে, ফ্লোরার বর্তমান প্রেমিকই তাকে পূর্বেকার এক লোকের সাথে মেলামেশার জন্যে হত্যা করেছে।

এই প্রচারণার কি ফলাফল হয় তা জানার জন্যে বিন ওয়াসীম আরো কিছু গোয়েন্দাকে শহরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বেলা একটু বেড়ে উঠার পর তার কাছে গোয়েন্দারা খবর পাঠাল, এই পরিকল্পনা বেশ কার্যকর হয়েছে।

শহরের বাইরে অবস্থানকারী বিদ্রোহী সেনারা হাশেম কামারের মরদেহ দেখার জন্যে শহরের দিকে রওয়ানা হল। শহরবাসী ও বিদ্রোহীদের ভিড়ে শহরের প্রধান ফটক লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ল। হাশেম কামারের মরদেহ দেখার জন্যে মানুষ ঠেলাঠেলি শুরু করে দিল।

এদিকে বিন ওয়াসীম তার কাছে যে অল্পসংখ্যক সৈন্য ছিল তাদেরকে সম্পূর্ণ রণপ্রস্তুতিতে রেখেছিলেন। তিনি রাতেই সকল সেনাদের উদ্দেশে বলেন—"তোমরা আল্লাহ্র পথের সৈনিক। শত্রুরা সংখ্যায় বেশী এটি তোমাদের লক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত নয়। ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখো—সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত মুসলমানরা কখনও এটা দেখেনি যে, মুসলমানদের তুলনায় বেঈমানরা সংখ্যায় বেশী। বেঈমানরা সব সময়ই মুসলমানদের তুলনায় বেশীই ছিল কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই বিজয় মুসলমানদের হয়েছে। আমাদেরকেও সেই সাহাবায়ে কেরামের মতো দৃঢ় ঈমান ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে হবে। তোমরা এটা দেখো না যে, খৃস্টানরা তোমাদের হারিয়ে দিচ্ছে বরং এটা মনে গেঁথে নাও যে, আমরা যদি খৃস্টানদের পরাজিত না করি তাহলে ইসলামের অবমাননা হবে, কুফরী ও বেঈমানীর বিজয় হবে। কর্ডোভায় শাসকরা রাজমহলে আরাম-আয়েশ করছে, আর আমরা এখানে জীবন দিচ্ছি, সেদিকে তোমরা খেয়াল না করে তোমরা বিষয়টি এভাবে দেখো—আমাদের শাসকরা দুনিয়ার পূজারী হয়ে গেছে কিন্তু তোমরা সাচ্চা ঈমানের অধিকারী, তোমরা আল্লাহ্র পথের সৈনিক, আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান, দেশ ও জাতীয়তাবোধ দেখছেন, তোমাদের আত্মত্যাগ আল্লাহ্র কাছে খুবই মর্যাদাশীল। আমরা বিদ্রোহীদের কাছে খণ্ড যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি বটে কিন্তু সেই পরাজয়কে আমাদের বিজয়ে রূপান্তরিত করতে হবে। দৃশ্যত তালিতা এখন বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে। তোমরাই ভাল জানো, বেঈমানরা তালিতার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নিলে আমাদের কী ভয়ঙ্কর পরিণতি বরণ করতে হবে। আমাদের মেয়ে, শিশু কন্যা, জায়াদের কতো

লাঞ্ছনার শিকার হতে হবে। তোমরা কি সেই লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারবে? ইতোমধ্যে ওদের হাতে মুসলমানদের যে অপমান ও নিগৃহীত হতে হয়েছে এর প্রতিশোধ কি তোমরা নেবে না?"

বিন ওয়াসীমের ভাষণে সেনাবাহিনীর সদস্যরা শ্লোগান দিতে শুরু করল— "যে কোন মূল্যে আমরা বেঈমানদের প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত। আমরা সবাই প্রয়োজনে জীবন দেবো, তবুও বেঈমানদের কঠিক শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। প্রয়োজন হলে কর্ডোভার আরামী শাসকদের ক্ষমতার মসনদ উল্টে ফেলব, সেখানে আমরা আল্লাহ্‌র শাসন প্রতিষ্ঠা করব। আমাদের শহীদ সহযোদ্ধাদের প্রতিফোটা রক্তের হিসাব আমরা চুকিয়েই ক্ষান্ত হবো।"

সকালে হাশেম কামারের মরদেহের প্রতি খৃস্টানদের আগ্রহ, ভিড় ও প্রচারণার কার্যকারিতার কথা শুনে গভর্নর বিন ওয়াসীম সেনাদের অভিযানে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। এই বাহিনীর গন্তব্য ছিল শহরের বাইরে বিদ্রোহী ঘাঁটির দিকে। এক মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ হলো সেনাদের লাইন। অশ্বারোহীদের বলা হলো তারা যাতে এমনভাবে চলে যে পদাতিক বাহিনীও তাদের সাথে সমতালে যেতে পারে। এই বাহিনীর কমান্ড বিন ওয়াসীম নিজেই করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সেনাবাহিনী যখন বিদ্রোহী শিবিরে পৌছল তখন বিদ্রোহী শিবির ছিল অনেকটাই ফাঁকা। প্রায় সব বিদ্রোহী সেনা শহরে হাশেম কামারের মরদেহ দেখতে চলে এসেছে শিবির থেকে দু'মাইল পথ পাড়ি দিয়ে। শিবিরে তখন বিদ্রোহী সেনাদের জন্যে নাস্তার আয়োজন চলছে, রান্নার জন্যে চুলায় আগুন জ্বালিয়েছে বাবুর্চিরা।

বিন ওয়াসীম সেখানে পৌছেই সকল তাঁবু ও আসবাব পত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথেই সৈন্যরা বিদ্রোহী শিবিরে আগুন ধরিয়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের কুণ্ডলী ও ধোঁয়া আকাশে উঠতে শুরু করলে শহরের প্রধান গেটে বিন ওয়াসীমের গোয়েন্দারা এই আওয়াজ ছড়িয়ে দিল যে, কর্ডোভার সেনারা শিবিরে হামলা করেছে, এরা শহরের দিকে এগিয়ে আসছে...। এতে ভিড়ের মধ্যে প্রচণ্ড চেচামেচি শুরু হয়ে গেল।

বিদ্রোহী শিবিরে অগ্নি সংযোগের পর বিন ওয়াসীম শহরে অভিযানের নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেয়ে সৈন্যরা জীবন পণ করে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্যে শহরের দিকে ধাবিত হলো। সেনাদের আসতে দেখে বিদ্রোহী সেনারা পালাতে শুরু করল কিন্তু তাদের পালানোর আর সুযোগ ছিল না। বিন ওয়াসীমের বাহিনী সবাইকে ঘিরে ফেলেছিল। শহরের সম্মুখভাগটি ছিল খোলা ও সমতল। বিদ্রোহীদের

অধিকাংশই পালাতে চেষ্টা করল আর কিছু সংখ্যক মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হলো। বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা গেটের ভিতরের দিকে যেতে সক্ষম হলো, তারা ভিতরে চলে গেল। অত্যধিক ভিড় ও ধাক্কা-ধাক্কিতে অনেক লোক প্রধান গেটে চাপা পড়ে মারা গেল। এক পর্যায়ে বিদ্রোহীরা শহরের প্রধান ফটক বন্ধ করে দিল।

যে বিদ্রোহীরা মুসলমানদের মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হয়েছিল এদেরকে মুহূর্তের মধ্যে হত্যা করল বিন ওয়াসীমের জানবাজরা।

প্রধান গেট বিদ্রোহীরা বন্ধ করে দিয়ে শহর প্রাচীরে উঠে সরকারী সেনাদের প্রতি তীরবৃষ্টি নিক্ষেপ করতে শুরু করল। বিন ওয়াসীম সেনাদেরকে তড়িৎ গেটের কাছ থেকে সরে আসার নির্দেশ দিলেন। বিন ওয়াসীমের বাহিনী যেমন তুফানের মতো শহরের দিকে অগ্রসর হয়েছিল বাইরের বিদ্রোহীদের কচুকাটা করে আবার তুফানের মতো সরে গেল অর্ধেক বিদ্রোহীকে ধ্বংস করে। শহরে প্রবেশ করা সম্ভব হলো না বিধায় তারা শহর অবরোধ করল।

শহর অবরোধ করে বিন ওয়াসীম আল্লাহ্‌র দরবারে অঝোর কান্নায় মোনাজাত করলেন—"হে প্রভু! বিজয়ের কোন সম্ভাবনাই আমাদের হাতে নেই, তুমি আমাদের সাহায্য কর। তোমার ধর্মের উসিলায় আমাদের তুমি বিজয়ী কর।" বিন ওয়াসীমের কান্না আল্লাহ্ তাআলা শুনলেন। ইতিহাস এটাকে একটি খোদায়ী সাহায্য হিসেবেই উল্লেখ করেছে। অবরোধের দ্বিতীয় দিন গভর্নর খবর পেলেন কর্ডোভা থেকে স্পেন শাসকের ছেলে ডিপুটি সেনাপতি উমাইয়ার নেতৃত্বে সহযোগী দল আসছে। বিন ওয়াসীম খবর শোনার সাথে সাথে অশ্বারোহণ করে উমাইয়াকে স্বাগত জানানোর জন্যে অগ্রসর হলেন।

ইতিহাস এ কথা উল্লেখ করেনি যে, উমাইয়া আব্দুর রহমানের কোন্ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ছিল। মুদ্দাসিসরার গর্ভজাত বলার কোনই অবকাশ নেই। কারণ মুদ্দাসিসরা তখনও খুব তরুণী। তার গর্ভে বিশ/বাইশ বছরের পুত্র সন্তান হওয়ার কথা নয়।

উমাইয়া বিলম্বে সাহায্য পৌঁছার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলল—আমি আমীরকে সৈন্য পাঠানোর জন্যে বাধ্য করিনি। বিধায় তিনি দূতকে কোন সাহায্য ছাড়াই বিদায় করে দিয়েছিলেন। বিন ওয়াসীম উমাইয়াকে এখানকার সার্বিক পরিস্থিতি অবহিত করলেন। রাতের বেলায় উমাইয়ার বাহিনীও অবরোধে শামিল হলো এবং শহরের প্রধান গেট ভাঙার জন্য চেষ্টা করল। কিন্তু তাতে তারা সফল হতে পারল না। দেয়ালের তলদেশ দিয়ে সুড়ং করে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করল উমাইয়ার সৈন্যরা, তাও সফল হতে দেয়নি বিদ্রোহী বাহিনী।

শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ পনেরো দিন ওদের অবরোধ করে রাখল উমাইয়া ও বিন ওয়াসীম। কিন্তু তাতেও বিদ্রোহীরা অটল। অবশেষে অবরোধ উঠিয়ে ভিন্ন এক চালে বিদ্রোহীদেরকে শহরের বাইরে আনার পরিকল্পনা করল উমাইয়া।

উমাইয়া সৈন্যদের হুকুম দিল অবরোধ উঠিয়ে নাও। বিদ্রোহীরা অবরোধ উঠিয়ে নিতে দেখে ভাবল কর্ডোভা বাহিনী রণেভঙ্গ দিয়ে এখন ফিরে যেতে চাচ্ছে। তাতে বিদ্রোহীরা সাহসী হয়ে উঠল এবং বিদ্রোহী কমান্ডার বলল, কর্ডোভা বাহিনী এখন হতাশ হতোদ্যম, ওদের কাউকেই জীবিত ফিরে যেতে দেয়া যাবে না। ওদের পশ্চাদ্ধাবন করে ধরে ধরে হত্যা করো। নির্দেশের সাথে সাথে বিদ্রোহী বাহিনী প্রধান গেট খুলে বাধভাঙ্গা ঢলের মতো শহর ছেড়ে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করল।

মুসলিম সৈন্যরা তখন উমাইয়ার নির্দেশে কালতারা পাহাড়ের গিরিপথের উপরে উঠে সামনে অগ্রসর হওয়ার মত করে বিদ্রোহীদের পিছু ধাওয়ার অপেক্ষা করছে। পিছনে বিদ্রোহী সেনাদের আসতে দেখে সেনাদের উমাইয়া নির্দেশ দিল তোমরা পলায়নপর মনোভাব দেখিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে যাও, আর কিছু আমার সাথে পাহাড়ের ওপাশে এসো।

মুসলিম বাহিনীকে পালাতে দেখে বিদ্রোহীরা আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠল এবং অশ্বারোহী বিদ্রোহীরা বীরদর্পে পাহাড়ী গিরিপথে প্রবেশ করল। বিদ্রোহীদের গোটা বাহিনী যখন গিরিপথে প্রবেশ করল তখন উপর থেকে ওদের উপরে তীরবৃষ্টি নিক্ষেপ করতে শুরু করল মুসলিম বাহিনী। এটা ছিল উমাইয়ার তৈরী ফাঁদ। উমাইয়ার পরিকল্পনা মতো বিদ্রোহী বাহিনী অতি উত্তেজনায় উমাইয়ার পাতা ফাঁদে পা দিল।

মুসলিম বাহিনীর পলায়ন নাটকের কমান্ড দিচ্ছিল এক নওমুসলিম কমান্ডার। তার নাম ছিল মুযাসিসরা। উমাইয়া ও এই নওমুসলিম কমান্ডার যখন দেখল অবরোধ কার্যকর হচ্ছে না, তখন তারা পলায়নের পরিকল্পনা করল। যদি আমাদের পালাতে দেখে বিদ্রোহী বাহিনী পশ্চাদ্ধাবন করার নির্বুদ্ধিতা করে তাহলে ওদেরকে পাহাড়ের ভিতরে ফাঁদে আটকে শায়েস্তা করা হবে।

বিদ্রোহী খৃষ্টানরা বিজয়ের আতিশয্যে সেই বোকামীই করে বসল এবং উমাইয়ার পাতা ফাঁদে ঢুকে পড়ল। যেই মাত্র বিদ্রোহীরা দুই পাহাড়ের গিরিপথে প্রবেশ করল অমনি দু'পাশ থেকে মুযাসিসরার কমান্ডে মুসলিম বাহিনী দেখে দেখে নির্ভুল নিশানায় তীর নিক্ষেপ করে বিদ্রোহী বাহিনীকে ধরাশায়ী করতে লাগল। বিদ্রোহীরা প্রবল তীর বর্ষণের মুখোমুখি হয়ে যখন পিছনে সরে আসতে

শুরু করল তখন ওদের পথ রোধ করে দাঁড়াল উমাইয়ার সঙ্গী সৈন্যরা। ইতিহাসে লেখা হয়েছে—

কালতারা পাহাড়ের গিরিপথ বিদ্রোহীদের রক্তে ভেসে গিয়েছিল। চতুর্দিক থেকে বিদ্রোহীদের উপর হামলে পড়েছিল মুসলিম বাহিনী। এই হামলায় ভাগ্যক্রমেই দু'চারজন বিদ্রোহী পালাতে সক্ষম হয়েছিল। তাছাড়া সকল বিদ্রোহীকেই হত্যা করে ফেলেছিল মুসলিম সৈন্যরা। বিদ্রোহীদের এতো রক্ত ঝরেছিল যে, গিরিপথে অশ্বগুলো পায়ে রক্ত ছিটিয়ে গোটা এলাকা রক্তে রঞ্জিত করে ফেলেছিল। ইতিহাস উল্লেখ করে মুসলিম দলের কমান্ডার মুযাসিসরা ছিল একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা। কিন্তু এতো বিপুল সংখ্যক মানুষের মরদেহ ও রক্তবন্যা দেখে হতভম্ব হয়ে যায় এবং অল্পদিনের মধ্যেই সে মত্যুবরণ করে।

বিদ্রোহীরা খতম হওয়ার পর অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়েই বিন ওয়াসীম শহরে প্রবেশ করলেন, তখন আর আক্রমণ করার মত কোন বিদ্রোহী ছিল না।

* * *

তারোব জায়গীরদার কন্যা সুলতানার বয়স তখন পঞ্চাশে পৌছে গেছে। এদিকে আমীর আব্দুর রহমানের বয়সও তখন পয়ষট্টি পেরিয়ে গেছে। আর যারয়াব সত্তুর বছরে পদার্পণ করেছে। সুলতানার একমাত্র পুত্র আব্দুল্লাহ তখন যৌবনে পদার্পণ করেছে।

আব্দুর রহমানের তখন অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অবশ্য যারয়াবের মধ্যে তেমন লক্ষ্যণীয় কোন পরিবর্তন তখনও দেখা যায়নি। আব্দুর রহমান আমীর থাকলেও কিছুদিন প্রশাসনের সর্বময় বিরাজ করেছিল যারয়াব। যারয়াব আব্দুর রহমানকে গান-বাজনা ও নাচের আসরে মগ্ন রেখে নিজের খেয়াল খুশী মতো প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশেই নিজের আয়ত্বে নিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। সে আব্দুর রহমানকে আমীরের পরিবর্তে স্বাধীন রাজায় পরিবর্তন করেছিল। আব্দুর রহমানের মন মেজাজে যারয়াব ঢুকিয়ে দিয়েছিল বাদশাহী মেজাজ। সে সময় যদি সেনাবাহিনীতে বিপুল সংখ্যক আযাদী পাগল সৈন্য না থাকতো, আর সেনাবাহিনী প্রধান ও ঊর্ধ্বতন অফিসারদের মধ্যে ইসলামী চেতনা, জাতিত্ববোধ ও সংগ্রামী মনোভাব না থাকতো, তাহলে আব্দুর রহমানের শাসনামলেই স্পেন খৃস্টানদের কব্জায় চলে যেতো।

আগেই বলা হয়েছে যারয়াব অন্য দশজনের চেয়ে একটু বেশীই তীব্র অনুভূতি ও কূট-বুদ্ধির অধিকারী ছিল। সে এক পর্যায়ে বুঝতে পারে প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ, প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম, সেনাপতি মূসা বিন মূসা, ডিপুটি সেনাপ্রধান আব্দুর রউফ, সেনাপতি ফরতুন এবং আমীর আব্দুর রহমানের ভাই মুহাম্মদ ও ছেলে উমাইয়ার মতো আত্মত্যাগী, বিলাসবিমুখ ও ইসলামের প্রতি নিষ্ঠাবান লোকেরা তার চক্রান্ত বাস্তবায়ন করতে কখনও দেবে না। এক পর্যায়ে হয়ত রাজদরবারে তার যে গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা আছে তাও হুমকির সম্মুখীন হতে পারে।

এমনটি চিন্তা করে যারয়াব প্রশাসনিক কাজকর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে লাগল এবং নিজের মূল পেশা নিত্যনতুন সঙ্গীতের আবিষ্কার ও সঙ্গীতে

নতুনত্ব সৃষ্টির প্রতি বেশী মনোযোগী হলো। অবশ্য সুলতানার আকর্ষণ থেকে যারয়াব নিজেকে মুক্ত করতে পারল না, সুলতানার প্রেম তার রক্তের মধ্যে মিশে গিয়েছিল।

"তোমার রূপ-সৌন্দর্যে যে যাদু আছে, আমার সঙ্গীতে এমনটি নেই সুলতানা!" একথা সে সুলতানাকে সব সময়ই বলত। এখনও আমি তোমার হাসিটিকে আমার বাদ্যযন্ত্রে বিকশিত করতে পারিনি। সুলতানা পাশে থাকলে যারয়াব জগতের সবকিছু ভুলে যেতো। অবশ্য শেষ পর্যায়ে সুলতানা তাকে বলছিল, "তুমি এখন বিয়ে করে ফেল যারয়াব!"

"আমার মন মেজাজে তুমি ছাড়া আর কোন নারীর প্রবেশাধিকার নেই সুলতানা!" সেটি ছিল প্রায় বিশ/পঁচিশ বছর আগের কথা। তখনই একদিন সুলতানার বিয়ের প্রস্তাবে শেষ কথা তাকে জানিয়ে দিয়েছিল যারয়াব। সে বলেছিল—"তুমি আছো তো আমার সব আছে, তুমি নেই আমার কিছুই নেই।"

"কিন্তু আমি তো স্পেন শাসকের যারয়াব।" হেসে বলতো সুলতানা। তুমি তো আমাকে এই হারেম থেকে কখনও বের করতে পারবে না। তোমাকে নিয়ে যদি আমি পালিয়ে যাই তাহলে কোথায় পালাব আমরা? নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার আগেই তো আমরা ধরা পড়ে যাবো। এরপর আমাদের ভাগ্যে কি ঘটতে পারে তাতো তুমি ভালই বুঝতে পার। তুমি আমাকে তোমার অধিকারে নেয়ার আশা ছেড়ে দাও যারয়াব। অবশ্য তুমি আজীবন আমাকে আপন ভাবত পার। দেখো, আমি কি আমার জায়গীর বাড়িতে শুধু তোমাকে একা নিয়ে যাইনি? সেখানে কি তোমাকে একাকী সময় দেইনি? তখন কি তোমার আর আমার একান্ত মুহূর্তগুলোতে অপর কারো উপস্থিতি ছিলো? থাকতো?"

সুলতানার এসব কথা ঠিকই ছিল। যারয়াবকে সুলতানা যখন সঙ্গ দিতো, তখন আর ওদের মধ্যে অন্য লোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু যারয়াবের প্রতি সুলতানার আকর্ষণ ছিল স্বার্থের কারণে। সে যারয়াবকে ব্যবহার করার জন্যে তার সাথে প্রেমের অভিনয় করত। আসলে সুলতানার আকর্ষণ ছিল খৃস্টান চক্রান্তকারী ইলুগাইসের প্রতি, যে ছিল মুসলমানদের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু। সুলতানা ইলুগাইসের কাছে একথা স্বীকার করেছিল যে, সে যারয়াবকে ব্যবহার করে লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে মনের অজান্তেই যারয়াবের প্রতি কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ছে। তখন ইলুগাইস তাকে এই বলে সতর্ক করেছিল যে, ভবিষ্যত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে তাকে আবেগ ও অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

আসলে নিজের তৈরী জালেই ফেঁসে গিয়েছিল সুলতানা। সে স্পেন শাসক আব্দুর রহমানকে তার রূপ-সৌন্দর্য ও চাতুর্যে মুগ্ধ ও পাগল করে রাখলেও হৃদয়

ও মন দিয়ে ভালাবাসতো যারয়াবকে। সে একই সাথে আব্দুর রহমান ও যারয়াবের একান্ত রক্ষিতার ভূমিকা পালন করছিল। সে আব্দুর রহমানের একান্ত প্রশান্তির সঙ্গিনী হয়েও যারয়াবেরও মনোতুষ্টির প্রধান উৎস হয়ে থাকে। সুলতানা আমীর আব্দুর রহমানকে রূপের জালে এভাবে আবদ্ধ করে ফেলেছিল যে, সুলতানার ব্যাপারে ভিন্ন কিছু ভাবতেই পারতো না আব্দুর রহমান।

অবশ্য এমন একটি সময় এলো যে, সব কিছুতেই কালের অমোঘ নীতির পরিবর্তন ঘটলো। অবশ্য তখন স্পেনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে বহু ঝড়। স্পেনের মাটি শুষে নিয়েছে বহু মানুষের তাজা খুন। তবুও সুলতানার মধ্যে উল্লেখ করার মতো তেমন পরিবর্তন তখনও ঘটেনি। পরিবর্তনের মধ্যে এতদিনে সেও এক ছেলের মা হয়েছে আর সেই ছেলে আব্দুর রহমানের ঔরসজাত বলে গর্ভধারিণী সুলতানা তাকে স্পেনের ভবিষ্যত কর্ণধার বলতো। আগে সুলতানা নিজেকে একজন সম্রাজ্ঞী ভাবতেই ভালবাসতো, কেননা সে খৃস্টান চক্রান্তকারীদের পরামর্শে বহু চক্রান্তের সহযোগী হয়ে সম্রাজ্ঞী হওয়ার স্বপ্ন দেখতো, কিন্তু দিনে দিনে তার সেই স্বপ্নে চির ধরে এবং ব্যর্থ হয়। এ পর্যায়ে সে তার গর্ভজাত ছেলেকে স্পেনের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার চিন্তাই একমাত্র ধ্যান ও কর্মে পরিণত করে।

এক সময় যখন সুলতানার শরীরে, ত্বকে ভাঁজ দেখা দিল, আর তার ছেলে আব্দুল্লাহ যৌবনে পদার্পণ করল, সেই সাথে আমীর আব্দুর রহমানও বার্ধক্যে উপনীত হলো, তখন সুলতানা হয়ে উঠল আরো ভয়ংকর। তখন সে বিষে ভরা নাগিনী হয়ে ফণা ধরে ফুসে উঠেছিল। তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের অন্তরায় প্রতিটি মানুষকেই সে দংশন করতে উদ্যত হতো। অথচ তখন পানি অনেক গড়িয়ে গেছে। সময় অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এর মধ্যে বহু দুশমন বন্ধু আর বহু বন্ধু দুশমনে পরিণত হয়েছে কিন্তু সুলতানার বয়স বাড়লেও সে পূর্বের চেয়ে আরো বেশী ভয়ঙ্কর কাল নাগিনীতে পরিণত হয়েছিল। সে আগে যেমন নাগিনী ছিল বয়সের ব্যবধানে তা আরো হিংস্র ও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল।

* * *

পঞ্চাশ বছরে উপনীত হয়েও সুলতানা নিজেকে বয়স্কা ভাবতে পারত না। এখনও সে আগের মতোই সাজগোজ করত এবং নিজের রূপে মুগ্ধ থাকত। অবশ্য তার এই ভাবনা একেবারে অমূলক ছিল না। এক যশস্বী জায়গীরের অধিকারিণী ছিল সে। স্পেনের শাসক আব্দুর রহমানের প্রিয় পাত্রী হিসেবে রাজ প্রাসাদে তার ছিল সবেচেয়ে বেশী দাপট ও শান শওকাত। কোন ধরনের দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও কষ্ট-ক্লেশের মুখোমুখি কখনও হতে হয়নি তাকে। আরাম-আয়াশ,

বিলাস-ব্যসনে সামান্যতম ঘাটতি হয়নি কোনদিন। তাই পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করলেও তারোবকন্যা জায়গীরদার সুলতানার চেহারায় তখনও বার্ধক্যের বলিরেখা পড়েনি, তার চুল তখনও ছিল বাদামী। তার শরীরের গাঁথুনিও ছিল অটুট।

একদিন তার একান্ত এক সেবিকা মাথা আঁচড়ানোর সময় চিরুণী রেখে একটি পাকা চুল তার চোখের সামনে ধরল। সুলতানা চিৎকার করে উঠল তাতে—"এটা কি দেখাচ্ছো?" সেবিকা বলল, "আপনার মাথার চুল পেকে গেছে দেখে উঠিয়ে ফেললাম।"

"মিথ্যা কথা, এখনই পাকা চুল!"

বৃদ্ধা সেবিকা হেসে ফেলল এবং সাদা ধবধবে চুলটি সে আবারো সুলতানার চোখের সামনে মেলে ধরল এবং বলল, শুধু একটিই নয়, আরো আছে। আপনার মাথার চুলই এমন যে সাদা চুল সহজে চোখে পড়ে না।"

"অ্যা!" সুলতানা এভাবে বিস্ময় ভাব দেখালো যেন তাকে কোন প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদ শোনানো হয়েছে।

সেবিকা আবারো দৃঢ়কণ্ঠে বলল...আপনি ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন তারোব কন্যা? আপনার চুলতো আরো আগেই পেকে যাওয়ার কথা ছিল। এক সময় মৃত্যুও তো আমাদের বরণ করতে হবে। হায়, আপনার মতো একদিন আমিও ভাবতাম, কখনও বার্ধক্য আসবে না আমার। তখন আমি সুন্দরী ছিলাম যে। আমীর, বাদশা, শাহজাদা ও মন্ত্রী, উজীর-উমারাগণ আমাকে এক নজর দেখার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকত। একদিন তৎকালীন আমীর আল-হাকামের নজরে পড়ে গেলাম আমি। তখন তিনি আমার পিতার কাছে তার নিজস্ব রাজকীয় আস্তাবলের একটি আরবী ঘোড়া ও মণিমুক্তার বাটযুক্ত একটি তরবারী উপহার পাঠিয়েছিলেন ও রাজ দরবারে ডেকে এনে উচ্চ সম্মান দিয়েছিলেন এবং আমাকে তার একান্ত সেবিকা হিসেবে নির্ধারণ করলেন।

তখন আমিও মনে করতাম, আমার এই রূপ-সৌন্দর্য কখনও নষ্ট হবে না। প্রথম যখন নিজের পাকা চুল দেখেছিলাম আমি তখন আপনার মতো আমিও আঁতকে উঠেছিলাম। বার্ধক্য মেনে নিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু এক সময় আমাকে ঠিকই মানতে হয়েছে যে, আমিও বুড়িয়ে গেছি। একদিন যে চুলের সৌন্দর্য আমীরে উন্দলুসকে বেঁধে রাখতে সক্ষম ছিল আজ সেই চুল জৌলুসহীন। আমার চেহারায়ও তখন দেখা দিল বার্ধক্যের ছাপ...।

তারোব কন্যা শুনুন! এক সময় আমাকে ব্যবহার্য ছেড়া কাপড়ের মতোই শাহী মহলের বাইরে বের করে দেয়া হলো। আমার কোন ঠিকানা রইল না। এক সময় যে আমি ছিলাম শাহী মহলের রূপের রাণী সেই আমি পরিণত হলাম বাদী

সেবিকায়। সুলতানা! আমার বয়স এখন আশি। আমি এই শাহী মহলের প্রত্যেক সেবিকা, রক্ষিতা, নৃত্যশিল্পী, বায়জী ও গায়িকার জন্যে জীবন্ত উদাহরণ...।

সুলতানা! আপনাকেও এই অমোঘ সত্য একদিন না একদিন মেনে নিতেই হবে যে, আপনি বার্ধক্যে উপনীত হচ্ছেন। আপনার রূপ-জৌলুসে ভাটা পড়ছে। আমীরে উন্দলুস আব্দুর রহমানও বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। এখন আর তাকে কোন যুবতী নারীও এতোটা উত্তেজিত করতে পারবে না, যতটুকু আগে হতে পারতো।

সেবিকার কথায় গভীর চিন্তা ও অতীতে হারিয়ে গেল সুলতানা। হঠাৎ জায়গা থেকে উঠে কক্ষে টহল দিতে লাগল সে।

"তারোব কন্যা! আপনি এতোটা মুষড়ে পড়ছেন কেন? বলল বৃদ্ধা সেবিকা। আপনাকে তো আর স্পেন শাসক যৌবনকালের সেই সম্মান, মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেননি। আমি আপনার চিরদিনের সহযোগী ছিলাম এবং প্রতি ক্ষেত্রেই আপনি আমার সাথে পরামর্শ করতেন বলে আজ আমি কঠিন বাস্তব ও সত্য উপলব্ধিটুকুই আপনার কাছে ব্যক্ত করলাম। মাফ করবেন, আমি এ কথাগুলো আপনাকে পেরেশান করার জন্যে বলিনি।"

"তা আমি জানি। তোমার ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। তোমার একথাও ঠিক যে, স্পেন শাসক আমার কোন সুযোগ সুবিধাই কেড়ে নেননি। কিন্তু এক বছর হয়ে গেলো সে একদিনও আমাকে কাছে ডাকেনি। কোনদিন যদি নিজে থেকে আমি তার কাছে গিয়েছি, তাহলে তিনি নানা ঝামেলার কথা বলে আমাকে চলে আসতে বলেছেন। এখন আমি তার কাছ থেকে দূরে একাকী জীবন কাটাচ্ছি। ভাগ্যিস যারয়াব ছিল। ও না থাকলে তো আমি মরেই যেতাম।"

"আপনার একটি যুবক ছেলে আছে মালিকা। তাকে আল্লাহ দীর্ঘ হায়াত দান করুন। আপনি এখন ছেলের মঙ্গলের জন্য জীবনটা উৎসর্গ করে দিন। তাকে ভবিষ্যতের মসনদে অধিষ্ঠিত করার চেষ্টা করুন। আমীরে উন্দলুস এখন বুড়ো হয়ে গেছে। সে এখনও প্রতিটি যুদ্ধে নিজে অংশ নেয়। যে কোনদিন সে মৃত্যুবরণ করতে পারে, কাজেই আপনি নিজের ছেলের জন্য কিছু করার চেষ্টা করুন।"

"সে চেষ্টা তো আমি করবোই। কিন্তু আমীরে উন্দলুস তো ওকে ভবিষ্যত মসনদের অধিকারী করার কথা কখনও বলেনি। কারণ আমার ছেলের অভ্যাস ভালো নয়। আমি ওকে শাহজাদা বানিয়েছিলাম কিন্তু সে তার আচরণের জন্যে আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। আমি ওকে যুদ্ধ বিদ্যা ও অশ্বারোহণ করার জন্যে উস্তাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে। এখন সে বিলাসী ও অপচয়ে মেতে উঠেছে।"

"সে আবার কেমন শাহজাদা যে বিলাসী ও অপচয়কারী না হবে?" বলল সেবিকা। আমীরে উন্দলুসের পয়তাল্লিশজন ছেলে। এর মধ্যে কোন্‌টি বিলাসী ও অপচয়কারী নয় দেখান তো?"

সুলতানা আয়নার সামনে বসে সেবিকার কথায় কর্ণপাত করল না। সে তার খোলা চুলগুলো সামনের দিকে টেনে এনে দেখতে লাগল। তার চোখের সামনেও ভেসে উঠল একটি পাকা চুল। সে তার চেহারাকে পরখ করার জন্যে আয়নার আরো কাছে মুখ নিয়ে দেখতে লাগল। তার চেহারায় ফুটে উঠল উদ্বেগ ও হতাশার ছাপ।

হতাশামাখা কণ্ঠেই সে সেবিকাকে বলল, তুমি এখন যাও। যারয়াব যদি কোন কাজে না থাকে তবে তাকে বলো সুলতানা আপনাকে যেতে বলেছে।

* * *

সেবিকা চলে যাওয়ার পর সুলতানা তার চেহারাকে আরো গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগল। সে তার চোখের দিকে নজর দিয়ে দেখতে পেল চোখের নীচে ছোট ভাঁজ পড়েছে এবং চোখের নীচের ত্বক কিছুটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। সে তার হাত ও হাতের পিঠ দেখল এবং উঠে জানালার পাশে গিয়ে উদাস মনে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু পরে তার কক্ষে কারো পায়ের আওয়াজ পেল সুলতানা। ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখল নৃত্যশিল্পী যারয়াব এসেছে। কিন্তু আজ আর সুলতানার ঠোঁটে কোন হাসি ছিল না, যে হাসি সব সময় তার ঠোঁটে দেখতে পেত যারয়াব।

"তোমাকে পেরেশান মনে হচ্ছে সুলতানা! কি হয়েছে তোমার?" যারয়াব সুলতানাকে ধরে নরম গদি বিছানো পালঙ্কের উপর বসিয়ে দিয়ে নিজে পাশে বসল। কি ব্যাপার তুমি আমার প্রতি এমন গভীরভাবে কি দেখছো?"

"গতকাল তুমি যখন আমার কাছে এসেছিলে তখন আমি তোমার চেহারায় বার্ধক্যের কোন লক্ষণ দেখতে পাইনি। কিন্তু আজ তোমাকে খুবই বুড়া দেখাচ্ছে।" বলল সুলতানা।

"তোমার বৃদ্ধা সেবিকা আমাকে বলেছে যে, তুমি আজ খুবই পেরেশান। বলল যারয়াব। সে আমাকে একথাও বলেছে যে, তোমার মাথা থেকে একটি সাদা পাকা চুল উঠানোর পর তোমাকে তা দেখাতেই তুমি কেমন যেন উদাস হয়ে গেছো। পাকা চুল দেখার পূর্ব পর্যন্ত তুমি নিজেকে যুবতীই ভাবতে। এখন নিজের বয়সের অনুভূতি হওয়ায় আমাকেও তোমার কাছে বুড়ো মনে হচ্ছে। শোন সুলতানা! আমরা বুড়ো হয়ে গেছি। তোমারও এখন অনেক বয়স হয়েছে। এতে চিন্তাযুক্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। বয়স মানুষকে আরো দৃঢ় করে, মানুষ বয়স্ক হওয়া ছাড়া পূর্ণতা পায় না। আমি সেই পূর্ণতায় পৌছে গেছি সুলতানা!"

যারয়াবের কথায় সুলতানা আরো পেরেশান হয়ে গেল। তার মাথায় যারয়াবের দর্শন প্রবেশ করছিল না। যারয়াবের কাছ থেকে সে বার্ধক্যের সমর্থনে কোন কথা শুনতে প্রস্তুত ছিল না। সে চাচ্ছিল যারয়াব তাকে বলবে—"না, তুমি এখনও বুড়ো হওনি, এমনিতেই চুল দু'চারটা সব মানুষেরই পাকতে পারে।" সে চাচ্ছিল যারয়াব তাকে এ ব্যাপারে সান্ত্বনা দেবে।

"কি হলো? তুমি কি আমাকে আশা জাগানিয়া কোন কথা বলতে পারো না? তুমি তো আমার কাছে এসে জগতের কথা ভুলে যেতে, সুখ, আরাম ও স্বপ্নের কথা বলতে। এখন ওসব কথা বলছো কেন? তোমার মধ্যে কি এখন আর আগের মতো আমার প্রতি ভালোবাসা নেই?"

"আগের চেয়ে আরো বেশী আছে সুলতানা! কিন্তু যে সময় অনেক দূরে চলে গেছে, সেদিকে আমরা দৌড়ালে কিংবা সুখের কথায় তা ফিরে পাওয়া যাবে না। যৌবন ফিরে পাওয়ার কথা ভাবাটা হবে বোকামী। এজন্যই তুমি পেরেশান হয়েছো যে, সময় সামনে চলছে, আর তুমি পিছনে দৌড়াচ্ছো। অতীতকে ভুলে যাও সুলতানা! বর্তমানের উপর ভিত্তি করেই তোমাকে সান্ত্বনা অর্জন করতে হবে।"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছো যারয়াব। আমি পিছনের দিকেই দৌড়াচ্ছি। আমি অতীত থেকে বেরুতে চাই না। আমার অতীতের রূপ-সৌন্দর্য যদি বিনষ্টও হয়ে যায় তবুও আমি নিজেকে নিজের কাছে রূপসী বানিয়ে রাখবো।

একাকীত্ব আমাকে খুবই পীড়া দিচ্ছে, আমার মনের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করছে। যারয়াব আমার সাথে সেই আগের মতো কথা বলো। তুমি তো শব্দের যাদুকর। শব্দের কারুকার্যতা ও ভাষার ছন্দে তুমি আমাকে সেই স্বপ্নের ভুবনে নিয়ে চলো...।

তোমার বাহুতে কি এখন আর শক্তি নেই? তুমি আমাকে এই ধারণা দিতে যেয়ো না যে, আমিও বুড়ি হয়ে গেছি। আমার সকল আকর্ষণ নিঃশেষ হয়ে গেছে।"

"চেহারা থেকে তুমি দৃষ্টি লুকাতে পারবে না সুলতানা!" বলল যারয়াব। এরচেয়ে নিজের হৃদয়কে জাগিয়ে দাও। মানুষের শরীর যখন বুড়ো হয়ে যায় তখন হৃদয় আরো তাজা হয়। আমি শরীরের শক্তি হৃদয়ে স্থানান্তরিত করে ফেলেছি।

ভীত সন্ত্রস্ত শিশুর মতো সুলতানা যারয়াবের মধ্যে লুকিয়ে পরতে চেষ্টা করছিল কিন্তু যারয়াব গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—"তুমি অবাস্তব প্রত্যাশায় নির্ভর করতে চাচ্ছো সুলতানা! তুমি অতীতের রঙ্গীন জীবনের উপর ভরসা করে

বর্তমানের কঠিন বাস্তবতা এড়িয়ে থাকতে চাচ্ছো। আগে নিজেকে সামলে নাও সুলতানা। বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে চেষ্টা করো, তারপর আমি তোমার অতীত নিয়ে কথা বলবো।"

হাতের কাছেই ছিল শরাবের পেয়ালা। ডক ডক করে পেয়ালার শরাবটুকু গিলে ফেলল সুলতানা। এরপর যারয়াবের গলা জড়িয়ে ধরে বর্তমানের কঠোর বাস্তবতা থেকে রঙ্গীন জগতে হারিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকল সুলতানা।

"আমি তোমার বাদী যারয়াব! একমাত্র তুমিই আমাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসো। আমি জীবনে কাউকে এমনকি তোমাকেও বুঝতে দেইনি যে মুসলমানদের সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু ইলুগাইসকে আমি মনেপ্রাণে ভালোবাসতাম এবং এই ইসলামী সালতানাতকে ধ্বংস করার জন্যে সক্রিয় ছিলাম। কিন্তু আফসোস আমার, তুমি একাজে আমাকে পুরোপুরি সহযোগিতা করনি।"

"আমি তোমাকে সহযোগিতা করলেও তোমার ও ইলুগাইসের স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব হতো না। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগেই এ ব্যাপারে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলাম যে, এ ক্ষেত্রে তোমাদের আমি সহযোগিতা করলে বৃদ্ধ বয়সে হয়তো আমাকে লজ্জাজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। যার ফলে আজ আমি সব ধরনের ঝুঁকি থেকে নিশ্চিন্ত আছি।"

শরাবের ফুরাহী সুলতানার কাছ থেকে নিয়ে যারয়াব এক ঢোক শরাব নিজে গিলে রেখে দিল। যারয়াব এখন বার্ধক্যে উপনীত। তার অধিকাংশ চুলে পাক ধরেছে, শরীরের গাঁথুনীতেও দেখা দিয়েছে বার্ধক্যের ছাপ, তদুপরি সুলতানাকে সে হৃদয় দিয়েই ভালোবাসতো।

"একটা পুরো কথা আজ আমার মনে পড়ছে—শুষ্ক কণ্ঠে শিশুর মতো মনে বলল সুলতানা। তুমি নিশ্চয়ই ফ্লোরাকে দেখেছো। ওকে একবারই মাত্র আমি দেখেছিলাম। একদিন আমি আমীরে উন্দলুসকে ওর কথা বলেছিলাম। এও বলেছিলাম, আপনি ওকে অপহরণ করিয়ে নিয়ে আসুন। অথবা ওকে এনে আপনার হারেমে রাখুন। একথা আমি কোনদিন তোমাকে বলিনি। সেটি ছিল এক রহস্য। আর সেই রহস্যের কথা শোন।

"ফ্লোরা যদি স্পেন শাসকের হারেমে আসতে পারতো তাহলে তোমার আর এতো কদর থাকতো না।" বলল যারয়াব। ফ্লোরা বয়সের দিক থেকে ছিল তোমার চেয়ে ছোট, কুমারী এবং ভয়ঙ্কর সুন্দরী। আমীরে উন্দলুস তাকে দেখতে পেলে পাগল হয়ে যেতো। তুমি স্পেন শাসককে ফ্লোরার কথা বলেছিলে কি তাকে খুশী করতে?

“না, না। বলল সুলতানা। ওকে আমি পাগল করতে চেয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, ফ্লোরা যদি হারেমে এসে যায়, তাহলে আমরা দু'জনে মিলে স্পেন শাসককে নিজেদের ফাঁদে সহজে আটকে রাখতে পারব। তাতে হয়তো আমার উদ্দেশ্য সফল হবে। এ লক্ষ্যে একদিন আমি আমার জায়গীর বাড়িতে ইলুগাইসকে ডেকে পাঠালাম। আমি ইলুগাইসকে বললাম, আমীরে স্পেন আবার যুদ্ধের দিকে ঝুঁকে পড়ছে, তার সবচেয়ে কনিষ্ঠা স্ত্রী মুদ্দাসিসরা তাকে এ কাজে উৎসাহিত করছে। আমার সাথে ফ্লোরাও যদি স্পেন শাসকের হারেমে এসে যেতো, তাহলে আমরা দু'জন মিলে আব্দুর রহমানকে নিজেদের ফাঁদে আটকে রাখতে পারবো।

কিন্তু ইলুগাইস আমার কথায় সায় দিল না। সে বলল, “ফ্লোরা একটি পূতঃপবিত্র মেয়ে। হারেমে গিয়ে তার শুধু নাপাক হওয়ারই আশঙ্কা নয়, খৃস্টবাদের উত্থানের নেশায় যে তরুণী এখন বনে জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকে, কঠিন কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে দীনহীন জীবন যাপন করে, শাহী মহলে গিয়ে সে না আবার শাহজাদী হয়ে পড়ে এ আশঙ্কাও রয়েছে। বয়সের কারণে শাহী মান-মর্যাদা ও আরাম-আয়েশী জীবনের হাতছানীতে পড়ে আব্দুর রহমানের কাছে আমাদের ও বিদ্রোহীদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।”

তুমি কি জানো যারয়াব! ইলুগাইস আমাকে একটি রাজ্যের সম্রাজ্ঞী বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল? আমি তার পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা অনুযায়ীই কাজ করেছি, কিন্তু সে তার বিশ্বাস ও মিশনে এতোই মগ্ন ছিল যে, আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের দিকে কর্ণপাত করার সুযোগ পায়নি...।

এতে আমার মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হলো, তখন ইলুগাইস মদ পান করছিল আর আমিও ছিলাম ক্ষুব্ধ। তাই এই মিশন সফল করার জন্যে আমি উঠে পড়ে লাগলাম। যেহেতু আমি ওর জন্যে কাজ করছি তাই সে আমাকে কখনও অসন্তুষ্ট করতে চাইতো না...। সে বলল—

“সুলতানা! তোমার কথার বিরোধিতা করছি না। আমাদের অভিন্ন উদ্দেশের জন্যে তোমাকে আমি খুবই ভালোবাসি। কিন্তু জীবনে আমি কখনও বিয়ে করিনি এজন্য যে, বিয়ে করলে আমি শিকলে বাধা পড়ে যাবো এবং আমার মিশন বাধাগ্রস্থ হবে। কিন্তু ফ্লোরা যখন আমার মিশনে যোগ দিল, আমরা একরাত একটি নির্জন কক্ষে কাটালাম। জনৈক পাদ্রী আমাদের জন্যে এই নিরাপদ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিল। ফ্লোরা যখন জানতে পারল, তার প্রত্যাশা ও ভালোবাসার ধর্মতে শক্তি যোগানোর জন্যে আমি নারী সঙ্গকে নিজের জন্যে

নিষিদ্ধ করে রেখেছি, তখন সে আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বহু কথা বললো আমার সাথে। আমি ভাবতেই পারিনি, একটি তরুণী মেয়ের মধ্যে এতো জ্ঞানবুদ্ধি থাকতে পারে। ওর কথা শুনে আমি আরো সাহসী ও উজ্জীবিত হয়ে উঠলাম...।

ইলুগাইস আমাকে বলেছিল, সেইদিন থেকে আমার হৃদয়ে ফ্লোরার প্রতি এতো মমতা ও ভালোবাসা জন্মেছে যে তা কোনভাবেই আমি দূর করতে পারিনি।"

"তোমার হয়ত জানা নেই ইলুগাইস ও ফ্লোরার পরিণতি কি হয়েছিল।" বলল যারয়াব।

"হ্যাঁ, জানি আমি। আমি কেন তাতো অনেকেই জানে।"

"তুমি কি ওদের মৃত্যুর কথাও জান? বলল যারয়াব। তুমি হয়তো একথা জানো না, ওরা কিভাবে ওদের কাজকর্ম পরিচালনা করতো। তাছাড়া মেয়েদেরকে নিজের উপরে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ইলুগাইস কিভাবে নিজের ধ্বংস টেনে এনেছিল।"

* * *

অতীতের গোপন রহস্যের একটি পর্দা আজ উঠিয়ে দিল যারয়াব। বলতে লাগল স্পেনকে মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে স্পেনে খৃস্টবাদের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিল ফ্লোরা। সে তার জীবন যৌবনকে একাজে কুরবান করে দিয়েছিল। সে-ও একজন সন্ন্যাসীনির রূপ ধারণ করে। খৃস্টানরা তাকে দ্বিতীয় মেরী বলতে শুরু করে। খৃস্টান পাদ্রীরা ওকে খৃস্টান কবরস্থানে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে দেখিয়ে বলতো, এটাই মেরীর প্রতিবিম্ব দ্বিতীয় মেরী। সে ঈসা মসীহর কাছ থেকে তাজা পয়গাম নিয়ে এসেছো। এরাই তালিতা ও মুরিদায় বিদ্রোহ ঘটায় যাতে প্রচুর সংখ্যক খৃস্টান নিহত হয় কিন্তু তারা কিছুই অর্জন করতে পারেনি। ইবনে আব্দুল জব্বারের মতো নিষ্ঠাবান গভর্নরকেও ওরা বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়। এদিকে তুমি স্পেন শাসককে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করছো, কিন্তু ...।"

"কিন্তু মুদ্দাসিসরাই শেষ পর্যন্ত স্পেন শাসকের উপর কার্যকর যাদু চালাতে সফল হলো।" বলল সুলতানা।

"শুধু মুদ্দাসিসরা নয়, আমীরে উন্দলুসকে তার সেনাপতিরাও জাগিয়ে দিয়েছে। কারণ সেনাপতিরা তাজা ঈমানের অধিকারী ছিল। সেনাপতিরা তাদের উৎসর্গিত শুহাদাদের আত্মত্যাগকে তাদের হৃদয়ে জীবন্ত করে রেখেছিল, বলল

যারয়াব। তারা সেইসব বীর মুজাহিদ যারা জীবনের বিনিময়ে এই কুফরীস্থানে ঈমান ও ইসলামের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিল, সেই সেনাপতিরা ঘুমন্ত স্পেন শাসককে কিভাবে জাগিয়ে তুলেছিল সেসব ঘটনা তো তুমিও দেখেছো।”

“তুমি কি ফ্লোরাকে আমার চেয়ে বেশী রূপসী মনে কর?” নেশাগ্রস্থ কণ্ঠে বলল সুলতানা।

“কাকে আমি কি ভাবতাম সে কথা এখন আর জিজ্ঞেস করো না সুলতানা! তুমি আমার কাছে সেই অতীতের কথা শুনতে চাচ্ছো, যখন তোমার যৌবন ছিল, তোমার রূপের আগুন তাজা ছিল। এখন আমাকে সেই অতীতের পর্দা উন্মুক্ত করতে দাও। আমি নিজেও তোমার প্রেমে পড়ে খৃস্টানদের খেলনার পুতুলে পরিণত হয়েছিলাম। তুমি তোমার জায়গীর বাড়ির সুন্দর বাগানে ইলুগাইসের সাথে আমার সাক্ষাত করিয়েছিলে। সে তখন এসেছিল দরবেশের রূপ ধরে। আমি তখন তোমার প্রেমের অন্ধ পাগল। ইলুগাইস আমাকে বলেছিল, আমি যেন আরব বংশজাত মুসলমানদের তাহযীব, তমদ্দুন, জীবনযাত্রা, পোষাক-পরিচ্ছদ বদলে ফেলি। তুমি বলেছিলে স্পেনের মুসলিম শাসনের মসনদ যদি আমরা উল্টে দিতে পারি তাহলে খৃস্টানরা তোমাকে একটি স্বাধীন রাজ্য দেবে, তুমি হবে সেই রাজ্যের সম্রাজ্ঞী আর আমাকে বানাবে রাজা...।

আমাকে আমার শিল্প নৃত্যসঙ্গীত ও তোমার প্রেমের টানে সৃষ্ট নতুন নতুন গানে মুগ্ধ করে রেখেছিল। আমিও তোমার দেয়া স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেলাম যে, তুমি হবে রাণী আর আমি হবো রাজা। আমি দরবারে আমার কূট-কৌশল চালিয়ে মর্যাদাজনক অবস্থান সৃষ্টি করে নেই। দরবারের সবার জন্যই আমি নিজেকে একজন আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিতে পরিণত করি। আমি আরব উমারা শ্রেণী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জীবনযাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান, পোষাক-পরিচ্ছদে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটিয়ে খৃস্টীয় ও বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হই। আমি মুসলিম প্রতাপশালীদের স্ত্রী-কন্যাদেরকে এমন সব পোষাকে অভ্যস্ত করে ফেলি যেসব দ্বারা ওরা পর্দার নির্দেশকে উপেক্ষা করে অর্ধ উলঙ্গ হতে শুরু করে।”

ইলুগাইস বলতো, সেনা শক্তি ও যুদ্ধ করেই শুধু একটি জাতিকে পদানত করা যায় না—বলল সুলতানা। তার মতে আকর্ষণীয় টোপ দিয়ে একটি জাতির আচার-অনুষ্ঠান, চলন-বলন ও অবকাশ যাপনে যদি তুমি ভিন্ন সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারো, তাহলে একটি জাতিকে খুব দ্রুত পরাজিত করা সম্ভব হয়।”

“কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম তোমার হৃদয়ে প্রকৃত পক্ষে আমার প্রতি কোন ভালোবাসা নেই। বলল যারয়াব। তুমি যে

আমাকে নিয়ে খেলছো, অবশ্য তোমার প্রতি যে ভালোবাসা আমি আমার হৃদয় বন্দরে গেঁথে ফেলেছিলাম তাকে আমি কখনও দূর করতে পারিনি। তাই জেনে শুনেও আমি স্বীয় জাতি ও ধর্মের রক্তে বিষাক্ত উপাদান ঢুকাতে শুরু করেছিলাম।"

"হ্যাঁ, আজ আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আমি তোমাকে ভালোবাসার ধোঁকা দিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার নিষ্কলুষ ভালোবাসা আমাকেই আমার প্রতারণার শিকারে পরিণত করে। আমি জীবনে প্রথমবার তোমার ভালোবাসাতেই ভালোবাসার স্বাদ অনুভব করতে পেরেছিলাম।

আমি ইলুগাইসকে বলেও দিয়েছিলাম, যারয়াবের সাথে আমি প্রেম প্রেম খেলতে পারবো না, আমি ওকে কখনও ধোঁকা দিতে পারবো না।"

"আমি এখনও তেমনই রয়েছি, যেমনটি তোমার যৌবনকালে ছিলাম। মনের দিক থেকে একটুও বদলাইনি।" বলল যারয়াব। এখনও তোমার জন্যে আমি অসম্ভবকে সম্ভব করতে কুণ্ঠাবোধ করবো না। তোমাকে ভালোবাসার পরও তুমি যেমন আমাকে অনেক কথাই বলোনি, আমিও তোমার কাছ থেকে অনেক কথা গোপন রেখেছিলাম। আজ শোন—

আমি যখন ফ্লোরার কীর্তি কাহিনী শুনতে পেলাম, জানতে পারলাম যে, ফ্লোরা এক মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণ করার পরও খৃস্টবাদের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছে, তখন ওকে দেখার জন্যে আমার আগ্রহ জন্মে...।

এখানে সরকারীভাবে যেমন গোয়েন্দা ছিল, সেনাবাহিনীরও ছিল স্বতন্ত্র গোয়েন্দা শাখা। এর পাশাপাশি আমার ব্যক্তিগত গোয়েন্দা দলও আমি সৃষ্টি করে রেখেছিলাম। আমার গোয়েন্দাদের মধ্যে হারেমের দু'জন সুন্দরী রূপসী ও বিচক্ষণ নারী ছিল। যাক, আমি জানতে পেরেছিলাম ফ্লোরা এখন কোথায় এবং তার সাথে কিভাবে সাক্ষাত করা যাবে। একদিন আমি জানতে পারলাম, কর্ডোভা থেকে একদিনের পথ দূরত্বে ফ্লোরা ও ইলুগাইস অবস্থান করছে। তখন আমি ওদের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। ওরা যে গ্রামে অবস্থান করছে সেখানে পৌছে আমার বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে ইলুগাইসের কাছে সংবাদ পাঠালাম যে, যারয়াব ফ্লোরা ও তোমার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছে। গ্রামের মানুষ আমাকে দেখল বটে কিন্তু বুঝতে পারল না, এই লোকটি কর্ডোভার বিখ্যাত শিল্পী যারয়াব। যার সৃষ্ট গান খৃস্টানদের মধ্যেও জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

* * *

যারয়াবের কথাগুলো খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনছিল সুলতানা। সে তখন আর শরাব পান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল না। যারয়াব বলছিল, আমাকে

একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল এবং এমন একটি কক্ষে দাঁড়াতে বলল, যে ঘরের ছাদে মাকড়শার বাসা ঝুলছে। দেয়ালের প্রলেস্তরা খসে পড়েছে এবং দরজা জানালাগুলো ঘুণে খেয়ে ফেলেছে। আমি অবস্থা দেখে মনে করেছিলাম, আমাকে হয়তো কোন ফাঁদে আটকে ফেলা হয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আমার ভাবনায় চির ধরিয়ে ইলুগাইস এসে বলতে লাগল, কি ব্যাপার কর্ডোভার বিখ্যাত শিল্পী! এতদূর কষ্ট করে আসার কারণ কি?"

"সে আমার প্রতি সন্দিহান ছিল। আমি বললাম, তোমার আশঙ্কা অমূলক নয় ইলুগাইস! একটি কৌতূহল আমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। কিন্তু আমি কি তোমাকে কোন ব্যাপারে কখনও ধোঁকা দিয়েছি? ধোঁকাই যদি দিতাম তাহলে আমি যখন এখানে তোমার উপস্থিতি জানতে পেরেছি, তখন আমি না এসে অন্য কেউ আসতো এবং ফ্লোরা ও তোমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতো...। কিন্তু আমি সব সময় তোমাদের সঙ্গেই আছি...।

সে জিজ্ঞেস করল কোন সেই কৌতূহল যা তোমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে? বললাম, "আমি ফ্লোরাকে দেখতে এসেছি। লোকমুখে শুনেছি, ফ্লোরার মধ্যে নাকি যারয়াবের গানবাদ্যের চেয়েও আরো বেশী যাদুময়তা আছে এবং তার দৃঢ়তা ও মনোবল পাথরের চেয়েও আরো বেশী মজবুত। ইলুগাইস এরপর আমার সাথে অন্যান্য প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল। যখন সে নিশ্চিত হলো যে, আমি তাকে ধোঁকা দিতে যাইনি, তখন সে আমাকে অন্য একটি বাড়িতে নিয়ে গেল এবং একটি কক্ষে অপেক্ষা করতে বলল। কিছুক্ষণ পর সেই কক্ষে একটি তরুণী মেয়ে প্রবেশ করল। ওর রূপ-সৌন্দর্য দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম...। সুলতানা! যৌবনে তুমিও সুন্দরী ছিলে, বলা চলে অন্য দশজনের চেয়ে বেশী রূপসী ছিলে তুমি। কিন্তু ফ্লোরার সৌন্দর্যে শুধু মোহনীয়তা নয়, যেন যাদু ছিল। তার শরীর ও দেহ বল্লরী এই জগতের যে কোন পুরুষকেই ধ্বসিয়ে দিতে সক্ষম ছিল। আমি ওর চোখের মধ্যে যে জ্যোতি ও দ্যুতনা দেখেছি তা অনুভব করা যায় কিন্তু ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নয়...।

ইলুগাইস বলল, ফ্লোরা! ইনি হলেন সেই ব্যক্তি, রাজদরবারে যার অস্বাভাবিক প্রতাপ ও প্রভাব। ইনি হলেন বিখ্যাত শিল্পী যারয়াব। ইনি আমাদের জন্যে অনুকূল পরিবেশ তৈরী করেছেন...। ফ্লোরা অগ্রসর হয়ে আমার ডান হাত তার দু'হাতের তালুতে নিয়ে প্রথমে চুমু খেল এবং পরে তার বুকে ছোঁয়া দিয়ে ঠোঁটে যে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলল, তাতে আমার সারা শরীরে একটা তুফান বয়ে গেল। আমার মনে হতে লাগল, এ কোন মানবী নয় মানুষরূপী কোন অপ্সরা। সুলতানা! ফ্লোরা ফুল ছিল না, ছিল কলি। আমি তাকে বললাম, ফ্লোরা!

তুমি তো এখনও যুবতী। তুমি কি করছো? নিজের জীবনকে তুমি বিপথে বিনষ্ট করছো না তো...?"

ফ্লোরা বলল, আমি শুনেছি আপনি খুবই বিজ্ঞজন। কিন্তু আপনি হয়ত এটা জানেন না যে, কিছু করার জন্যে শারিরীক শক্তি বড় নয়। মানুষের যদি দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা ও অটল আত্মবিশ্বাস থাকে তাহলে তার আত্মিক শক্তি অনেক বেড়ে যায়...। সে যখন তার আত্মবিশ্বাসের কথা শুরু করল তখন যে মেয়েটিকে আমি অন্যভাবে ভাবছিলাম সে আমার কাছে পূতঃপবিত্রা হয়ে উঠল। ইলুগাইস আমাকে বলেছিল, মুরিদা ও তালিতার বিদ্রোহের নেপথ্যে ছিল ফ্লোরার মুখ্য ভূমিকা...।

এই মেয়েটি কঠিন প্রহরাধীন থাকার পরও পালিয়ে যায়। খৃস্টানরা বাজার ও বিচারালয়ে ইসলামের অবমাননা করার যে কৌশল নিয়েছিল তার উদগাতা ছিল ফ্লোরা। আমি যখন দেখলাম একটি অবলা তরুণী মেয়ে তার আত্মবিশ্বাস অনুযায়ী খৃস্টধর্মের জন্যে নিজের জীবন-যৌবন, সাধ-আহ্লাদ সবই কুরবান করে দিয়েছে, তখন আমার মধ্যে স্বকীয়তার চেতনা নাড়া দিয়ে উঠল। আমার আফসোস হলো যে, লোকজন আমাকে জ্ঞানী বলে জানে, আমাকে মানে, আমি একজন সক্ষম সবল পুরুষ। তদুপরি আমি আমার ধর্মের জন্যে কিছু না করে বিধর্মীদের খেলার পুতুলে পরিণত হয়েছি। পরধর্মের জন্যে নিজ ধর্ম ও জাতির শিকড় কাটায় সহযোগিতা করছি।

লজ্জায় আমার মাথা নত হয়ে এলো। আমার হৃদয় আমার কাজের প্রতি বিদ্রোহ করে বসল। সেদিন সাক্ষাৎ শেষে ফ্লোরা ও ইলুগাইসকে আমি বলে এলাম, আমি তোমাদের সাথে আছি কিন্তু সেখানে বসেই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ওদের আর সহযোগিতা করব না...।

ফিরে আসার পর মনে মনে কয়েকবার ভেবেছিলাম ঘটনাটি তোমাকে বলব। তোমাকে এও বলব যে, ওদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেল। কিন্তু আমি এটাও লক্ষ্য করেছিলাম, ইলুগাইসের সাথে মিলে তুমি নিজের মধ্যে যে স্বপ্ন ও সংকল্প বেধেছো, তা থেকে ফিরে আসতে পারবে না। তাই তোমাকে বলার ইচ্ছা আমি মনের মধ্যেই দমন করে রাখলাম আর তুমি তোমার লক্ষ্য অর্জনে চেষ্টা অব্যাহত রাখলে...। এদিকে ফ্লোরা তার মিশন অব্যাহত রাখল। আমি নিয়মিত ওদের কাজকর্মের খবর পেতাম। তোমার হয়তো মনে আছে, সেইসব দিনগুলোতে কতগুলো বিদ্রোহ ঘটেছিল। কিন্তু সবগুলো বিদ্রোহকেই কঠোরভাবে দমন করা হলো আর খৃস্টানরা গণহারে নিহত হলো।

এরপর ফ্লোরার সাথে দেখা হলো এক খৃস্টান সন্নাসিনীর। ওর নাম ছিল মেরী। মেরীর এক ভাই ইসলামের অবমাননার অপরাধে সেনাদের হাতে ধৃত হয়ে জল্লাদের দ্বারা শাস্তিস্বরূপ নিহত হয়। ভাই হত্যার প্রতিশোধের নেশায় মেরী গির্জা থেকে বেরিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে সক্রিয় কার্যক্রম শুরু করে দিল। এ সংবাদ পেয়ে সরকারীভাবে মেরী ও ফ্লোরার গ্রেফতারীর জন্যে পরওয়ানা জারি করা হলো এবং ওদের পাকড়াও করার জন্যে চারদিকে গোয়েন্দা ছড়িয়ে দেয়া হলো।"

* * *

তন্ময় হয়ে যারয়াবের কথা শুনছিল সুলতানা। যারয়াব বলতে লাগল, একদিন এক লোক এসে আমাকে বলল, "অমুক গ্রামে ইলুগাইস অপেক্ষা করছে, সে আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চায়।" গ্রামটি বেশী দূরে ছিল না। আমি রাতে সেখানে গেলাম। ইলুগাইস আমাকে জানাল, তাদের সব বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে। ফ্রান্স থেকেও আর তারা কোন সামরিক সাহায্য পাচ্ছে না। কারণ স্পেন শাসক সীমান্তরক্ষীদের বেশী সতর্ক করে দিয়েছে এবং সীমান্তে অশ্বারোহী সৈন্য সর্বক্ষণ সতর্ক পাহারা দিচ্ছে...।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এখন তুমি কি করতে চাও? আমাকে কেন ডেকেছো? সে আমাকে বলল, আমি এখন রাজধানী কর্ডোভাতেই বিদ্রোহ ঘটাতে চাই। তবে সেই বিদ্রোহের সূচনা রাজপ্রাসাদ থেকেই হতে হবে। এই বিদ্রোহের লক্ষ্য হবে, প্রথমেই আব্দুর রহমানকে কয়েদ করা হবে এবং তার অনুগত সকল সেনাপতিকে তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করা হবে। আমি সৈনিকদের মধ্যে আমার সহযোগী তৈরী করার জন্যে চেষ্টা করেছি কিন্তু সেনাপতিরা এদের মধ্যে এমন মনোভাব তৈরী করে দিয়েছে যে, কোন সৈনিকই দেশ ও ধর্মের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনতেই রাজী নয়...।"

তখনও সে আমাকে তার সহযোগিই ভাবছিল। আমিও তখন পর্যন্ত তার বন্ধুত্বের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন মনোভাব দেখিয়েছি এবং তাকে জিজ্ঞেস করেছি— বলো এজন্য আমাকে কি করতে হবে? সে বলল, সেনাপতিদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি করে দাও, ওদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে দাও। ডিপুটি সেনাপতি ও কমান্ডারদের মধ্যে ক্ষমতার লোভ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উস্কানী দিতে থাকো। ওদের আমরা এতো সোনাদানা দেবো যে, তারা এতো সোনাদানা ও মাল-দৌলত কখনও পাওয়ার কল্পনাও করতে পারবে না। তোমার সাথে ও সুলতানার সাথে আমাদের যে প্রতিশ্রুতি আছে তা বহাল থাকবে, তদুপরি তোমাকেও আমরা স্বতন্ত্র একটি রাজ্যের মালিক বানিয়ে দেবো। যার রাজা হবে তুমি আর রাণী হবে সুলতানা...।

আমি বললাম, তুমি স্পেন থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন করতে চাও, কিন্তু তুমি যদি আমাকে আলাদা রাজ্যই দাও, তাহলে সেই ইসলামী রাজ্যের অস্তিত্ব মানবে কি করে? তখন সে আমাকে বলল, পুরস্কার স্বরূপ দেয়া রাজ্যে ইসলামী শাসন সম্পর্কে তাদের কোন আপত্তি থাকবে না। সে আরো বলল, আমি জানি তুমি আর সুলতানা যে রাজ্যের অধিপতি হবে সেখানে নামেমাত্র ইসলামী শাসন থাকবে। আমার বিশ্বাস তুমি ও সুলতানা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃস্টবাদে দীক্ষা নেবে। যাক সেটি পরের কথা, তখন তুমি যা চাও তাই হবে। এখন কথা হলো, আগে তুমি তোমার ইমেজকে ব্যবহার করে বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করতে থাক, এজন্যে তোমার যে পরিমাণ টাকা-পয়সার দরকার হয় আমাকে খবর দিও...।

সেই বৈঠকে আমি শরাব স্পর্শ করিনি। কারণ নিজের জ্ঞানবোধ আমি সঠিক ও সুস্থ রাখতে চেয়েছিলাম। মেরী ও ফ্লোরা আমাকে ওদের কব্জায় নিতে চাচ্ছিল। কিন্তু আমি ওদেরকে এই বলে উঠে পড়লাম, ঠিক আছে আমি তোমাদের হয়ে কাজ করব...।

ইলুগাইস বলল, যারয়াব! আশা করি তুমি আমাদের ধোঁকা দেবে না। তুমি যদি আমাদের ধোঁকা দিতে চাও, তাহলে সেটি তোমার জন্যে কল্যাণকর হবে না। তখন আমি একটু কৃত্রিম রাগ দেখালাম। যদি ভালোই না তবে হবে হবেটা কি?" তখন সে জবাব দিল, "তুমি দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে পারবে না।" তখন আমি বললাম, "আমার একটি শর্ত আছে। যদি সেটি পূরণ করতে দাও তাহলে আমি প্রাসাদে বিদ্রোহ ঘটাতে রাজী আছি।"

ইলুগাইস জানতে চাইল কি শর্ত?" সেই সাথে তারা তিনজন দৃষ্টি বিনিময় করল...। তখন আমি ফ্লোরা ও মেরীর চেহারায় কোন ক্ষোভের লক্ষণও দেখলাম না, কোন সন্তুষ্টিরও চিহ্ন তাদের চেহারায় ছিল না। এতটুকুই লক্ষ্য করেছি, ওদের ঠোঁটে যে স্মিত হাসি লেগেছিল তা উবে গেল।

তখন ইলুগাইস আমাকে বলল, তুমি একটু অপেক্ষা কর। সে তখন তরুণী দু'জনকে পাশের কক্ষে নিয়ে গেল। একটু সময় দেরী করে ফিরে এলো আবার। তখন আর মেরী ও ফ্লোরা তার সাথে ছিল না। ইলুগাইস এসে বলতে লাগল, এই মেয়েদের অন্তরে মুসলমানদের প্রতি এতোই বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা যে, এরা কোন মুসলমানের স্পর্শকে পর্যন্ত সহ্য করতে রাজী নয়।"

"সুলতানা! আমি তো আর শিশু নই। ইলুগাইসের কথার আন্দাজেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম কে কি ভাবছে। ফ্লোরাকে তো ওরা দ্বিতীয় মরিয়ম বানিয়ে ফেলেছিল। আর মেরী নিজেই ছিল সন্ন্যাসীনি। এমন সন্ন্যাসীনি যে, যদি কোন

সময় কোন মুসলমানের স্পর্শ তার গায়ে লেগে যেতো, তাহলে সাথে সাথে গিয়ে গোসল করতো এবং গির্জায় গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতো।

"তুমি কি মনে মনে এটা আশা করছিলে যে, এই দুই তরুণী স্বেচ্ছায় তোমার সঙ্গ দিক?" জিজ্ঞেস করল সুলতানা। তুমি না আমার প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসার কথা বলতে?"

"আরে না, সে কথা নয়...।" ইলুগাইসের সাথে এই সাক্ষাতের আগেই আমার মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রহ হয়ে গেছে। আমি খৃস্টবাদের সহযোগিতা দূরে থাক ওদের সুবিধা মতো আঘাত হানতে তখন তৎপর ছিলাম। এমতাবস্থায় ইলুগাইস যখন আমাকে হত্যার হুমকি দিল তখন আমি তার আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করলাম। ইলুগাইস যখন আমাকে বলল, ফ্লোরা ও মেরীর অন্তরে মুসলমানদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ তখন আর ওদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র কোন মানবিকতাবোধ অবশিষ্ট থাকল না। ইলুগাইস আমার শর্ত পূরণের আশ্বাস দিয়ে পরের রাতেও তার সাথে সাক্ষাতের প্রস্তাব দিলে আমি তার মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করলাম। পরের রাতে হয়ত সে আমার সাথে নতুন কোন খেলা খেলতে চেয়েছিল। হয়তো এটা আমার সন্দেহ হতে পারে। এও হয়তো হতে পারতো যে, পরের রাতে ওই তরুণী দু'জন স্বেচ্ছায়ই আমার কাছে আসতো। ওদের খৃস্টান ও ইহুদীদের জাত্যাভিমান সম্পর্কে আমি জানি, ওরা তাদের জাতি ও ধর্মের জন্যে অবলীলায় নিজেদের ইজ্জত আব্রুকে জলাঞ্জলী দিতে পারে। কিন্তু আমার দেমাগ তখন অন্য চিন্তা করছিল।

"আমি ইলুগাইসকে বললাম ঠিক আছে, আমি আগামীকাল রাতে আসবো, তখন বিদ্রোহের পরিকল্পনাও তৈরী করে দেখবো। আমি ওদেরকে এই কথার উপর আশ্বস্ত করে এলাম যে, আমি আাগামীকাল রাতে আসবো এবং আমি ওদের পাতা জালে ধরা দিয়েছি...।

রাত পোহাতেই আমি পুলিশ প্রধান মনসুর বিন মূসার কাছে গেলাম। আমি তাকে জানালাম—ইলুগাইস, ফ্লোরা ও মেরী ওমুক গ্রামের অমুক জায়গায় অবস্থান করছে, ওদেরকে গ্রেফতার করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। আমি মনসুরকে একথা বলিনি যে, গতরাতে আমি ওখানে গিয়েছিলাম। আমি তাকে জানালাম, নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমি জানতে পেরেছি, ওরা আজ রাতেও ওখানে থাকবে...।

"মনসুর বিন মূসা খুবই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোক। সে তখনই ভিক্ষুকের বেশে সেখানে একজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা পাঠিয়ে দিল। তাকে বলল, তুমি আজ সারা দিন ওই গ্রামে থাকবে এবং ইলুগাইস যদি দু'টি মেয়েকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে থাকে তবে ওরা টের না পায় এমনভাবে ওদের অনুসরণ করবে। পুলিশ প্রধান মনসুর ইলুগাইস ও মেয়ে দু'টির ধারণাও গোয়েন্দাকে দিয়ে দিল।

পরদিন সকালে আমার কাছে খবর এলো ফ্লোরা ও মেরী ধরা পড়েছে কিন্তু ইলুগাইস পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছে। ঝটিকা আক্রমণকারী পুলিশের সাথে এমন দু'জন লোকও ছিল যারা ইলুগাইস ও ফ্লোরাকে চিনতো।

পুলিশ যখন ইলুগাইস ও ফ্লোরার অবস্থানে হানা দিল তখন সেই ঘরের মেয়েরাও জীবন বাজী রেখে ওদের মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হয়েছিল এবং চিৎকার করে সারা গাঁয়ের ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে দিয়েছিল। গায়ের মানুষ ডাকাত পড়েছে ভেবে দৌড়ে এলো এই বাড়ির দিকে। গ্রামের মানুষকে আসতে দেখে পুলিশের দায়িত্বশীল ইন্সপেক্টর গ্রামবাসীদের উদ্দেশে তাদের পরিচয় দিয়ে বলল, আমরা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে এসেছি, একথা জানার পরও যদি কেউ তাদের উপর আক্রমণ করে তাহলে সারা গ্রাম ধ্বংস করে দেয়া হবে। কিন্তু এরপরও ধৃত ফ্লোরা ও মেরী চিৎকার করে করে গ্রামবাসীকে আক্রমণ করে তাদের ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে উস্কানী দিচ্ছিল...।

ফ্লোরাকে ধরে টেনে হেঁচড়ে যখন ঘরের বাইরে নিয়ে আসা হলো, তখন সে গ্রামবাসীকে ধিক্কার দিয়ে বলল, হে যীশুর পূজারীরা! তোমাদের কি হলো যে, এই মেরী যে একজন সন্ন্যাসীনি ওকে মুসলিম অত্যাচারী পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে আর তোমরা তা নীরবে দেখছো, তোমরা প্রভুপুত্র যীশুর কাছে কি জবাব দেবে?"

পুলিশ প্রধান মনসুর বুঝতে পেরেছিল, যে দেশের পরতে পরতে বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানে কোন কুচক্রীকে গ্রেফতারে প্রতিরোধের মুখোমুখী হতেই হবে। এজন্য সে প্রচুর সংখ্যক পুলিশ পাঠিয়েছিল। গ্রামের একটি ময়দান জায়গায় ফ্লোরা ও মেরীকে যখন ধরে আনা হলো, তখন সেখানে মশাল জ্বালিয়ে দেয়া হলো। পুলিশ প্রধান গ্রামের বাইরেও কিছু পুলিশকে অবস্থান করতে বলেছিলেন, প্রয়োজনে যারা ওদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

মেয়ে দু'টিকে ময়দান জায়গায় এনে পুলিশ ইন্সপেক্টর ঘোষণা করল—কেউ যদি কোন ধরনের গোলযোগ সৃষ্টির পায়তারা করে তাহলে সারা গ্রামবাসীকেই এর জের পোহাতে হবে। এই ঘোষণার পর আর কেউ কোন ধরনের গোলযোগের সাহস পেল না। তারপরও আট/দশজন গ্রাম্য খৃস্টান বর্শা ও তরবারী নিয়ে পুলিশের উপর চড়াও হতে চেষ্টা করল, কিন্তু অন্ধকার থেকেই ওদের প্রতি বৃষ্টির মতো অসংখ্য তীর ছুটে এলো এবং ওরা সেখানেই পড়ে কাতরাতে শুরু করল। পুলিশের উপর আক্রমণের সংবাদ পেয়ে গ্রামের বাইরে অপেক্ষমাণ অশ্বারোহী পুলিশ ওদের পাশে জমায়েত খৃস্টানদের উপর অশ্ব চালিয়ে দিলে কিছু লোক অশ্বখুরের আঘাতে পিষ্ট হলো আর বাকীরা পালিয়ে গেল। গ্রামবাসীর ভিড় কমে গেলে পুলিশ ওদের নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে আসল।

"আমার ধারণা, মেয়ে দু'টি ওদের কাছ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পুলিশ ইন্সপেক্টরকে লোভনীয় টোপ দিয়েছিল। সেই টোপ সোনা দানা ছাড়া নিজেদের উপস্থাপন করেও।" বলল সুলতানা।

"না সুলতানা! তুমিও তো সেই মুগ্ধতার মধ্যেই জীবনটা কাটিয়েছিলে যে, দেহ ও রূপ-সৌন্দর্য দিয়ে যে কাউকে নারী কাবু করে। কিন্তু তুমি জানো না, মেয়েরা যে কতো ভয়ঙ্কর শক্তির অধিকারী হতে পারে। মেয়েকে সেইসব পুরুষই নারী বানিয়ে রাখতে পারে যে আপন লক্ষ্য ও দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান। ফ্লোরা ও মেরী রাস্তায় একবারও পুলিশ ইন্সপেক্টরের সাথে কথা বলেনি এবং তাকে কোন লোভনীয় টোপও দেয়নি। এটা না করে বরং ওরা ইসলাম ও মুসলমানদের গালমন্দ করতে শুরু করল আর পুলিশদের হুমকি দিতে লাগল। তারা স্পেনের মুসলমানদের কখনও নিশ্চিন্তে থাকতে দেবে না...।

তুমি হয়ত এ কাহিনী শুনে আশ্চর্য হচ্ছো—কারণ তোমার তো কোন ধর্ম নেই, কোন আদর্শ নেই। নিজের সাধ-আহ্লাদকেই তুমি আদর্শে পরিণত করেছো। অথচ এরাও তো ছিল মুসলমান নারী যারা তারেক ও মূসার মতো ক্ষণজন্মা বীর মুজাহিদ জন্ম দিয়েছিল। আর এরাও মা যারা ওইসব বিলাসী ও আয়েশী আমীর উমারাকে জন্ম দিয়েছে। যারা স্পেনকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। বর্তমানে শাসক খান্দানের প্রতিটি মা এই আশাই পোষণ করে যে, তার পুত্র যেন মসনদের অধিকারী হয়। তুমিও তো সেই মসনদ অধিকার প্রত্যাশী এক মা। কাজেই ফ্লোরা ও মেরী নিজেদের ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে কেন নিজেদেরকে পুলিশ ইন্সপেক্টরের কাছে পেশ করেনি, তা ভেবে তুমি আশ্চর্যবোধ করছো...।

ধরে আনার পথে ওই দুই তরুণী ইসলামের অবমাননা করার জন্যে পরদিন ওদেরকে বিচারকের এজলাসে হাজির করা হলো...। প্রধান বিচারপতি ফ্লোরাকে বললেন—"আমি তোমার শাস্তি এজন্য হ্রাস করছি যে, তুমি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের ঔরসজাত সন্তান। আমি আশা করি জেলখানায় তুমি নিজেকে শুধরে নিতে চেষ্টা করবে...।"

কিন্তু এরপরও ফ্লোরা তার ঔদ্ধত্য পরিহার করেনি। বাধ্য হয়েই প্রধান বিচারক উভয় তরুণীকে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিলেন। একদিন শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত এক শশ্রুদারী যাজক এসে জেলখানায় মেরী ও ফ্লোরার সাথে দেখা করতে চায়। তাকে সাক্ষাতের অনুমতি দিলে সে ফ্লোরা ও মেরীকে বলতে থাকে, তোমরা নিজেদের বিশ্বাসের উপর দৃঢ় ও অটল থাকবে, কিছুদিনের মধ্যেই তোমাদেরকে রাজপ্রাসাদে পাঠিয়ে দেয়া হবে।" জেলখানার দারোগা যাজকের এই কথার তথ্য পেয়ে তাকে জেলখানা থেকে বের করে দিয়েছিল।

অনেক পরে আমি জানতে পেরেছিলাম, আসলে সেই শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত যাজক ছিল ইলুগাইস। সে বেশ বদল করে জেলখানায় ফ্লোরা ও মেরীর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিল।

ফ্লোরা ও মেরী কয়েদখানার ভিতরেও ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগার অব্যাহত রাখল। কিছুদিন পর আবার ওদের বিচারকের এজলাসে হাজির করলে বিচারক যখন দেখলেন ওদের অবস্থা আগের চেয়েও অবনতি ঘটেছে তখন তিনি ওদের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার নির্দেশ দিলেন...।

এতে ইলুগাইস যেমন ব্যথিত হয়েছিল তদ্রূপ প্রতিশোধের আগুনও তাকে জ্বালাচ্ছিল। যদ্দুরুন সে মুসলিম বিরোধী কার্যক্রম আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। যার ফলে খৃস্টানদের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ মারাত্মকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। তখন আর খৃস্টানদের মধ্যে বিদ্রোহ করার মতো শক্তি ছিল না। এদিকে আমীরে উন্দলুস ঘোষণা দিয়ে দিয়েছিলেন—ইসলামের বিরুদ্ধাচরণকারী ও প্রকাশ্যে ইসলামের অবমাননাকারীদেরকে জনসম্মুখে ফাঁসি দেয়া হবে। এই শাস্তি ঘোষণার দ্বারা কয়েক মাসে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ ও প্রকাশ্যে অবমাননার জন্যে আট হাজার খৃস্টানকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। এদিকে ফ্লোরার বিরহে ইলুগাইস প্রায় আধা পাগল হয়ে গিয়েছিল। একদিন গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়ে গেল ইলুগাইস। তাকে প্রকাশ্যে জনসমাবেশে ফাঁসি দেয়া হলো।

* * *

"যারয়াব! আমি তোমাকে অতীতের সেইসব কথা শোনাতে বলেছিলাম যেসব কথা আমাকে আবার তারুণ্য এনে দেবে।" উদাস কণ্ঠে বলল সুলতানা। কিন্তু তুমি আমাকে এমন সব কথা শোনালে যা আমাকে আরো হতাশ করে দিল। একথা বলে সে শরাবের সুরাহী উঠিয়ে পেয়ালায় ঢালতে শুরু করল।

যারয়াব সুলতানার হাত থেকে শরাবের সুরাহী নিয়ে দূরে রেখে দিল।

"সুলতানা! এ সময়ে আমার সাথেও কেউ সেইসব দিনের কথা বলুক যে দিনগুলোতে আমি যৌবনদীপ্ত ছিলাম, তা আমিও আশা করি। তুমিও সেটি আশা করবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই কিন্তু তোমার ও আমার প্রত্যাশার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। বার্ধক্যকে এড়িয়ে তুমি এখনও যুবতী থাকতে চাও, তাই যৌবনের কথা শুনতে আগ্রহবোধ করছ তুমি। আর আমি বার্ধক্যের চরম বাস্তবতাকে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছি না। আমি বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই বলছি, তুমিও বাস্তবতাকে মেনে নাও। তুমি একটা ব্যর্থ জীবন কাটাচ্ছো, তাই আমি বলি তোমার অসম্ভব কল্পনা বাদ দাও।"

"তুমি তো দাবী করতে তুমি আমাকে মনে প্রাণে ভালোবাসো।"

"সে কথা আমি এখনও স্বীকার করি সুলতানা। আমি তো মনে করি আমার মধ্যে তোমার প্রতি ভালোবাসা এমন গভীর হয়েছে যে, তুমি যদি আমাকে আগুনে ঝাপ দিতে বলো তাহলে আগুনে ঝাপ দিতে মোটেও দ্বিধা করবো না। তবে আজ রাতে তুমি আমার কাছে সেইসব কথা শুনে নাও, যেগুলো তুমি কখনও শুনতে প্রস্তুত নও।"

"মনে হচ্ছে তুমি এখন পাকা মুসলমান হয়ে গেছ? ক্রূরহাসি হেসে বলল সুলতানা। মনে তো হয় আমীরে স্পেন আব্দুর রহমান তোমাকে একটু বেশী পরিমাণে পুরস্কারে ভূষিত করেছে।"

"আমীরে স্পেন আমাকে সবেচেয়ে দামী পুরস্কার দিয়েছেন তিনি নিজে এখন ইসলামের প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে। তিনি এখন একজন পরিপূর্ণ মু'মেন।" বলল যারয়াব।

"আমার তো মনে হয় আব্দুর রহমান পাকা মু'মেন হয়ে যাক, তা তুমি কখনও চাওনি। বলল সুলতানা। এর কারণ এটাও হতে পারে যে, আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম, তাই তুমিও চাইতে তাকে মদ, নারী ও নৃত্যগীতে ডুবিয়ে রাখতে।" আসলে শুধু আব্দুর রহমান নয় যারয়াবও তখন আমূল বদলে গিয়েছিল।

"হ্যাঁ, সে কথা ঠিক সুলতানা! আমিও আব্দুর রহমানকে বিলাস-ব্যসন ও নৃত্য সঙ্গীতে ডুবিয়ে রাখতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছি। আমার যৌবনকালটি প্রায় তোমার সামনেই। তুমি যদি আমার প্রতিটি অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে দাও, তা স্বীকার করতে আমি কুণ্ঠাবোধ করবো না। কিন্তু আমি এখন সেসব ত্যাগ করেছি। তাই আমি আজ তোমাকে সেইসব কথাই বলতে চাই যা শুনতে তুমি কখনও প্রস্তুত নও। তবে একটি গোনহর প্রতি এখনও আমি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করি, আমার মনে হয় তা কখনও আমি ত্যাগ করতে পারব না। আর তা হলো তোমার প্রতি ভালোবাসা।"

"ভালাবাসাকে কি তুমি অপরাধ মনে কর?"

"ভালোবাসা অপরাধ নয়। অপরাধ নির্ভর করে ভালোবাসার ধরন, ক্ষেত্র ও প্রেমিকের উপর। দেখো, আমীর আব্দুর রহমান তোমাকে হারেমের হীরা বানিয়ে রেখেছেন, আর আমিও তোমাকে চোখের মণি বানিয়ে রেখেছি। অপরাধটা সেখানেই।"

"উহ্! অন্য কোন প্রসঙ্গে কথা বল যারয়াব।"

"না সুলতানা! ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল যারয়াব। তুমি যখন অতীতের পর্দা উন্মোচন করে দিয়েছ তখন আমাকে সেইসব বিষাদমাখা কথা বলতে দাও, যেসব কখনও তোমাকে বলা হয়নি। এরপর তোমার কোন কথা থাকলে আমিও তা শুনব।"

"আমার কাছে এখন আব্দুল্লাহকে আব্দুর রহমানের স্থলাভিষিক্ত করা ছাড়া আর কোন কথা নেই। বলল সুলতানা। আমি প্রশাসনের তিনচারজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে আমার পক্ষে নিয়ে এসেছি। এখন আমি শুধু আব্দুর রহমানের মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি। আমি এখন তার মৃত্যু কামনা করি। সে মরে যাক। তুমি কি আমার ছেলের পক্ষ সমর্থন কর না?"

"সে সময় আসতে দাও না, তখন দেখা যাবে।" বলল যারয়াব। আমীর আব্দুর রহমানের ছেলে পয়তাল্লিশজন। তন্মধ্যে অনেকেই তার বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত, আর কিছু হারেমের অন্যান্য মহিলাদের গর্ভজাত। তোমার ছেলেও অবিবাহিতাদের গর্ভজাত সন্তানদের একজন। আমি চাই, আমীর আব্দুর রহমান মৃত্যুর আগেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে যাক। তিনি যদি তা না করেন, তাহলে তার মৃত্যুর সাথে সাথে রাজপ্রাসাদে ভীষণ বিবাদ দেখা দেবে। আর এই সুযোগে বিভিন্ন নাশকতাকারীরা রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধনের মওকা পাবে। সেটি দেশের জন্যে খুবই ক্ষতিকর হতে পারে। তুমি একথা মেনে নাও সুলতানা। আমীরে স্পেনের উপর মুদ্দাসিসরা যতটুকু প্রভাব রাখে তা তোমার নেই। সে এখন ইচ্ছা করলে যে কোন সময় মহল থেকে তোমাকে বহিষ্কারের ব্যবস্থাও করতে পারে।"

গভীর চিন্তার ডুবে গেল সুলতানা।

"তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে আমীরে উন্দলুসকে কে মুমেন ব্যক্তিকে পরিণত করল।" বলল যারয়াব। তুমি একথা বলে আমাকেও কটাক্ষ করেছো যে সেই ব্যক্তি আমি ছিলাম কি-না? হ্যাঁ, সে কথা ঠিক যে আমি স্পেন শাসকের মধ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারিনি। সেই ব্যক্তিটি ছিল মুদ্দাসিসরা। মুদ্দাসিসরা প্রকৃত পক্ষেই নিষ্ঠাবান মুসলিম মহিলা। তাছাড়া আব্দুর রহমানের স্বত্বার মধ্যেও রয়েছে ইসলামী চেতনা। আজ আমি তোমাকে নির্দ্বিধায় সে কথা বলে দিতে চাই যে, আমীরে স্পেন আমাদের সৃষ্ট আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসন থেকে বেরিয়ে গিয়ে এখন স্পেনে ইসলামের শিকড়কে আরো মজবুত করে ফেলেছেন। তার ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম দিকে মনে হয়েছিল খৃস্টানরা স্পেনের শিকড় কেটে ফেলবে। কারণ, তোমার মতো সুন্দরীদের নিয়ে মেতে থাকতো আব্দুর রহমান। তোমার কি মনে নেই, তোমার রূপ-জৌলুস ও আমার বাদ্য সঙ্গীত তাকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজকর্ম থেকেও বিমুখ করে দিয়েছিল?"

অযোগ্য, বোকা, নির্বোধ, আরাম প্রিয় ও তোষামোদ প্রিয় শাসকরা রাষ্ট্রের শত্রুদের ক্রিড়নকে পরিণত হয়। এরা সেইসব উপদেষ্টাদেরই বেশী পছন্দ করে যারা কথায় কথায় তার প্রশংসা করে এবং এ ধারণা দিতে চেষ্টা করে যে, আপনার মতো দূরদর্শী ও যোগ্য লোক আর দ্বিতীয়জন নেই। তুমি, আমি এ কাজটিই এতোদিন করেছিলাম, যার পরিণতিতে খৃস্টানরা আব্দুর রহমানের শাসনামলে সবচেয়ে বেশী বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা ঘটানোর অবকাশ পেয়েছে। যার ফলে সবচেয়ে বেশী খুনোখুনি তার সময়েই হয়েছে। স্তুতি ও স্তবকবাজ কবি সাহিত্যিকরা তার সময়েই সীমাহীন উপহার উপঢৌকন পেয়েছে। এসব কারণে শত্রুরা তার সময়েই বেশী চক্রান্ত করার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু সেইসব জিন্দাদিল ব্যক্তিদের সাফল্য হলো, তারা নিজেদের ঈমানী দৃঢ়তা ও আত্মশক্তির দ্বারা শত্রু ও আমাদের সব চক্রান্ত বানচাল করে দিয়েছে, আমার গানবাদ্যের মোহ দূর করে দিয়েছে, তোমার রূপের যাদুর কার্যকারিতা নষ্ট করে দিয়েছে...।

জানো, আমার ইচ্ছা হয় যে, সবাইকে একসাথে জড় করে আব্দুর রহমানের গোটা জীবনে যা ঘটেছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সবাইকে বলে দেই। শেষ পর্যন্ত তিনি খৃস্টবাদের বিষবৃক্ষকে যেভাবে উপড়ে ফেলতে পেরেছেন তাতে তার দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা দরকার। একাজ সে ছাড়া আর কারো দ্বারা এমন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবার নয়...।

তুমি জানো না সুলতানা! এই আব্দুর রহমান এক সময় এমন ছিল যার দুশমনরা তার সাথে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্যে ভিক্ষুকের মতো হাত জোড় করে বসেছিল। বাজানটাইনের মিকাইল তার দরবারে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশে এসেছিল, থিউফলস্ এসেছিল। সবচেয়ে বড় কথা ফ্রান্সের রাজা লুই যখন তার নিজ পুত্রদের বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখল তখন সেও অতি গোপনে আব্দুর রহমানের কাছে শান্তি স্থাপনের জন্যে দূত পাঠিয়েছিল। সে এই অনুরোধ করেছিল যে, স্পেনের খৃস্টান সম্প্রদায় যে বিদ্রোহের সূচনা করেছে ওদেরকে আমি আর কোন সহযোগিতা করব না, মেহেরবানী করে আপনি আমার দেশে হামলা করা থেকে বিরত থাকুন। তা ছাড়াও এর বদলে যদি আপনি কোন প্রতিদান প্রত্যাশা করেন, তাও আমি দিতে প্রস্তুত। শাহে ফ্রান্সের উত্তরে আব্দুর রহমান বলেছিলেন—"আমি এর আর কোন প্রতিদান চাই না, আমি চাই আমার দেশের সীমানার দিকে যেন কেউ চোখ তুলেও না তাকায়। স্পেনের কোন বিদ্রোহী যদি তোমাদের ওখানে চলে যায় তাহলে ওকে ঘোড়ার পিঠে বেধে ঘোড়া এদিকে দৌড়িয়ে দেবে...।

সুলতানা! এই আব্দুর রহমানই এমন শাসক, যে শুধু স্পেনের মাটিতে নয় সমুদ্রেও তার শাসনকে বিস্তৃত করেছিল। তুমি নিজের স্বার্থ ও নিজের

আরাম-বিলাসের জগৎ নিয়েই জীবন কাটিয়েছো, আর চেয়েছো, আব্দুর রহমান যাতে আর যুদ্ধ ক্ষেত্রে না যায়। সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব নিজে থেকে না করে। কিন্তু...।

"আমি এটা করেছিলাম এজন্য যে, আমি যাকে ভালোবাসি, যাকে আমি ব্যবহার করতে চাই সে যেন কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে অকালে মারা না যায়।" বলল সুলতানা।

"দেখো, এই বয়সে এসেও যদি তুমি মিথ্যা বলা ত্যাগ করে তওবা করো, তাহলে বার্ধক্যে হয়তো তোমার আত্মার মধ্যে অনাবিল সুখের সন্ধান পেতে পারো।" বলল যারয়াব। তোমাকে কি তোমার বন্ধুরা একথা বলেনি যে, আব্দুর রহমান যাতে আর কোন যুদ্ধ ক্ষেত্রে না যায়, তাকে আরাম-আয়েশ ও নৃত্যগীতে হারেমে আটকে রাখবে, যাতে কোন বিদ্রোহ সংঘটিত হলেও তার প্রতি তাকিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব না করে। কারণ শত্রুরা জানে, আব্দুর রহমানের যে সামরিক দূরদর্শিতা রয়েছে তাতে কোন শত্রুবাহিনীই তার সামনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারতো না। তাছাড়া সৈন্যদের সাথে আমীর যখন সশরীরে হাজির থাকে, তখন সৈন্য ও সেনাপতিরা জীবনপণ যুদ্ধ করতে উৎসাহ বোধ করে...। তুমি তাকে রূপের যাদু ও ছলাকলা দিয়ে হারেমে বেধে রাখতে পারোনি। পক্ষান্তরে দুদ্দাসিসরা কুরআনের আয়াত পাঠ করে তার ব্যবহৃত তরবারীতে ফুঁ দিয়ে যখন তরবারীটি তার হাতে তুলে দেয়, আর তার অতীতের কীর্তি ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে, "আমার মূনীব! সাফল্য আপনার পা চুমু দেবে—কারণ এ যুদ্ধে অবশ্যই আল্লাহ্ আপনার সাথে থাকবেন। তখন আব্দুর রহমানের চোখের সামনে থেকে তোমার ও আমার সৃষ্ট সকল পর্দা সরে যায়, সে আবার স্বকীয় চেতনায় জেগে উঠে। মুদ্দাসিসরার প্রত্যাশা মতো সাফল্য তার পায়ে গড়িয়ে পড়ে...।

শেষ পর্যায়ে নরম্যান কাজ্জাকরা আমীর আব্দুর রহমানের অহংবোধে নাড়া দেয়, তাকে নানা হুমকি দেয়। এরা আগেকার স্পেন শাসকদেরও নানাভাবে হয়রানী করে সমুদ্র সীমানায় বহু ক্ষয়ক্ষতি করে স্পেনের মুসলমানদের। নরম্যান কাজ্জাকের সমুদ্র বাহিনী সমুদ্রে দানবীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। বহু শক্তিশালী দেশের অসংখ্য সামুদ্রিক যান ও পণ্যবাহী জাহাজ ওরা লুটে নিয়েছিল এবং গণহারে হত্যা, লুটতরাজ করে সমুদ্রে ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। কাজ্জাক ছিল জার্মান নাগরিক। সমুদ্রে মাছ ধরে জীবন যাপন করতো ওরা। মাছের আকাল পড়ায় ওরা জলদস্যুতা শুরু করে এবং তীরবর্তী বাসিন্দাদের ঘরবাড়িতে চড়াও হয়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে। এরা সমুদ্রের এমন একটি তীরবর্তী

এলাকায় আস্তানা গেড়েছিল, যে এলাকাটি ছিল খুবই বিপদসঙ্কুল। অস্বাভাবিক পানির স্রোত ও পানির পাম্পজনিত কারণে ওদিকে জাহাজ চালানোর দুঃসাহস ছিলনা কারো। কিন্তু কাজ্জাকের শিষ্যরা নৌযান পরিচালনায় এতোটাই দক্ষ ছিল যে, ঝুঁকিপূর্ণ স্রোত, সামুদ্রিক তুফান ও যে কোন সামুদ্রিক সংকটকেও ওরা মোটেও পরোয়া করতো না, সমুদ্রের ঝড়ও যেন ওদের ভয় করতো।

কয়েক বছর আগের ঘটনা। আমীর আব্দুর রহমান ক্লান্ত মনে অর্ধশায়িতাবস্থায় একান্ত কক্ষে বসা। তিনি আমাকে বেহালা নিয়ে যেতে খবর পাঠালেন। আমি বেহালা নিয়ে হাজির হলে তিনি হেসে বললেন—"যারয়াব! ক্লান্ত হয়ে গেছি, বুড়ো হয়ে গেছি তো এখন তাই না? খুব ক্ষীণ আওয়াজে একটা কিছু শোনাও।" তার কথা মতো আমি বাজাতে শুরু করলাম। আমি তখনও গুনগুনাচ্ছিলাম। এমন সময় দারোয়ান এসে জানাল, প্রধান সেনাপতি কয়েকজন মুসাফির ধরনের মজলুম লোক পাঠিয়েছেন, আপনার সাক্ষাতের জন্যে তারা অপেক্ষা করছেন। তাদের সাথে কয়েকজন মহিলাও আছে...।

"আমি বলছিলাম, এ সময় আমীর কারো সাথে সাক্ষাত করবেন না। কিন্তু আমীর সোজা হয়ে বসে বললেন, বেহালা লুকিয়ে রাখো। কারণ এরা যদি দূরের মজলুম মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে এসব বাদ্যযন্ত্র তাদেরকে আহত করবে...। অনুমতি দিলে তিনজন লোক কক্ষে প্রবেশ করল। তাদের সাথে ছিল অর্ধবয়স্কা একজন মহিলা আর দুইজন তরুণী। তাদের ছেড়া ফাটা ময়লাযুক্ত কাপড় ও সফরের ক্লান্তি এবং ধূলিমলিন অবস্থার পরও তরুণীদের সুন্দরী মনে হচ্ছিল। মহিলা ও দুই তরুণীর চোখে তখনও পানি। এরা ছিল অমুসলিম। এরা কক্ষে প্রবেশ করেই হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত প্রসারিত করে দিল...।

আমীর আব্দুর রহমান ওদেরকে সোজা হয়ে আরামে বসতে বললেন। তিনি দারোয়ানকে বললেন—তোমরা যে শরবত খাও, তা ওদের জন্যে নিয়ে এসো, আর ওদের জন্যে খাবার ও ফলফ্রুট নিয়ে এসো। নির্দেশের সাথে সাথে দারোয়ান ওদের সামনে ফলমূল ও শরবতের খাঞ্চা এনে রাখল।

আমীর তাদের আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। অর্ধবয়স্কা মহিলাটি তখন গ্রাম্য ভাষায় বলল, আমরা অমুসলিম হওয়ার কারণে কি আপনি আমাদেরকে কাজ্জাকের দানবদের দয়া ও অনুগ্রহের উপর ছেড়ে দিয়েছেন? আমরা মুসলমান না হতে পারি, আমরা মানুষ তো? আমরা তো আপনার আনুগত্যের কোনরূপ অসম্মান কখনও করিনি। তার সাথের এক লোক মহিলাকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিয়ে বলল, আরে আদবের সাথে কথা বল, ইনি তো রাজা! আমীর আব্দুর রহমান ওকে ধমক দিয়ে বললেন—না, সে যেভাবে তার ক্ষোভ প্রকাশ করতে

চায়, তাকে তার মতো করে বলতে দাও, মনে করো এখানে কোন রাজা-বাদশা নেই। আমরা তোমাদের অবশ্যই সাহায্য করব। আমীর জিজ্ঞেস করলেন, কে সেই অত্যাচারী দানব? মহিলা বলল, কাজ্জাক, জার্মান জলদস্যু কাজ্জাকের বাহিনী। ওরা আমাদের গোটা বস্তি তছনছ করে দিয়েছে। দেখুন! মাঠের ফসল ছাড়া আমাদের তো আর কোন কামাই-রোজগার নেই। ওর বাহিনী এসে আমাদের ঘরের শষ্যদানা, পশুপাখি সব জাহাজে ভরে নিয়ে যায়। আমাদের তরুণীদের, আমাদের শিশুদের ধরে নিয়ে গিয়ে ওদেরকে সমুদ্রের ওপারে বিক্রি করে দেয়। বলুন! আমরা এখন কোথায় যাবো, কার কাছে আশ্রয় নেবো? ওর জাহাজ যখন আমাদের তীরবর্তী এলাকায় নোঙর ফেলতে দেখে তখন সমুদ্র তীরের অধিবাসীরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে শুরু করে। এখনও ওদের জাহাজ আমাদের পাশে নোঙর ফেলেছে। রাতের অন্ধকারে আমি আমার এই দুই যুবতী মেয়েকে নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে বেঁচেছি। কিন্তু বেশী ঠাণ্ডায় আমার কোলের বাচ্চাটা মারা গেছে। আমি সন্তানের শোকে পাগলের মতো হয়ে গেলাম। আমার স্বামী আমাকে বললেন, চলো আমরা কর্ডোভা যাই। প্রভু! আপনার তরবারী যদি কাজ্জাকের অত্যাচার রোধে সক্ষম না হয় তাহলে অন্তত আমার এই দু'টি মেয়ের মাথা গোঁজার ব্যবস্থাটুকু করে দিন। আমরা জানি, মুসলমানরা যে কোন নারীর সম্ভ্রমের জন্যে জীবন দিতেও দ্বিধা করে না...।"

সুলতানা! মহিলার ফরিয়াদ শুনে আমীর আব্দুর রহমানের চেহারায় যে অবস্থা ফুটে উঠেছিল তা আমি দেখেছি। তিনি দারোয়ানকে নির্দেশ দিলেন— ওদেরকে শাহী অতিথিশালায় গোসল, খাওয়া-দাওয়া ও আরামের ব্যবস্থা কর। ওদের জন্যে ব্যবহার্য কাপড় এনে দাও। আর এক্ষুণি প্রধান সেনাপতিকে আমার কাছে আসতে বল।

আমি লক্ষ্য করলাম, বুড়ো আমীর আব্দুর রহমানের চেহারা যেন টগবগে যুবকের মতো চমকে উঠল। তিনি আমার উদ্দেশে বললেন, এটাও আমারই কর্তব্য। আমি কর্তব্য যথাযথভাবেই পালন করব যারয়াব!" তখন তার মধ্য থেকে উদাসীনতা ও ক্লান্তির ছাপ সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গিয়েছিল।

* * *

প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ এলে তিনি বললেন, আপনার পাঠানো পুরুষ ও মহিলারা আমার কাছে এসেছিল। আমাদের কাছে তো কাজ্জাকের বাহিনীর মতো উন্নত সামুদ্রিক জাহাজ নেই। কিন্তু তবুও আমি কাজ্জাকের লুটেরা দলের মোকাবেলা করতে চাই। সেনাপ্রধান বললেন, ছোট ছোট জাহাজ ও কিছু বড়

নৌকা আছে আমাদের। এগুলো দ্বারা নৌযুদ্ধ করা সম্ভব নয়। আপনি নির্দেশ দিলে অল্পদিনের মধ্যে বড় জাহাজ তৈরী হয়ে যাবে। জাহাজ তৈরী না হওয়া পর্যন্ত আমরা কিছু সৈন্য সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় পাঠিয়ে দেই, যাতে কাজ্জাকের বাহিনী তীরবর্তী এলাকায় লুটতরাজ না করতে পারে।

তাৎক্ষণিকভাবে সেনাদল পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলো। কাজ্জাকের বাহিনী এতোই দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল যে, চামড়া ও কাঠের তৈরী নৌকায় চড়ে ডাকাতি করতে অবলীলায় সমুদ্রে বিচরণ করতো। কর্ডোভার সৈন্যদের সাথে করীর এলাকায় সমুদ্রতীরে সর্বপ্রথম ওদের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ওরা ভীষণ বাহাদুরী, সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করে সরকারী সৈন্যদের পিছু হটতে বাধ্য করে।

এ সংবাদ পৌঁছার পর সামুদ্রিক জাহাজ খুব দ্রুত তৈরীর নির্দেশ দেয়া হলো। এর মধ্যে কয়েকটি তৈরী জাহাজও সংগৃহীত হলো। এই কয়েকটি জাহাজ পেয়ে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় সৈন্য পাঠিয়ে দেয়া হলো। কয়েক জায়গায় কাজ্জাকের বাহিনীর সাথে কর্ডোভার সৈন্যদের যুদ্ধও হলো, তাতে ওদের লুটতরাজ কিছুটা হ্রাস পেল কিন্তু ওরা তখন সমুদ্রের গভীরে বিদেশী জাহাজে লুটতরাজ চালাতে শুরু করল।

এদিকে আমীর আব্দুর রহমান ওদের শিকড় উপড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি নিয়মিত টহল বাহিনীর মধ্যে সামুদ্রিক জাহাজকেও অন্তর্ভুক্ত করলেন। গঠন করলেন নৌবাহিনী। তিনি পনেরোটি সামুদ্রিক জাহাজ, কিছু সংখ্যক বড় নৌকা ও ছোট ছোট বহুসংখ্যক নৌকা ও জাহাজের সমন্বয়ে নিয়মিত একটি নৌবাহিনী গড়ে তুললেন। সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় খুব উঁচু উঁচু পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ করে বহু দূর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। দূরবর্তী কোন সন্দেহজনক জাহাজ কিংবা বিদেশী জাহাজকে স্পেনের দিকে আসতে দেখলেই অশ্বারোহী সংবাদবাহীরা স্পেনের নৌ-কমান্ডোদের সংবাদ দিতো।

একবার নরম্যান কাজ্জাক তার বাহিনী ও জাহাজ একত্রিত করে নৌ শক্তির মহড়া করল। আমীর আব্দুর রহমানের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি সমুদ্র তীরে ছুটে গেলেন এবং নৌ কমান্ড নিজের হাতে নিয়ে সমুদ্র অভিযানে নেমে পড়লেন। তিনি নৌ কমান্ডারদেরকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। অপরদিকে নিয়মিত কোন বাহিনীর সাথে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ কাজ্জাকের বাহিনীর ছিল না। আমীর ওদের জাহাজকে তাড়া করলে মোকাবেলা শুরু হল। একটি প্রশিক্ষিত বাহিনীর সাথে মোকাবেলায় ওরা দাঁড়াতে পারল না। কাজ্জাকের কয়েকটি জাহাজ কর্ডোভা বাহিনী ডুবিয়ে দেয়ার পর বাকী

জাহাজ নিয়ে কোন মতে জীবন নিয়ে পালাতে সক্ষম হল কাজ্জাক। এরপর কাজ্জাকের বাহিনীকে আর সমুদ্রে দেখা গেল না। স্পেনের তীরবর্তী এলাকা ও সমুদ্র এলাকা নিরাপদ হয়ে গেল।

* * *

যারয়াবের কথা শুনতে শুনতে ক্লান্তি এসে গেল সুলতানার। সে যারয়াবের সহযোগিতায় নিজেকে স্বপ্নিল জগতে সক্রিয় রাখতে চাচ্ছিল। সে ভাবছিল এখন সে যুবতী, সুন্দরী এবং তার রূপ-জৌলুসে কোন ভাটা পড়েনি। কিন্তু যারয়াব তাকে আত্মপ্রবঞ্চনার মরিচীকা থেকে বের করে এনে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় এবং বলে তোমার আর কিছুতে শান্তি ও স্বস্তি খোঁজা অর্থহীন। সুলতানা আশা করেছিল, তার ছেলে আব্দুল্লাহকে আব্দুর রহমানের স্থলাভিষিক্ত করতে যারয়াব তাকে পুরোপুরি সহযোগিতা করবে। কিন্তু যারয়াব তার সেই প্রত্যাশাতেও পানি ঢেলে দিল।

"বুড়ো শয়তান! এতোদিনে তুমি ফেরেশতা হয়ে গেছো!" যারয়াব চলে যাওয়ার পর প্রচণ্ড ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য মাখা কণ্ঠে স্বগতোক্তি করল সুলতানা। এখন তো তোমার শরীর পুটলা হয়ে গেছে, কোন নারীর দিকে তাকাবে তো দূরে থাক, নিজের দিকে তাকানোর সাহসও পাও না, এখন তুমি ওলী আল্লাহ্ হয়ে গেছো।

ঠিক আছে আমি তোমাকে দেখিয়ে দেবো, তোমার চেয়ে আরো প্রভাবশালী লোক আমার হাতে আছে। তারা প্রশাসনে যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম। থাক, এখন আমি একাই কাজ শুরু করে দেবো। আগে ধরবো আব্দুর রহমানকে, পরে মুদ্দাসিসরা অতঃপর... ।"

সুলতানার শরীরে হঠাৎ করেই একটা সাফল্যের বিদ্যুৎ চমকে গেল। তার কূটবুদ্ধির কৌশলগুলো আবারো জাগ্রত হয়ে উঠল। পাকাচুল ও যারয়াবের দীর্ঘ কাহিনী বলা সুলতানাকে পুরোপুরীই এক ভয়ংকর নাগিনীতে পরিণত করে। এই নাগিনী এখন সম্মুখের বাধাকেই দংশন করতে উদ্যত হয়ে উঠল।

স্পেনের ইতিহাসে আব্দুর রহমানের প্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে যেখানে যারয়াব, সুলতানা, মুদ্দাসিসরার প্রসঙ্গ আসে সেখানে জারিয়া ও জামিলা নামের আরো দুই সুন্দরী রক্ষিতার কথাও চলে আসে। এরাও ছিল আব্দুর রহমানের প্রিয় নারীদের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া নসর নামের এক গোলামও ছিল আব্দুর রহমানের খুব প্রিয়। নসর যেমন ছিল দেখতে সুন্দর তেমনি বুদ্ধিমান। আব্দুর রহমান এই গোলামকে দরবারে অনেক উচ্চ মর্যাদা দিয়ে রেখেছিলেন। ভালোগুণের পাশাপাশি নসরের মধ্যে শয়তানী বুদ্ধিও কম ছিল না। পরিচয়ের প্রথম থেকেই নসরকে হাত করে নেয় সুলতানা। যৌবনে যেহেতু সুলতানার দাপট ছিল

রাজদরবার ও মহলের সর্বত্র, সেহেতু নসর সুলতানার অনুগত হয়েই কাজ করে। তাতে সে সুলতানার কাছ থেকে পায় অঢেল ধন-দৌলত। আর সুলতানা সুযোগ পেলেই আব্দুর রহমানের কাছে নসরের প্রসংসা করে।

সেই নসর এখন যারয়াবের মতোই বার্ধক্যে উপনীত। কিন্তু এখনও সে সুলতানার একনিষ্ঠ ভক্ত। পরদিন সুলতানার যখন ঘুম ভাঙল তখন সূর্য প্রায় মাথার উপর উঠে গেছে। সে চোখ খুলেই সেবিকাকে বলল, নসরকে খবর দিতে।

নসর এলে তাকে সুলতানা নিজের পালঙ্কে বসিয়ে দিল। নিজে পাশে বসে অতীত দিনের মজার মজার গল্প বলতে শুরু করল। বুড়ো নসরের মধ্যে যৌবনের আবেগ সৃষ্টি করে সুলতানা বলল, নসর! আমার শেষ একটি কাজ তুমি করে দাও! সে নসরের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে নসর তার কাজের কথা শুনে বিস্ময়ে হা করে রইল।

"আপনি কি আমার হাত দিয়ে এই গোনাহ্ করাতে চান?"

"হ্যাঁ নসর! এই গোনাহর কাজটিও আমি তোমার হাত দিয়েই করাতে চাই। নসর! সেইসব মজার মজার গোনাহ্গুলোর কথাকি তোমার মনে নেই যেগুলোর সুযোগ তোমাকে আমি করে দিয়েছিলাম? সেগুলোর মধ্যে কিছু গোনাহ্ তো এমন ছিল যেগুলো আজো তোমাকে জল্লাদের হাতে ন্যস্ত করতে পারে। তুমি তো জানো নসর! জল্লাদের তরবারী আমার ইঙ্গিত মেনে চলে...। এ কাজ যদি তুমি করতে পার, তাহলে আমার ছেলে স্পেনের আমীর হবে, আর তোমার পুত্রকে সেনাবাহিনীর কমান্ডার করা হবে।"

শিকলে বাধা পড়ে গেল নসর। সে জানত এই নাগিনী যখন ইচ্ছা যে কাউকে দংশন করতে পারে। সুলতানার প্রস্তাবে নসর তার নিজের সন্তানেরও আলোকিত ভবিষ্যত দেখতে পেল। খানিকক্ষণ ভেবে নসর মুচকি হেসে বলল, এ কাজ আমি না করলে আর কার করার সাধ্য আছে?

অনেক দেরী করে সুলতানার ঘর থেকে বের হল নসর। এরপর সোজা চলে গেল হেকিম হাররানীর কাছে। হেকিম হাররানীও তখন চরম বার্ধক্যে উপনীত। নসর হাররানীর কাছে গিয়ে তাকে কানে কানে সেই কথাই বলল, যে কথা তাকে সুলতানা বলেছিল। কিন্তু হাররানীর প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই প্রতিবাদী। সে আঁতকে উঠে জায়গা ছেড়ে সরে পড়ল এবং সারা শরীর নসরের কথা শুনে কাঁপতে লাগল।

"আপনার জন্য এখন দু'টি পথ খোলা, হয় আমার কথা মতো কাজ করুন, নয়তো এই বৃদ্ধ বয়সে কয়েদখানায় এমন কঠিন শাস্তিতে ভুগে ভুগে মৃত্যুবরণ

করুণ যেসব শাস্তি শক্ত সামর্থবান লোকেরাও সহ্য করতে পারে না। আপনি জানেন, আমার মুখ থেকে আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগই প্রকাশ পাবে তা কোন সাক্ষী সাবুদ ছাড়াই বিশ্বাস করা হবে। আর আমার কথা মানলে সোনার দিনারের পাহাড় গড়ে উঠবে আপনার ঘরে...। এখন আপনি চিন্তা করে দেখুন কোন্‌টি আপনি গ্রহণ করবেন?

নসরের হুমকিতে অতি বৃদ্ধ হেকিম হাররানী পরিণতির কথা ভেবে ঘাবড়ে গেল। কাঁপা হাতে সে বিষের ওষুধ দিয়ে দিল নসরের হাতে। যে বিষ খাওয়া মাত্রই ক্রিয়া শুরু করে দেয় এবং মানুষকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। নসর তাকে একথা বলেনি যে, এই বিষ সে কার ইঙ্গিতে নিচ্ছে।

* * *

আমীর আব্দুর রহমানের বিবাহিতা বাদী মুদ্দাসিসরার বয়স সুলতানার চেয়ে কিছুটা কম ছিল। সেও এখন প্রায় বুড়ো হওয়ার পথে। এই মুদ্দাসিসরাই আব্দুর রহমানকে নৃত্যগীত ও শরাবের নেশা থেকে বের করার কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

সন্ধ্যায় কোন এক মহিলার মাধ্যমে মুদ্দাসিসরার কাছে হাররানীর পয়গাম এলো—কোন অসুখের বাহানা করে জলদী আমাকে তলব করুন। কিছুক্ষণ পর মুদ্দাসিসরা তার বাদীকে বলল, জলদী শাহী হেকিমকে ডেকে আনো—পেটের ব্যথায় আমি মরে গেলাম। মুদ্দাসিসরার অসুখের কথা শুনে বাদী দৌড়ে হাররানীর সকাশে হাজির হলে হাররানী সাথে সাথেই মুদ্দাসিসরার ঘরে হাজির হল।

হাররানী এলে মুদ্দাসিসরার কক্ষের দরজা বন্ধ করে দেয়া হল। হাররানী ক্ষীণকণ্ঠে মুদ্দাসিসরাকে বলতে লাগল মালিকায়ে আলীয়া! আজ আমার সেই কথা মনে পড়েছে, যেদিন আমি সুলতানার পরামর্শে বিষ দিয়েছিলাম যে বিষ আপনাকে দেয়ার জন্যে সুলতানা আমার কাছ থেকে এনেছিল। আর আমি আপনাকে এসে বলেছিলাম, কোন বাদী আপনাকে মধু বা দুধে বিষ মিশিয়ে খেতে দিতে পারে, আপনি সেটি কখনও খাবেন না...।

হ্যাঁ, সম্মানিত হেকিম! আমার দিব্বি মনে আছে। সে কথাও আমার মনে আছে, আপনি বিষ দেয়ার পর দেশ ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি আপনাকে বলেছিলাম—না, আপনি কিছুতেই দেশ ছেড়ে যাবেন না। হতে পারে এমন বিষ আমীরে স্পেনকে দেয়ার জন্যও আপনার কাছ থেকে আনা হবে...। আর আপনি তখন এসে এই সংবাদটি তাকে জানিয়ে জীবন বাঁচাতে পারবেন।

জানি না সে কথা আমি কেন বলেছিলাম। কিন্তু আজ আবার আপনি সে কথা স্মরণ করছেন কেন? আপনি কি কোন বিশেষ কথা বলতে চান?

"আপনি পূতঃপবিত্রা মনের অধিকারী নারী। এজন্য আপনার মুখে আল্লাহ্ ভবিষ্যতের আশঙ্কার কথাও প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। বৃদ্ধ হাররানী এদিক সেদিক তাকিয়ে বলল, আজ আমীরে উন্দলুসের খুব প্রিয় ও আস্থাভাজন গোলাম, যাকে তিনি দরবারে উঁচু মর্যাদা দিয়ে রেখেছেন, আমাকে হুমকি দিয়ে আমার কাছ থেকে সেই বিষ নিয়ে এসেছে। সম্ভবত সে এই বিষ আমীরে স্পেনকেই প্রয়োগ করবে। হাররানী মুদ্দাসিসরাকে জানালেন, নসর তাকে কি কি হুমকি ও লোভ দেখিয়ে বিষ দিতে বাধ্য করেছে। হেকিম তার সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতার কথাও মুদ্দাসিসরাকে বললেন।

"কোন অসুবিধা নেই। আপনার অপারগতা ও অক্ষমতা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু নসর কি আপনাকে বলেছে, এই বিষ সে কার ইঙ্গিতে কার জন্য এনেছে?"

"না, তা বলেনি। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে আমার কথায় কান দেয়নি।

মুহ্তারামা! আপনি আমীরে স্পেনকে সতর্ক করে দিন তিনি যাতে নসরের হাতের কোন কিছু আহার না করেন। দয়া করে আমাকে বিদায় দিন। মনে হয় আমি আমার দায়িত্ব কিছুটা হলেও আদায় করতে পেরেছি।"

জীবনের বিরাট অংশ যুদ্ধ ময়দানে কাটানো এবং বার্ধক্যে উপনীত হয়েও যুদ্ধে যুদ্ধে থাকার ফলে আমীর আব্দুর রহমানের শরীর ভেঙে গিয়েছিল। শেষ সময়ে এসে কাজ্জাকের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধ পরিচালনায় দীর্ঘদিন সাগরে থাকার কারণে স্পেন শাসক আব্দুর রহমানের শরীর রীতিমত অসুস্থ ছিল। যদ্দরুন সব সময়ই তাকে কোন না কোন ওষুধ খেতে হতো। একদিন তার একান্ত বিশ্বস্ত গোলাম নসর এসে বলল, "এক অজ্ঞাতনামা হেকিমের কাছ থেকে আমি এই হালুয়া এনেছি। এটি সেবন করলে বুড়ো বয়সেও যুবকের মতো শরীরে শক্তি যোগায়।"

"তুমিও তো অনেক বুড়ো হয়ে গেছো নসর! বললেন আমীর আব্দুর রহমান। বৃদ্ধ বয়সে যৌবন ফিরে পাওয়ার ওষুধ তো তোমারও দরকার। আমি তো অনেক ওষুধ খাচ্ছি, এটি তুমিই খেয়ে নাও।"

নসর খেতে চাইল না। সে বলল, "না না! এই ওষুধ তো আমি আপনার জন্যে এনেছি।"

"নসর! শাহী মেজাজে বললেন আব্দুর রহমান। আমি তোমাকে হুকুম দিচ্ছি, এক্ষুণি তুমি এই ওষুধ মুখে দাও।"

"ভয়াবহ নির্দেশে চেহারায় ঘাম দেখা দিল নসরের। কাঁপা কাঁপা হাতে সে নির্দেশ মানতে হালুয়া মুখে দিল। আমীরে স্পেন তাকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। ইতিহাস লিখে নসর আব্দুর রহমানের কক্ষ থেকে বের হয়ে দৌড়ে গেল হেকিম হাররানীর কাছে এবং বলল—যে বিষ সে নিয়েছিল, তা আমীর আব্দুর রহমানকে খাওয়াতে গিয়েছিল সে। কিন্তু তিনি তাকেই তা খাইয়ে দিয়েছেন। হেকিম দয়া করে আমাকে এই বিষক্রিয়া থেকে বাঁচার ওষুধ দিন।"

"যাও, তাড়াতাড়ি গিয়ে ছাগলের দুধ পান করে নাও।" বললেন হেকিম হাররানী।

হেকিমের কথা শুনে বাড়ির দিকে দৌড়াল নসর। কিন্তু ততোক্ষণে বিষ তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। পথেই পড়ে গেল নসর এবং বিষক্রিয়ায় সেখানেই মারা গেল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, আমীর আব্দুর রহমান সেই বিষ থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন বটে তবে বিষ প্রয়োগকারীই বিষক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু এই ঘটনা জানার পর স্পেন শাসক আব্দুর রহমান খুবই মুষড়ে পড়েন। তিনি দুঃখ করে বলেন, যাদেরকে আমি জীবনভর আপন ভেবেছি, আপন মনে করে তাদের কাছে অন্তরের কথা বলেছি, তাদের ইজ্জত, সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছি, সেই নসরের মতো ব্যক্তি আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চিন্তা করতে পারল! এই দুঃখ ও যন্ত্রণায় মাত্র সাত আট দিনের মাথায় ৮৫২ সনের ২২ সেপ্টেম্বর আব্দুর রহমান মৃত্যুবরণ করলেন।

বেশ কিছুদিন পর এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় যে, সুলতানার কথায় নসর আব্দুর রহমানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে চেয়েছিল। আব্দুর রহমানের মৃত্যুর পর তার পুত্র মুহাম্মদ স্পেনের মসনদে অধিষ্ঠিত হন, আর সুলতানা তার ছেলে আব্দুল্লাহকে নিয়ে ইতিহাসের অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

সমাপ্ত

একদা স্পেন আমাদের ছিল। সভ্য ইউরোপও ছিল আমাদেরই।
খাক ও খুনের অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে আমরা তা জয় করেছিলাম।
দীর্ঘ আট'শ বছর পর রক্ত অশ্রু ও হাহাকারভরা এক দুর্দিনে মুসলমানেরা
ইউরোপছাড়া হন। শাসকদের অবহেলা দুর্নীতি আর বিলাসিতার সাথে এ পতনে
জড়িয়ে ছিল সেতারের রাগিনী নুপূরের নিক্কন আর ছলনাময়ী রূপসী কন্যা।
সে কাহিনীই জীবন্ত হয়ে উঠে এসেছে আল্তামাশের কলমে -

কিতাব কেন্দ্র
৫০ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০